রংদার রোববার
রামায়ণের আধুনিক পাঠ বলছে, আর্য সাম্রাজ্য প্রসারের বিরুদ্ধাচরণ ও অনার্য শক্তির প্রতিবাদ স্বরূপই রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিলেন। ইলিয়াড বলে ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল শুধুমাত্র একটি কিডন্যাপিংকে কেন্দ্র করে। আড়ালে এমন বহু গল্প।
অপহরণের অন্তরালে

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Manmohan JADU MALAM
MK Since 90 Years
Ph : 9830303398

ভারতের নয়া ‘জল-দুর্গ’ ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৫°	১১°	২৫°	১০°	২৫°	১০°	২৩°	১১°

গ্রিনল্যান্ড দখলে বেপরোয়া ট্রাম্প ১১

রোকো-র মঞ্চে চোখ শ্রেয়সেও
আজ শুরু ওডিআই সিরিজ ১৯

শিলিগুড়ি ২৬ পৌষ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 11 January 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 233

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যেকোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
অ্যাক্সিডেন্ট স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক বার্ন
24x7 Emergency
90 5171 5171

এডিশন স্পেশাল

উত্তর পাব না জানি...

নয়ের পাতায়

দেশ গেরুয়া হলেও বাংলা হবে না

নয়ের পাতায়

সুপ্রিম দ্বারে

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত দাবি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! হাইকোর্ট দ্রুত শুনানির আর্জিই খারিজ করে দিয়েছে। ১৪ জানুয়ারির আগে মামলা শুনবে না জানিয়ে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতের উত্তেজনা ততদিনে মিইয়ে যেতে পারে। আইনি লড়াইকে সেজন্য শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে গেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আইপ্যাকে তল্লাশিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাধাদানের অভিযোগে শনিবার মামলা দায়ের করল শীর্ষ আদালতে।

সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মামলাটি দায়ের হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিটি যে এরকম করতে পারে, তা আঁচ করে রাজ্য সরকার অবশ্য শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করে রেখেছে। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলাতেও ইডি সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতায় আইপ্যাকের সদর দপ্তর এবং সংস্থার ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে তল্লাশিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছে।

ইডি দাবি করেছে, তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। যা শুধু তদন্তে বাধা নয়, আইনের শাসনের উপর সরাসরি আঘাত। ইডি সেই কারণে ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছে।

কিন্তু রাজ্য সরকার ক্যাভিয়েট করে রাখায় আইপ্যাক সংক্রান্ত মামলায় একতরফা শুনানি বা নির্দেশ দেওয়ার উপায় নেই সুপ্রিম কোর্টে। রাজ্যের পক্ষে ক্যাভিয়েট দায়ের করেন কুণাল মিমানি। রাজ্যের বক্তব্য, রাজ্য সরকারকে বাদ দিয়ে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিলে সাংবিধানিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। হাইকোর্টে দায়ের করা মামলায় রায় অনুকূলে না এলে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পথ আগেই খোলা রাখার ইঙ্গিত দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাটি। এরপর চোদ্দোর পাতায়

কিশোরকে পিষে দিল ডাম্পার

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : চোদ্দো বছরের কিশোরকে পিষে দিল ডাম্পার। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ঠোকরের রাস্তায়। মৃতের নাম উদিত ঝা। সে ওই ওয়ার্ডের রাজেন্দ্রনগরের বাসিন্দা। দেশবন্ধু হিন্দি হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া ছিল।

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
আপনার শুন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে
IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI
ISAR আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি M: 9800711112

পরিবারের দাবি, এদিন দুপুরে ওই কিশোর সাইকেলে চেপে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। ঠোকর থেকে ফেরার পথে বিপত্তি ঘটে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয়রা উদিতকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে, শেষরক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন তাকে।

অন্যদিকে, এলাকাবাসীর একাংশ পাথরবোঝাই ডাম্পারটিকে আটকে দেন। শুরু হয় বিক্ষোভ। অবশেষে প্রধাননগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গ্রেপ্তার করা হয় চালককে। আটক করা হয়েছে ডাম্পারটি।

শুক্রবার থেকে রেলের স্থানীয় ডিজেল শেডের ভেতরে নির্মাণকাজ চলছিল। ওই কাজের জন্য দিনরাত পাথরবোঝাই ডাম্পারের আসা-যাওয়া চলছে ঠোকরের রাস্তা ধরে। উদিত সম্পর্কে ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠকের ভাইপো। এদিনের দুর্ঘটনার জন্য তিনি রেলের গাফিলতিকেই দায়ী করছেন। তাঁর অভিযোগ, ‘রেল যদি শুধুমাত্র রাতে ডাম্পারে করে নির্মাণসামগ্রী আনত, তবে অঘটন ঘটত না।’ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি অমিতকুমার গুপ্ত পালটা পুলিশ-প্রশাসনের নজরদারি ও ভাঙা রাস্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দু’পক্ষের তর্জার মাঝেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানিয়েছেন, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী অশোক রায়ের বর্ণনায়, ‘ওই কিশোর সাইকেলে চেপে রাজেন্দ্রনগরের দিকে যাচ্ছিল। ডাম্পারের পাশাপাশি রাস্তার শেষপ্রান্ত অর্থাৎ সংকীর্ণ অংশটি দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ও। মুহূর্তের মধ্যে ডাম্পারের নীচে ঢুকে যায়। পেছনের চাকা কিশোরের ওপর দিয়ে চলে যাওয়ায় আর বাঁচানো গেল না।’

উদিতের প্রতিবেশী পেশায় মাছ বিক্রেতা ঝুমা রায় কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মৃতের পরিচয় অবশ্য তখনও অজানা ছিল ঝুমার। শুধুমাত্র দুর্ঘটনার খবর তাঁর মাধ্যমে ছড়িয়ে যায় রাজেন্দ্রনগরে। খবর শুনে উদিতের পরিবারের সদস্যদের মনে আশঙ্কা জাগে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

পদত্যাগ রবি ঘোষের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১০ জানুয়ারি : কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন

সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।
নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রুপা কেনা হয়!
ADYAMA GOLD JEWELLERY
Sevoke Road, Siliguri
9830330111

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। শনিবার সকালে কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের কাছে গিয়ে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, ‘দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

এরপর চোদ্দোর পাতায়

KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY (KIIT)
Deemed to be University
(Established U/S 3 of UGC Act 1956), Bhubaneswar, Odisha, India

A++ Grade Accredited by NAAC
THE World University Rankings 2026: 501+ Cohort Globally, 5th India Rank
QS World University Rankings 2026: 1st in Odisha, 9th in India among pvt. universities
nirf 2025: 17th Among Indian Universities
NBA Tier 1 Re-accredited by NBA
ABET (US) Accreditation
IET Accredited Programme, The Institute of Engineering and Technology
Special Consultative Status by the UN-ECOSOC
Partnership with UN VOLUNTEERS

KIITEE 2026
APPLY NOW
through KIIT Websites
www.kiitee.ac.in / www.kiit.ac.in
No Examination Fee (Computer-Based Test)

Scan to Apply

ACADEMIC PROGRAMMES AVAILABLE

UG (3 years/4 years)/Integrated (5 years) Programmes
[All 4 years Programmes are with Honors/Research]

B.Tech Programmes
- Civil
- Construction Technology
- Electrical
- Electrical & Computer Science
- Mechanical
- Mechanical (Automobile)
- Aerospace
- Mechatronics
- Electronics & Telecommunication
- Electronics & Computer Science
- Electronics & Electrical
- Electronics (VLSI Design & Technology)
- Chemical
- Computer Science & Engineering (CSE)
- CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning)
- CSE (Artificial Intelligence)
- CSE (Cyber Security)
- CSE (Data Science)
- CSE (Internet of Things & Cyber Security including Block Chain Technology)
- CSE (Internet of Things)
- Information Technology
- Computer Science & System
- Computer Science & Communication
- Biotechnology

UG Programmes in other Disciplines
- B.Design (Automobile/Graphic/Product)
- B.Design (Fashion/Textile)
- Integrated M.Tech Biotechnology (5yrs)
- B.Tech (Lateral Entry)
- B.Arch
- BCA
- BBA
- B.Sc (Hospitality & Tourism)
- Bachelor of Film & Television Production
- Bachelor of Communication & Journalism
- Bachelor of Physical Education & Sports
- BA Economics
- BA Sociology
- BA English
- BA Psychology
- BA French
- BA Spanish
- BA Japanese
- BA German
- B.Com
- B.Sc (Economics & Data Analytics)
- B.Sc Computer Science
- B.Sc Nursing
- B.Pharma
- D.Pharma
- B.Sc.(Fintech & Business Analytics)
- B.Sc.(Statistics & Data Analytics)

PG (1 year/2 years)/Integrated (5 years) Programmes
- M.Tech
- LLM (1yr)
- MCA
- M.Sc Biotechnology
- M.Sc Applied Microbiology
- M.Arch
- MBA-IEV (Innovation, Entrepreneurship and Venture Development)
- Master of Communication & Journalism
- Master in Urban & Regional Planning
- Master in Yoga & Naturopathy
- Master of Hospital Administration
- Master of Public Health
- MA in Fashion Management
- M. Design (Interior)
- M.Sc Computer Science
- MA Economics
- MA Sociology
- MA English
- MA Psychology
- Master in Public Policy
- M.Com
- M.Sc Physics
- M.Sc Chemistry
- M.Sc Mathematics & Data Science
- Master in Library & Information Sciences
- Master in Physical Education & Sports
- M.Sc Nursing
- Integrated M.Tech & Ph.D
- Ph.D

2025 Placement Highlights
750+ Companies
6000+ Job Offers
₹53 LPA Highest Salary Offered
₹8.50 LPA Average CTC
1500+ Paid Internships

Director Admissions, Admission Cell (Koel Campus), KIIT DU, Bhubaneswar, Odisha, India-751024
admission@kiit.ac.in kiitee.ac.in 8080 735 735

KIIT (Deemed to be University) has only one permanent campus in Bhubaneswar, Odisha. It has no other campus / off campus anywhere else in the country and globe.

লোসার উৎসবে পর্যটন আকর্ষণ লেপচাখায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি : শীত পড়তেই পর্যটকদের ভিড় জমছে আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা পাহাড়ের লেপচাখা গ্রামে। ইতিমধ্যেই জেলার পর্যটন মানচিত্রেও জায়গা করে নিয়েছে গ্রামটি। পর্যটকের কাছে লেপচাখাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে চলতি সপ্তাহে শুরু হওয়া লোসার উৎসব।

প্রতি বছরই ডুকপা জনজাতির বাসিন্দারা এই উৎসবে শামিল হন। বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে ধাপে ধাপে হয় এই উৎসব। গত বুধবার থেকে এই উৎসব শুরু হয়েছে লেপচাখা গ্রামে। চলবে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে উৎসবে মেতেছেন পর্যটকরাও।

স্থানীয় পিনছো ডুকপা বললেন, 'এটা আমাদের বার্ষিক উৎসবের মতো। গ্রামের যে বাসিন্দারা কাজের সূত্রে বাইরে থাকেন, তাঁরাও এ সময় বাড়ি ফিরে আসেন। বক্সার অন্য গ্রাম থেকেও অনেকে এসময় লেপচাখায় আসেন। সকলে মিলে একসঙ্গে আনন্দে কাটে কয়েকটা দিন।'

ডুকপা জনজাতির মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বৌদ্ধ মন্দিরে প্রার্থনা করে শুরু হয় এই উৎসব। সারাদিন চলে তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা। গ্রামের সকল পুরুষ বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার এনে একসঙ্গে ভাগাভাগি করে খান। উৎসবের শেষের দিন গ্রামের মহিলারাও পুরুষদের সঙ্গে যোগদান করেন।

খাবার খাওয়ার পর বিকেল পর্যন্ত চলে তিরন্দাজি। চা বিরতির পর সন্ধ্যায় ফের প্রার্থনায় শামিল হন গ্রামের সকলে। সন্ধ্যা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে রাত পর্যন্ত চলে।

বিহারের নালন্দার বাসিন্দা সৌর্য পুরোহিত পেশায় ভারতীয় রেলের কর্মী। তিনি পরিবার নিয়ে লেপচাখায় ঘুরতে এসেছেন। তাঁর কথায়, 'গত বছর এই উৎসবের কথা শুনেছিলাম। এবছর দেখার ইচ্ছে ছিল। তাই পরিবারকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।'

লেপচাখায় থাকা একটি হোমস্টে মালিক সোহম চক্রবর্তী জানালেন, পর্যটকদের ঠাসা ভিড় রয়েছে এই মুহূর্তে। ট্যুরিস্ট গাইড জেমস ভুটিয়ার কথায়, 'যে পর্যটকরা এই উৎসব নিয়ে কিছু জানেন না তাঁদেরও আমরা দেখাচ্ছি এবং উৎসব নিয়ে তথ্য দিচ্ছি।'

লেপচাখায় তিরন্দাজিতে ব্যস্ত তরুণরা।

রোদ পোহাতে ব্যস্ত হরিণের দল। রসিকবিলে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

অর্থকষ্ট সত্ত্বেও দৌড়ে ঝুলিতে সোনা সুমনার

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১০ জানুয়ারি : অভাব, অনিশ্চয়তা আর নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করেই ছুটে চলেছিল ছোট্ট পা। আর সেই ছুটেই ইতিহাস গড়ল গঙ্গারামপুরের বেলবাড়ি শিংপাড়ার দ্বিতীয় শ্রেণির সুমনা সিং। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ৪১তম রাজ্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দুটি ইভেন্টেই প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হল এই খুদে। অংশগ্রহণ করাটাই যেখানে ছিল অনিশ্চিত, সেখানে দু-দুটো সোনা জিতে রাজ্যজুড়ে তাক লাগিয়ে দিল সুমনা।

এই কচি বয়সেই সুমনার জীবনসংগ্রাম বেশ কঠিন। এক বছর আগে বাবাকে হারিয়েছে সে। বাবা হায়দরাবাদে ট্রাকচালক ছিলেন। মা সংসার চালাতে গাজিয়াবাদে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। তাই সুমনা বড় হচ্ছে দিদার কাছে। অর্থাভাব আর পারিবারিক প্রতিকূলতার কারণে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় তাকে পাঠাতে প্রথমে রাজি হয়নি পরিবার। পরে স্কুলের উদ্যোগ ও মধ্যস্থতায় সে হাবড়ায় আয়োজিত রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। শনিবার সোনা এনে দিল তাকে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালেও সুমনা রাজ্য স্তরে ৭৫ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ছিল।

মেডেল হাতে বিজয়ী।

বেলবাড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ছাত্রী সুমনা। তার এই সাফল্যে রবিবার তাকে বরণের অপেক্ষায় স্কুল ও এলাকা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর রায় বলেন, 'জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কাছে আমার আবেদন, নিম্ন আয়ের পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে যেন আরও বেশি করে দাঁড়ানো হয় এবং ভালো ফল করা স্কুলগুলিকে খেলার তার মন্তব্য, 'দৌড়াতে ভালোবাসি। খেলাধুলো নিয়ে আরও এগোতে পারি, তার জন্য প্রশাসনকে পাশে থাকার আবেদন রইল। মা উপস্থিত থাকলে আরও ভালো লাগত। বাবার কথা খুব মনে পড়ছে।'

সাহিত্য সম্মানে উত্তরের জয়জয়কার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১০ জানুয়ারি : সাহিত্যজগতে উত্তরবঙ্গের অবদান সর্বজনবিদিত। এবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিও সেই অবদানকে স্বীকৃতি দিল। সাহিত্য, কবিতা, ক্ষুদ্র পত্রিকা, লোকসংস্কৃতি সহ লোকভাষার উপর বিশেষ কাজের জন্য উত্তরের সাত কৃতীকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হল। শুক্রবার কলকাতায় আকাদেমি আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সাহিত্যের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন মালদার তৃপ্তি সান্ত্রা ও অনুরাধা কুণ্ডা। কবিতার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন আলিপুরদুয়ারের গৌরব চক্রবর্তী ও অরুণাভ রাহা রায়। লিটল ম্যাগাজিন 'দাগ'-এর জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন ইসলামপুরের মনোনীতা চক্রবর্তী। সাদরি ভাষায় বিশেষ কাজের জন্য আকাদেমি বালুরঘাটের বাসিন্দা নেহরু ওরাওঁকে পুরস্কৃত করেছে। এছাড়া শেরশাবাদিয়া ভাষা সহ লোকসংস্কৃতি ও লোকভাষার উপর কাজের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন মালদার আব্দুল ওয়াহাব।

পুরস্কার জেতা সাতজনকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ উচ্ছ্বসিত। যাঁরা পুরস্কার জিতেছেন তাঁদেরও খুশির অন্ত নেই। তৃপ্তি বললেন, 'পাঁচ দশকের বেশি সময় সাহিত্যসেবায় মগ্ন থাকার চেষ্টা করেছি। ২০টি বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত। পুরস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আমাকে বেছে নেওয়ায় আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।' পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে সাহিত্যেমগ্ন অনুরাধাও, 'তবুও মনে হয় কতটাই বা সাহিত্যের সেবা করতে পারলাম! এই পুরস্কার সাহিত্যসেবার দায়িত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে দিল।' ক্ষুদ্র পত্রিকা নিয়ে কাজের ক্ষমতা অনেকটাই সীমিত। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইসলামপুর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'দাগ' অবশ্য বৃহৎ পরিসরে কাজের চেষ্টা করেছে, অনেকাংশে সফলও।

- সাহিত্যে - মালদার তৃপ্তি সান্ত্রা ও অনুরাধা কুণ্ডা।
- কবিতায় - আলিপুরদুয়ারের গৌরব চক্রবর্তী ও অরুণাভ রাহা রায়
- লিটল ম্যাগাজিন 'দাগ'- ইসলামপুরের মনোনীতা চক্রবর্তী
- সাদরি ভাষায় বিশেষ কাজ- বালুরঘাটের বাসিন্দা নেহরু ওরাওঁ
- শেরশাবাদিয়া ভাষা সহ লোকসংস্কৃতি ও লোকভাষায় কাজ- মালদার আবদুল ওয়াহাব

অনুরাধার মতো মনোনীতাও বললেন, 'আকাদেমির এই পুরস্কার ক্ষুদ্র পত্রিকা নিয়ে কাজের খিদেটা আরও বাড়িয়ে দিল। আরও ভালোভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।'

কবি হিসেবে কমলেশ রাহা রায় ছিলেন অনন্য। ছেলে অরুণাভও কম যান না। পুরস্কার জেতার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'কবিতার জগৎটাকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছি জানি না। তবে এই পুরস্কার দায়িত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে।'

সদ্য জেতা পুরস্কারটি অরুণাভ তাঁর প্রয়াত বাবাকে উৎসর্গ করেছেন। আলিপুরদুয়ারের গৌরব উত্তরবঙ্গ সংবাদে লেখালেখি শুরু করেন। ২০২১ সালে সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার জেতেন। শুক্রবার পুরস্কার পেয়ে তাঁরও প্রতিক্রিয়া, 'দায়িত্ব বাড়ল বহুগুণ।' পুরস্কার জেতায় নেহরু আকাদেমিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। শেরশাবাদিয়া ভাষা সহ লোকসংস্কৃতি ও লোকভাষার ওপর গবেষণা করা আবদুল বললেন, 'কীই বা এমন কাজ করলাম! আর তার জন্য আকাদেমি যে পুরস্কৃত করবে তা কোনওদিন ভাবতেই পারিনি।'

পুরস্কার নাকি মানুষকে অহংকারী করে তোলে। কথাটি সত্যি কি না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার জেতা উত্তরবঙ্গের সাত কৃতী অবশ্য পুরোপুরি মাটির মানুষ হয়েই থাকতে চান। চিরকাল। উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের চরিত্রই তো তাই।

পাত্র চাই

■ পাত্রী M.A., B.Ed., বয়স ৩৮। আলিপুরদুয়ারের মধ্যে পাত্র কাম্য। 8944868768. (C/119926)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, শীল পাত্রী, 28+/5', B.A. পাশ, সুন্দরী, ভদ্রপরিবারের পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই, (29-33)-এর মধ্যে। (M) 9749137055. (C/119753)

■ পাত্রী ঘোষ, B.Tech., 31/5'-3", শিলিগুড়ি নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যার জন্য চাকরিরত অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার অগ্রগণ্য। 7908768902 (11 A.M. - 8 P.M.). (C/119928)

■ একমাত্র কন্যা, উচ্চতা ৫'-8", বয়স-২৯, সঃ চাকরিরতা, ফর্সা, সুন্দরী। সঃ চাকরি বা উচ্চ ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ির মধ্যে পাত্র কাম্য। ফোন নং-9832361998. (C/119911)

■ পাত্রী সাহা, 29+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed., শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/119756)

■ পাত্রী কায়স্থ, সরকারি চাকুরে। 30-34'এর মধ্যে সরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। কোচঃ, জলঃ, আলিঃ, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 9832364140. (C/119939)

■ কায়স্থ, 29/5'-5", B.Tech. Computer, দেবারিগণ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা (Cont.), ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 8016694187. (C/118983)

■ সাহা, কোচবিহার নিবাসী, শিক্ষিতা, M.A. বাংলা, সুন্দরী, বয়স 33+/5'-3", নামমাত্র ডিভোর্সি, পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। সরকারি চাকরি অগ্রাধিকার। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হলেও চলবে। যোগাযোগ-9434241005. (C/118982)

■ পাত্রী Saha (Gen.), ফর্সা, সুশ্রী, Philo. (H), M.A., 24/5', এক ভাই। বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মা গৃহিণী। অনূর্ধ্ব 30-এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী (Saha, Gen.) পাত্র কাম্য। (M) 9126480714. (C/119961)

■ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অডিভোরসী পাত্র চাই আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন, পাত্রী কাশ্যপ, 35, রাজ্য সরকারে চুক্তিভিত্তিক কর্মরত। 9749048974. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী, বয়স 31/5'-1", B.Sc.(H), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 42, সঃ/বেঃ MNC চাকুরে, উত্তরবঙ্গের পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গে বসবাস করে কিন্তু চাকরি করে কলকাতায় পাত্রও কাম্য। (M) 8159967734, 9064161913 (W/A). (C/119272)

■ সুন্নি মুসলিম, 30+/5'-1", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। মোঃ 8250031578. (D/S)

■ 30/5'-4", প্রকৃত সুন্দরী, সরকারি হাসপাতালে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 9330376738. (K)

পাত্র চাই

■ 48, বিধবা, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : 9230648120. (K)

■ বয়স 56, ডিভোর্সি, সরকারি স্কুলে কর্মরতা, পিতা-মাতা মৃত। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6297679754. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৫, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119763)

■ আলিপুরদুয়ার, পিতা Ex.-Rly., Gen., 5'-2", B.Sc., ঘরোয়া সুশ্রী কন্যার জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। 9734488968. (C/119763)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 24/5'-3", B.A. Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9836935367. (C/119763)

■ নিঃসন্তান ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৯২, শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরতা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8967180345. (C/119763)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, ডিভোর্সি, বয়স ৩০, শিক্ষিতা, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা। এইরূপ পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/119763)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৭, বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরতা পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/119763)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, MBA পাশ ও সরকারি কলেজের নন টিচিং স্টাফ। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 9874206159. (C/119763)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, MBBS ও বর্তমানে গভর্নমেন্ট হাসপাতালে ইন্টার্ন করছে। পিতা ও মাতা গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/119763)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৬, রাজবংশী, M.Sc. পাশ। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119763)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 5'-1"/36+, গৃহশিক্ষকতা, সুপাত্রী কাম্য। 7432934723. (C/119958)

■ পাত্র বারুজীবী, কন্যা রাশি, দেবগণ, IIT, হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (Ph.D), আমেরিকায় কর্মরত, একমাত্র সন্তান, শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, 34/6'-1", সুদর্শন। উপযুক্ত প্রকৃত সুন্দরী, ন্যূনতম 5'-3", বাহিরে যেতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। (M) 9832474559. (C/119763)

■ বয়স ৩০, আইটি-তে কর্মরত পাত্রের জন্য এমএসসি/আইটিতে কর্মরতা উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই, শুধু অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। 9474629455. (C/119956)

■ শীল, ৩২/৫'-৮", M.A., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব মার্কেট কমপ্লেক্স, দিনহাটা নিবাসী। স্ববর্ণ/অসবর্ণ, প্রকৃত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029298326, 9851183967. (S/M)

পাত্রী চাই

■ পাত্র হাইস্কুল শিক্ষক, Gen., 5'-7", বয়স 37+, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Mob : 7699936016. (C/119273)

■ কায়স্থ, 33, স্নাতক, 5'-1", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 6296605943. (S/C)

পাত্রী চাই

■ 34/5'-6", কায়স্থ, MBA, HDFC-তে কর্মরত, একমাত্র পাত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। মা পেনশনভোগী। 8597519854. (B/S)

■ রায়, এক পুত্র, 37+/5'-5", কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী পাত্রের স্বঃ/অসবর্ণ সুপাত্রী চাই। (M) 7478969017. (S/C)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 33/5'-3", B.Sc., ইলেক্ট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টে কর্মরত পাত্রের জন্য আলিপুর/কোচবিহার/ফালাকাটার মধ্যে শিক্ষিতা, কর্মরতা, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। একমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করুন-7584981999. (C/118791)

পাত্রী চাই

■ 38/5'-8", কেন্দ্রীয় সরকারে উচ্চপদে কর্মরত, শিলিগুড়িতে কর্মরত, নিজস্ব 4 তলা বাড়ি, বাবা-মা প্রয়াত, ১ মাত্র ছেলের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী চাই (Caste no bar). (Divorce/অবিবাহিত চলবে, সন্তান গ্রহণযোগ্য)। 9635924555. (C/119763)

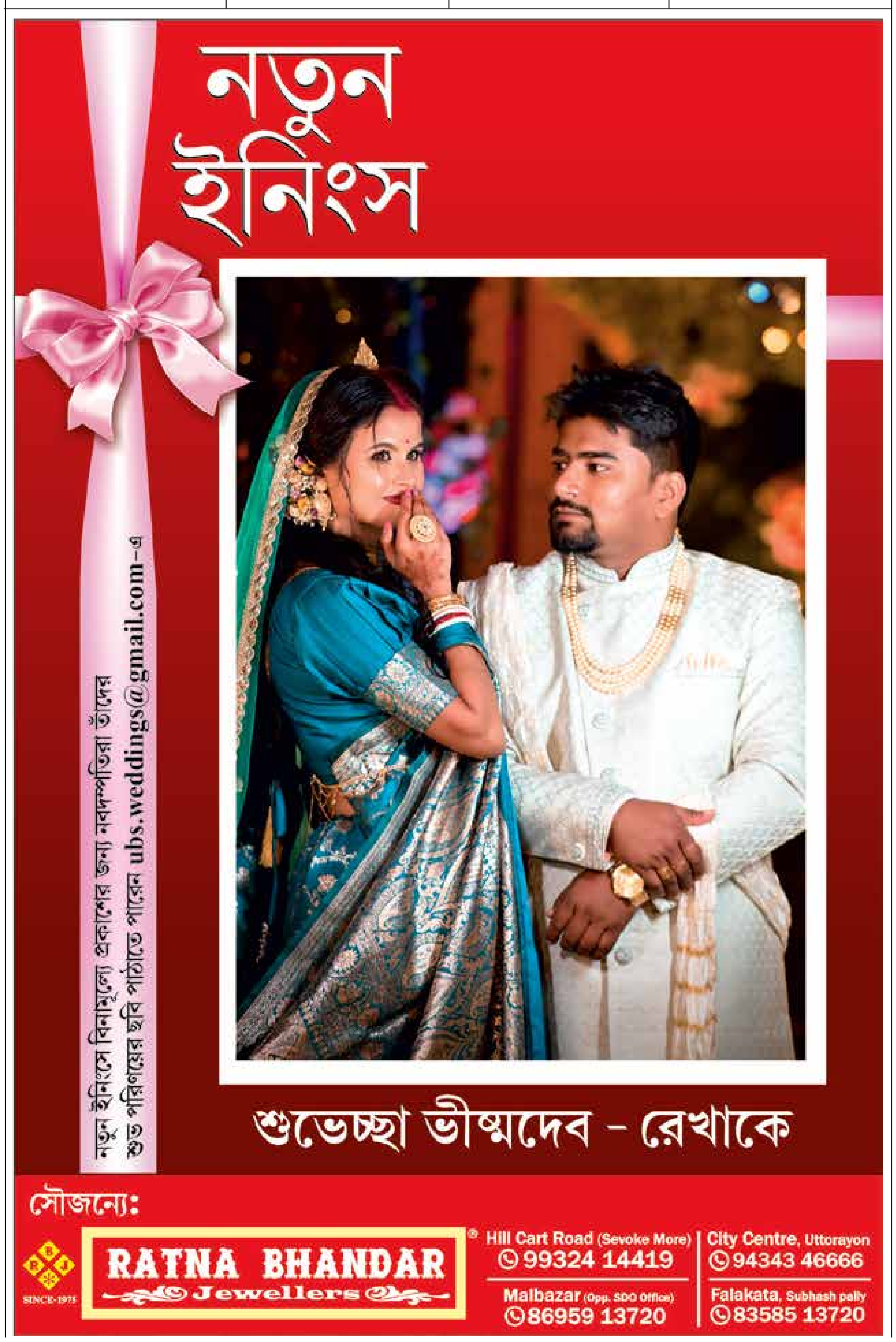

পাত্রী চাই

■ নমশূদ্র, 43/5'-5", (S/C), M.A., B.Ed., সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ন্যূনতম B.A. পাশ, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9932096414. (S/C)

■ নমশূদ্র, বয়স ৩৪, উচ্চতা ৫ ফিট ১১, WBCS অফিসার, DSP, মা ও ছেলে, পাত্রের জন্য বয়স ২৪-২৯, লম্বা, ফর্সা, সুন্দরী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-9332628055. (C/118984)

■ ঘোষ, 35+/5'-6", M.A., B.Ed., নিজ গৃহে কোচিং সেন্টার সাথে অনলাইন ব্যবসা। ফর্সা, 29 মধ্যে পাত্রী কাম্য। কয়স্থ চলিবে। কোনও দাবি নেই। (M) 9832367298. (A/B)

■ দিনহাটা নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 43, ডিভোর্সি, দেবারি, মাঙ্গলিক, ব্লক অফিসে কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 38 পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9434687482. (S/M)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Tech. পাশ এবং নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/119763)

■ 32/5'-7", রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ম্যানেজার পদে কর্মরত, একমাত্র ছেলে, শিলিগুড়িতে নিজস্ব 4 তলা বাড়ি, গাড়ি, বাবা-মা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী চাই। 8016232769. (C/119763)

■ 32/5'-8", M.A., B.Ed., লেকচারার (Pvt. কলেজ), দাবিহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 6001417619. (C/119763)

■ সাহা, মাঙ্গলিক, 33/5'-8", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সরকারি উচ্চপদে কর্মরত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 8653532785. (C/119763)

■ সাহা, 33/5'-9", B.Tech., Central Govt.-এ কর্মরত পাত্রের জন্য চাকরিজীবী বা ঘরোয়া পাত্রী চাই। Caste no bar. 7407777995. (C/119763)

■ SC, 31/5'-8", M.Tech., PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। 9734485015. (C/119763)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বিপত্নীক, জন্ম ১৯৮১, স্টেট গভঃ উচ্চপদে কর্মরত। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119763)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, কায়স্থ, ৩৭, শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া সুপাত্রী কাম্য। আলোচনাসাপেক্ষে সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/119763)

■ বয়স ৩৪+, জলপাইগুড়ি-এর বাসিন্দা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট-এর অধীনে অফিসার পদে কর্মরত (RFO)। পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। কাস্ট নো বার। কোনও দাবি নেই। (M) 7596994108. (C/119763)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, M.Tech. পাশ করে রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 9874206159. (C/119763)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, MBBS, MD ও বর্তমানে গভঃ হাসপাতালে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/119763)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, ৩৩, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/119763)

■ সাহা, 32/5'-7", Civil B.Tech., বর্তমানে ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, স্ববর্ণ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। (M) 9733195174. (C/119763)

■ পাল (কুণ্ডু), 33, H.S. 5'-6", Medicine Whole Sale Business, পাত্রের জন্য স্বঃ ও অসবর্ণ, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। Ph. 7548915217. (C/119949)

■ কুলীন কায়স্থ, B.Tech., ৩০+/৫'-৭", সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত (C.P.W.D. J.E), শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি ও ফ্ল্যাট, একমাত্র পুত্র, ৫'-৪"-এর মধ্যে অনূর্ধ্বা ২৭, শিক্ষিতা, সুন্দরী ও ঘরোয়া, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। পিতা রিটায়ার্ড পেনশনার। সত্বর যোগাযোগ-Mob. 9064342085 (W/A). (C/119936)

■ রাজ্য সরকারি গ্রুপ-B পদে কর্মরত, (ডিভোর্সি), 37+/5'-7", পাত্রের জন্য ডিভোর্সি/অবিবাহিত, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9641139653. (C/119938)

■ কায়স্থ, কলকাতা, 37/5'-8", MBA, MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত (সরকারি) পিতার ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। আলিপুরদুয়ার/রায়গঞ্জ, গঙ্গারামপুর/বালুরঘাট অগ্রগণ্য। (M) 9804308861. (C/118789)

■ পাত্র 35 বছর, প্রাইভেট ব্যাংকে কর্মরত, ঘরোয়া পাত্রী চাই, H.S. হলেও চলবে, ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। 9126746559. (C/119942)

■ মাহিষ্য, অধ্যাপক, 20টি বই প্রকাশিত। Ph.D., M.Phil., 44/5'-7", কলকাতা, ইস্যুলেশ ডিভোর্সি। 37-এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত যে কোনও জাতির পাত্রী চাই। (M) 8910794996. (K)

■ বারুজীবী, 6'-1"/37, প্রতিষ্ঠিত একাধিক ব্যবসা, দ্বিতল বাড়ি, নিজস্ব গাড়ি, দাবিহীন একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (SC/ST বাদে)। (M) 9563833448 (8 P.M. onwards). (C/118977)

■ ব্রাহ্মণ, B.Com.(Hons.), 37/5'-5", প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব 34 পাত্রী চাই। (M) 9474383862. (C/119921)

■ বাগডোগরা নিবাসী, কায়স্থ, 35/5'-7", একমাত্র ছেলে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নামমাত্র ডিভোর্সি, মা ও ছেলের সংসারের জন্য শিক্ষিত, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। Cont.: 7362988089. (C/119927)

■ কোচবিহার নিবাসী, 31/5'-6", রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, MS (Obs & Gyne) পাত্রের জন্য সঃ/অসঃ MBBS/MD/MS/DNB অবিবাহিতা পাত্রী চাই। W/App. 9800460953.

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/119763)

বর্তমান যুগে যখন সকলে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে ব্যস্ত, তখন নিশিগঞ্জের দুই তরুণ বুদ্ধিরাম সরকার ও লক্ষ্মণ মণ্ডল বছরের পর বছর ধরে স্থায়ী শিক্ষকহীন এক স্কুলে বিনা পারিশ্রমিকে পড়ুয়াদের পাঠদান করে চলেছেন। যা সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত।

বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষার মশাল

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : সমাজের দুই নীরব যোদ্ধা। দায়িত্ববোধের অকল্পনীয় নিদর্শন। টানা দশ বছর বিনা পারিশ্রমিকে কোনও রকম স্বীকৃতি ছাড়াই সরকারি জুনিয়ার হাইস্কুলে পড়াচ্ছেন গ্রামের দুই তরুণ। কারণ ওই স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক নেই। গ্রামবাসীর কাছে তাঁরা 'রাম-লক্ষ্মণ'। এই দশ বছরে সরকারের তরফে একবারই স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের এক তরুণী এলাকায় এসে স্কুলের প্রান্তিক অবস্থান দেখে সেখানে চাকরি করতে রাজি হননি। এদিকে, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লক্ষণ মণ্ডল ও বুদ্ধিরাম সরকার গ্রামের ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে ওই স্কুলে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন।

২০১৪ সালের শেষের দিকে শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতে মানসাই ও বেগুনবাড়িরছড়া নদী বিচ্ছিন্ন পূর্ব ভোগডাবরি জুনিয়ার হাইস্কুল চালু হয়। প্রথমে নিয়োগ করা হয় একজন অতিথি শিক্ষককে। একা ওই শিক্ষকের পক্ষে তিনটি ক্লাসে উপযুক্ত পাঠদান প্রায় অসম্ভব হয়ে

বুদ্ধিরাম সরকার ও লক্ষ্মণ মণ্ডল।

উঠেছিল। তাই কয়েকমাস পর লক্ষ্মণ ও বুদ্ধিরামকে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তখন দুজন সবেমাত্র স্নাতক। স্কুলে পড়াতে পড়াতেই ডিসট্যান্সে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। দু'বছর পর অতিথি শিক্ষকের মেয়াদ শেষ হলে সম্পূর্ণ স্কুলের দায়ভার এসে পড়ে তাঁদের কাঁধে।

তখন থেকে এভাবেই চলে আসছে। এখন ওই স্কুলে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে ৯০ জন পড়ুয়া। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মহিলারা মিড-ডে মিলের রান্না করেন। এর বাইরে স্কুল খোলা-বন্ধ থেকে শুরু করে সব দায়িত্ব লক্ষ্মণ ও বুদ্ধিরামের। স্কুলটি যাতে কোনওভাবেই বন্ধ না হয়, তা নিশ্চিত করতে আপ্রাণ পরিশ্রম করেন তাঁরা। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাশ্রম অন্ধকার সময়েও আশার আলো দেখায়।

পূর্ব ভোগডাবরি জুনিয়ার হাইস্কুলটি ইস্ট ভোগডাবরি বক্সিগঞ্জ ১০ নম্বর পয়েস্তি ফোর্থ প্ল্যান প্রাইমারি স্কুলের ক্যাম্পাসে অবস্থিত। ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শীর্ষেন্দুশেখর গোস্বামীকে ২০১৯ সাল থেকে জুনিয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, 'অতিরিক্ত বেতন পাই না। ওরা দুজন বিনা বেতনে পড়ায় বলেই স্কুল চলছে। স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের জন্য বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

বুদ্ধিরাম রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ। সঙ্গে ডিএলএড করেছেন। তাঁর কথা, 'গ্রামবাসীর অনুরোধে পড়ানো শুরু করেছিলাম। পড়ুয়াদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। যখন দেখি ওরা অষ্টম শ্রেণি পাশ করে হাইস্কুলে ভালো ফল করছে, তখন মনে হয় আমাদের কষ্ট সার্থক।'

লক্ষ্মণ ইতিহাসে এমএ, বিএড পাশ। তিনি সম্প্রতি নবম-দশম শ্রেণির এসএসসি পরীক্ষা পাশ করেছেন। ইন্টারভিউ বাকি। লক্ষ্মণের আক্ষেপ, 'চাকরি পেলে বুদ্ধিরাম একা হয়ে যাবে।' শীতলকুচির অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অমিত সরকার সবটাই জানেন। তিনি বললেন, 'সরকারি নিয়মের বেড়াজালে ওদের জন্য কিছু করা যায় না।'

প্রতারণায় ধৃত

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : ধর্ষণ, প্রতারণা, ভ্রূণহত্যা সহ একাধিক অভিযোগে শনিবার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম কুমারেশ বর্মন। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের সঙ্গে এক তরুণীর প্রায় এক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তাঁদের মধ্যে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক হয়। এরপর ওই তরুণী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে ধৃত চলতি মাসের ৬ তারিখ গর্ভপাত করতে বাধ্য করেন বলে অভিযোগ। তরুণীর দাবি, কুমারেশ তাঁর থেকে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

জয় বঙ্গ! জয় ভারত -

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তিরোধান ১০ই জানুয়ারি, ২০২৩ (ইং)

স্বর্গীয় ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার
FRCS লন্ডন
বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক
বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

বাংলা ভাষা বিলুপ্তকরণ ও বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১০ই জানুয়ারি তাঁর তৃতীয় তিরোধান দিবসে তাঁর পরিবারবর্গ ও সংগঠনের সকল সদস্য তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায়।

শিক্ষকের প্রয়াণ

বুনিয়াদপুর, ১০ জানুয়ারি : নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কুড়ি দিনের মাথায় শনিবার সকালে মৃত্যু হল বুনিয়াদপুর হাইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষক ব্রজেশ পালের। শনিবার সকাল ন'টায় ৪৬ বছর বয়সি শিক্ষকের মৃত্যু হয় কলকাতার একটি নার্সিংহোমে। স্কুলের সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রিয় শিক্ষকের অকাল প্রয়াণে শোকাহত। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন দুই সন্তান এবং স্ত্রীকে।

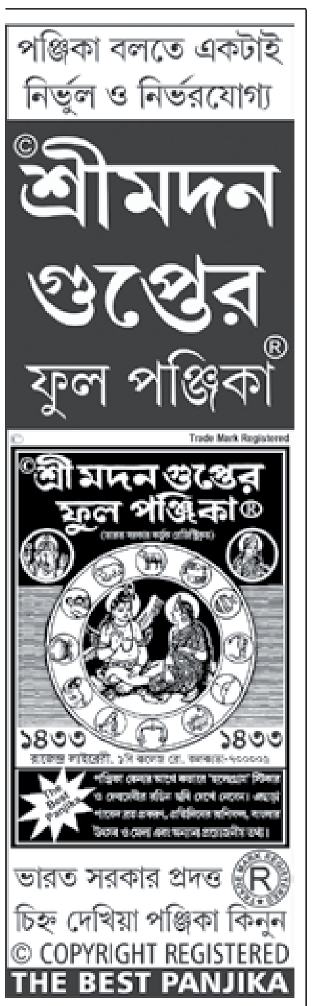

সঙ্গিনী হাতছাড়া, নিহত মাকনা

নিথর মাকনার দেহ। শনিবার বিকেলে ডায়না রেঞ্জের সুলকাপাড়ার জঙ্গলে।

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১০ জানুয়ারি : ত্রিকোণ প্রেমের জেরে হারাতে হল প্রাণ। শনিবার দুপুরে সুলকাপাড়া বিটের জঙ্গল এলাকার সাফাঝোরা জলাশয় থেকে প্রেমিকের নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। তার সারা শরীরে দাঁতের অজস্র আঘাত। তবে আরেক প্রেমিক এবং তার সঙ্গিনীর সন্ধান মেলেনি। মনে করা হচ্ছে, ঘটনার পরেই এলাকা ছাড়ে যুগল। স্থানীয় মানুষের দাবি, শুক্রবার রাতে জঙ্গলের ভেতর থেকে চিৎকারের পাশাপাশি ভয়ানক লড়াইয়ের শব্দ শুনতে পান তাঁরা। তখনই তাঁরা বুঝতে পারেন ঘটনাটি কী। এরপর সকাল হতেই বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। জঙ্গলে শুরু হয় জোরদার তল্লাশি। সেই তল্লাশিতেই উদ্ধার হয় দেহ।

ঘটনার বিশদ তদন্ত শুরু করেছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁরা দেহটি নিয়ে গিয়েছেন। তবে পুলিশে খবর দেওয়া হয়নি। কারণ, ঘটনায় জড়িত দুই প্রেমিক ও এক প্রেমিকা মানুষ নয়। তারা হাতি।

শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ কিংবা রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা- ত্রিকোণ প্রেমের আখ্যান নিয়ে কালজয়ী উপন্যাসের শেষ নেই বাংলা সাহিত্যে। আবার এ ধরনের গল্পকেন্দ্রিক সিনেমাও কম হয়নি বলিউড, টলিউডে। ফলে, মানুষ হোক বা হাতি। সঙ্গিনী কার? এই প্রশ্নের নিষ্পত্তিতে এমনই টানটান ঘটনাক্রমের সাক্ষী থাকল সুলকাপাড়া। এক দাঁতাল ও এক মাকনা মর্দা হাতির মধ্যে অন্তত ১০ ঘণ্টা ধুন্ধুমার লড়াই চলে। তবে গল্পের শেষটা অবশ্য ট্র্যাজিক। দাঁতালের সঙ্গে পেরে না উঠে মারা গিয়েছে পূর্ণবয়স্ক মাকনা। প্রেম পেতে এমন প্রাণপাত যুদ্ধ দেখে অবাক বনকর্তারাও।

ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'সঙ্গিনী দখলের জন্য বুনোদের মধ্যে লড়াইয়ের চল আছে। মৃত মাকনাটি বিশালবপু। ফলে তাকে কাবু করা দাঁতালটি নিঃসন্দেহে আরও ভয়ংকর ছিল।' হস্তীবিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া বলছেন, 'সাধারণত মাকনারা বেশি শক্তিশালী হয়। একবার যদি প্রতিদ্বন্দ্বীর দাঁত ধরে ফেলতে পারত, তবে দাঁতালই আগে কাহিল হত। তবে এক্ষেত্রে তেমন হয়নি। তাই মাকনাটি মারা গিয়েছে।'

শুক্রবার রাতে স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ছুটে আসেন বনকর্মীরা। হাতি দুটিকে তাঁরা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সাময়িকভাবে রণে ভঙ্গ দিলেও পরে আবার শুরু হয় যুদ্ধ। দুপুর দুটো নাগাদ মাকনাটির দেহ মিলেছে সাফাঝোরায়। তবে যুযুধান হাতি দুটি একই পালের সদস্য ছিল কি না, জানতে পারেননি বনকর্মীরা।

এদিকে বনকর্তাদের দাবি, হাতির রণভূমি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। যেখানে প্রথম লড়াই শুরু হয় মাকনাটির দেহ তাঁর থেকে বেশ কিছুটা দূরে উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে পথের কাঁটা সরিয়ে, দাঁতালটি সঙ্গিনীর কাছে চলে যায় বলে অনুমান। বনকর্মীরা তাদের খোঁজ করছেন। ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'সাধারণত দুর্বল হাতি হার নিশ্চিত বুঝতে পারলে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রেমের কারণে লড়ে এমন মৃত্যুর ঘটনা সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না।'

দুস্থের বিয়েতে সাহায্য

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১০ জানুয়ারি : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তায় অবশেষে বিয়ে সম্পন্ন হল এক দুঃস্থ ঘরের মেয়ের। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে শুক্রবার রাতে বসেছিল সেই বিয়ের আসর।

আর্থিক দুরবস্থার কারণে মেয়ের বিয়ে কীভাবে হবে— এই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছিল অসহায় মায়ের। শেষপর্যন্ত তিনি যোগাযোগ করেন আঁচল-এর আশ্রম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরুণ সদস্যদের সঙ্গে। সেখান থেকেই বদলে যায় পুরো চিত্র। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আঁচল আশ্রমের তরুণ সদস্যরা এগিয়ে এসে বিয়ের যাবতীয় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। বরযাত্রীর খাওয়াদাওয়া, অতিথিদের আপ্যায়ন, টিফিন থেকে শুরু করে অনুষ্ঠান পরিচালনার সব ব্যবস্থাই করে দেয় সংস্থাটি। অর্থাভাবের কারণে যে বিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছিল, তা সম্পন্ন হয় আনন্দ ও মর্যাদার সঙ্গে।

এআই-এর সার্টিফিকেট কোর্স

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পড়াশোনার ক্ষেত্রে কীভাবে সাহায্য করতে পারে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাঁর সম্যক ধারণা তৈরি করে দিতে শনিবার জলপাইগুড়ির সেন্ট পলস স্কুলে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদ, রিলায়েন্স জিও এবং গুগল যৌথভাবে এআই সার্টিফিকেশন কোর্স করানোর উদ্যোগ নিয়েছে স্কুলগুলিতে। তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন রিয়ালেন্স জিও, গুগল জেমিনি এআই সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করেন রিলায়েন্স জিও-র জেপি অপারেশন লিড আশিস চক্রবর্তী, জেসি ফিন্যান্স ও অ্যাডমিন লিড সিদ্ধার্থ দত্ত এবং স্কুলের প্রিন্সিপাল এফ ড্যানিয়েল জনসন। সিদ্ধার্থ বলেন, 'হাতেকলমে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে রিলায়েন্স জিও, গুগল জেমিনি এবং এআই-এর সঙ্গে, যা ভবিষ্যতে শিক্ষার অপরিহার্য অংশ হতে চলেছে।' প্রিন্সিপাল বলেন, 'আশা করি ভবিষ্যতে আমরা একসঙ্গে কাজ করে লাভবান হব।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতি আকাঙ্ক্ষা এ সপ্তাহে আপনাকে সমস্যায় ফেলবে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। দূরের কোনও স্বজনের সহায়তায় ব্যবসায় এবং কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি হতে পারে। জ্বর ও শ্লেষ্মা ভোগাবে। সঠিক চিন্তা এবং পরিকল্পনার অভাবে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন।

বৃষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ভ্রমণের ইচ্ছা এ সপ্তাহে পূরণ হতে পারে। বাতের ব্যথায় কষ্ট বাড়বে। ঘরে-বাইরে শত্রুরা পরাস্ত হবে। উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণায় বিশেষ সাফল্য লাভ।

মিথুন : বহুদিনের কোনও বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। অধিক ভোজনে সমস্যা হতে পারে। লটারি, ফাটকা প্রভৃতি অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র থেকে প্রচুর অর্থলাভের সম্ভাবনা। মানসিক চাপ কমাতে ধর্মকর্মে মন দিন।

কর্কট : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে অর্থব্যয় হলেও চিকিৎসার সুফল পাবেন। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। পথে তর্কে-বিতর্কে যাবেন না। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান। পেশাদারি উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের সূত্রে স্বদেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পাবেন।

সিংহ : প্রেমের বিষয়ে সংকট কেটে যাবে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। পড়ুয়াদের বিদেশ যাত্রায় বাধা কাটবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে। ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের সাফল্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বিদ্যুৎ, আগুন থেকে সাবধান।

কন্যা : পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের বিশেষ কৃতিত্বে আনন্দিত হবেন। দাম্পত্যের ঝামেলাকে বাইরের কোনও ব্যক্তির কাছে বলতে যাবেন না। কর্মক্ষেত্রে উপরওয়ালার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন, সুফল পাবেন।

তুলা : এ সপ্তাহে নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভাবনা থাকলেও চিকিৎসায় উপকার হবে। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে পরিবারে হেনস্তা হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার যুক্তিকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন সহকর্মীরা। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন।

বৃশ্চিক : অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তির মুখোমুখি। অভিনয় এবং সংগীতশিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। ওষুধ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। আগ বাড়িয়ে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে সমালোচিত হওয়ার সম্ভাবনা।

ধনু : স্বাস্থ্য নিয়ে অকারণে উদ্বেগ চলবে। অংশীদারের জন্যে ব্যবসায় সমস্যা দেখা দেবে। চোখের সমস্যা নিয়ে ভোগান্তি। ঘরে-বাইরে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে অশান্তি। সেবামূলক কাজে সাফল্য ও সুনাম।

মকর : নতুন গাড়ি ও বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। জীবাণু সংক্রমণে দুর্ভোগ বাড়বে। সাংগঠনিক কাজে চমকপ্রদ সাফল্যের কারণে দায়িত্ব বাড়বে। প্রেম প্রণয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা।

কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ অনুমোদন পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সারা সপ্তাহ কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। অপত্যস্নেহে ব্যয় বাড়বে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ বৃদ্ধিতে মানসিক চাপ বাড়বে।

মীন : হঠাৎ কোনও ভালো সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। যার ফলে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেন। গবেষণায় সাফল্য আসবে। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন। পথ চলতে সতর্ক থাকুন। আত্মীয়ের প্ররোচনায় সাংসারিক সমস্যা বাড়বে। সন্তানের বিজ্ঞান গবেষণায় চমকপ্রদ সাফল্যের কারণে গর্বিত হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২১ পৌষ, ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ২৬ পুহ, সংবৎ ৮ মাঘ বদি, ২১ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৬। রবিবার, অষ্টমী দিবা ১২।৩৯। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ৮।৩৮। সুকর্মাযোগ রাত্রি ৮।১২। কৌলবকরণ দিবা ১২।৩৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১।২৮ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৭।৪৩ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ৮।৩৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ১২।৩৯ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ১০।২৫ গতে ১।৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৫ গতে ৩।৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৪৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর সপিণ্ডন। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রয়াণ দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

আজ টিভিতে

১ ঘণ্টার মহাপর্ব

কোন গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়তে চলেছে গোরা ও এলার মেহেন্দি অনুষ্ঠান? **মিলন হবে কতদিনে** রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ শুধু তোমার জন্য, দুপুর ১.০০ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.৩০ সিঁথির সিঁদুর, সন্ধে ৭.৪৫ কিশমিশ, রাত ১০.৪৫ গুরু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ভিলেন, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৩.৩০ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.১৫ ছোটবউ, রাত ১০.০০ লভ ম্যারেজ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অভিমান, সন্ধে ৭.৩০ বউমণি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দেবদাস

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৫ ব্রুস লি, দুপুর ২.০৩ কে থ্রি- কালী কা করিশমা, বিকেল ৪.৪২ কৃশ থ্রি, সন্ধে ৭.৩০ বাদল, রাত ৯.৪৩ কল্কি ২৮৯৮ এডি

স্টার গোল্ড : বেলা ১১.৫৩ স্ত্রী-টু, দুপুর ২.২০ টোটাল দাদাগিরি, সন্ধে ৭.৫০ চুপ চুপ কে, রাত ১১.১০ ওএমজি

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.৩৬ ডরনা মনা হ্যায়, বিকেল ৩.৫৯ রেডি, সন্ধে ৬.৫৫ আখিয়োঁ সে গোলি মারে, রাত ১১.৪৫ তিন ঘনচক্কর

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৫৪ দ্য ক্যারাটে কিড, দুপুর ২.৪০ শোলা অওর শবনম, সন্ধে ৭.৪৮ ইয়ারানা, রাত ১০.৩৫ আন মিলো সজনা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৫০ গরভ প্রাইড অ্যান্ড অনার, বিকেল ৩.৩০ কিউঁ কি ম্যায় ঝুট নেহি বোলতা

শীতের গরম ধোঁয়া

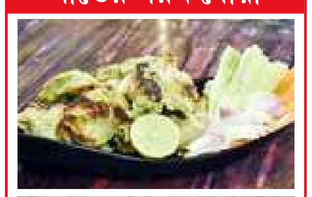

মধুছন্দা সরকার রাঁধবেন **অয়েল ফ্রি কাবাব** এবং **কাজু পালং রাইস**। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

কৃশ থ্রি বিকেল ৪.৪২ **অ্যান্ড পিকচার্স**

রেস অফ লাইফ সন্ধে ৭.৫৮ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কদম কদম বাড়ায়ে যা... আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রজাতন্ত্র দিবসের মহড়া। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি টি বোর্ডের

নিম্নমানের চা উৎপাদনে আশঙ্কা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১০ জানুয়ারি : শীতকালীন উৎপাদন বন্ধ নিয়ে এবছর বাগানগুলির ওপরই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল টি বোর্ড। তাই আলাদা করে নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। তবে দেখা যাচ্ছে, এই ছাড়কে কাজে লাগিয়ে এখনও কিছু ফ্যাক্টরি ও বাগান শুখা মরশুমে কাঁচা পাতা দিয়ে নিম্নমানের উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসতেই কড়া পদক্ষেপ করার কথা ঘোষণা করল টি বোর্ড। একটি নির্দেশিকা জারি করে বোর্ড জানিয়েছে, ফ্যাক্টরিতে আচমকা পরিদর্শন করা হবে। সংগ্রহ করা হবে চায়ের নমুনা। পরীক্ষার পর গুণগতমান নিয়ে নেতিবাচক রিপোর্ট মিললে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।

টি বোর্ডের ওই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে, এক শ্রেণির উৎপাদক এখনও খারাপ মানের পাতা দিয়ে চা তৈরি করে যাচ্ছেন। এর ফলে বাজার হারাচ্ছে উত্তরবঙ্গ সহ দেশের উত্তর-পূর্বের চা শিল্প। টি বোর্ডের নজরদারি অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।' চা বণিকসভা আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'গুণগতমানের সঙ্গে কোনও আপস কখনোই কাম্য নয়।'

তবে শীতের মরশুমে কবে থেকে চা উৎপাদন বন্ধ থাকবে, তা নিয়ে এবার টি বোর্ড কোনও নির্দেশিকা দেয়নি। বাগানগুলি নিজেরাই শীতকালীন পরিচর্যার কাজ শুরু করে দেয়। নিজেদের সিদ্ধান্তেই উৎপাদন বন্ধ রাখার প্রথা ৭ বছর পর ফিরে আসে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির রাজ্যে। গত বছর টি বোর্ড ৩০ নভেম্বর থেকে শীতের শুখা মরশুমের উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করে। যা নিয়ে পরে বিস্তর হইচই হয়। আগেভাগেই উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ায় বাগানগুলিকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ তুলেছিলেন চা শিল্পপতিরা। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি নিয়ে টি বোর্ডের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। চা বণিকসভাগুলির আপত্তির কারণেই এবছর টি বোর্ড কোনও নির্দেশিকা জারির রাস্তায় হাঁটেনি।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শীতের সময় চা গাছের সুপ্তাবস্থা চলে। ফলে ভালোমানের দুটি পাতা একটি কুঁড়ি মেলে না। ফেব্রুয়ারি-মার্চ এর নতুন মরশুমের ফার্স্ট ফ্লাশ শুরু হওয়ার আগে এসময়ে চা গাছের যত্নআত্তি জরুরি।

জানা গিয়েছে, ২০১৮ সাল থেকে টি বোর্ড শীতকালীন উৎপাদন বন্ধ নিয়ে নির্দেশিকা জারি করে আসছিল। শেষ ৬ বছরের (২০১৮-২০২৩) তথ্য অনুযায়ী, ওই তারিখ ডুয়ার্স-তরাই-এর চা বাগানগুলির জন্য ছিল যথাক্রমে ১৫, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২৩ ডিসেম্বর। ২০২৪-এ তা এগিয়ে ৩০ নভেম্বর করা হয়েছিল।

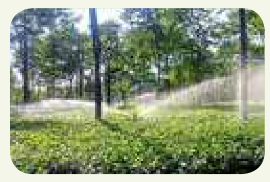

- টি বোর্ড জানিয়েছে, চায়ের গুণগতমান বজায় রাখতে ফ্যাক্টরিতে আচমকা পরিদর্শন করা হবে
- পরিদর্শনের সঙ্গেই সংগ্রহ করা হবে চায়ের নমুনা
- পরীক্ষার পর গুণগতমান নিয়ে নেতিবাচক রিপোর্ট মিললে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে

এক শ্রেণির উৎপাদক খারাপ মানের পাতা দিয়ে চা তৈরি করছে। বাজার হারাচ্ছে উত্তরবঙ্গ সহ দেশের উত্তর-পূর্বের চা শিল্প।

-বিজয়গোপাল চক্রবর্তী
সম্পাদক, জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/BDO-ET/24/2025-26 (APAS), DATED: 10/01/2026
Last date and time for bid submission - 19/01/2026 at 9.00 hours.
For more information please visit : **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited vide e-NIT No.- 07(e)/EO/K-I PS of 2025-26(2nd Call) Dated- 07.01.2026 by the E.O Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the website **www.tenders.wb.gov.in/www.malda.gov.in** for details. Last date of Tender submission 15.01.2026 upto 17:30 hours
Sd/-
E.O, Kaliachak- I P.S, Malda.

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-035/2025-26**
Last date of online bid submission **21/01/2026 Hrs 03:00 PM.** For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

Block Development Officer, Alipurduar-I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.eT. No. WB/APD-I/BDO-ET/17/2025-2026. Dt. 09.01.2026 Details may be obtained from website www.wbtenders.gov.in. and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development officer
Alipurduar - I Dev. Block

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER SADAR PANCHAYAT SAMITY, JALPAIGURI
Executive Officer Sadar Panchayat Samity Jalpaiguri invites tender from the bonafied contractor for development works vide N.I.e.T No : WB/JAL/SADAR/13/EO/25-26 Date : 07/01/2026, Details may be obtained from **http://wbtenders.gov.in** Detailed will be available from the office on all working days.
Sd/-
Executive Officer
Panchayat Samity, Jalpaiguri

SOUTHFIELD COLLEGE DARJEELING
E-TENDER NOTICE INVITED
1. TENDER REF. NO. NIT01/SFC/2025-26, TENDER ID. 2026_DHE_985367_1 FOR BOOKS
2. TENDER REF. NO. NIT02/PGC/2025-26, TENDER ID. 2026_DHE_985382_1 FOR SPORTS ITEMS
3. TENDER REF. NO. NIT03/PGC/2025-26, TENDER ID. 2026_DHE_985411_1 FOR GOODS
FOR DETAILS VISIT: https://www.southfieldcollege.org and https://www.wbtenders.gov.in
Sd/ Principal,
Southfield College, Darjeeling

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-Tenders vide e-NIT No.: WBMAD/JM/APAS/E/eNIT-29/25-26
Memo No.: 5155/JM dt. 07.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5007053_1 to 2026_MAD_5007053_15
Last Date of bidding (online): 16.01.2026 up to 18.55 Hrs (6.55 P.M.) For details please visit: https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

Notice
Is hereby given that a Suit for Partition, Declaration & Injunction being No P.S 244/24 is pending in the Hon'ble Court of Civil Judge (Senior Division) Jalpaiguri in respect of Property given in the Schedule below
Schedule
District Jalpaiguri ; Mouza Binnaguri ; P.S N.J.P. ; Khatian No R.S. 28, Sheet No 17, Plot No R.S. 671, L.R. 321.
Filed by my client Safiyar Rahaman & 5 others against Md. Alimuddin & 14 others.
After hearing Ld. Civil Judge (Senior Division) Jalpaiguri has been pleased to pass an ad-interim injunction order stated as-
"That the parties to the suit are directed to maintain Status- quo as regards to the changing nature and character of the suit property as well as allination of the said property."
And as such any person or firm having any interest to purchase or deals with subjudice property during pendency of the suit shall remain liable for all legal consequence.
(Nintu Dey Sarkar)
Advocate,
Jalpaiguri District Court

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৮৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৯৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৯৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR
Time : 6:00 P.M.
Prajapati-2
Time : 3:00 P.M.
A/C with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
SHOW TIME 10.40 AM BENGALI (U/A)
RAJASAAB SHOW TIME 1.00 PM, 7.00 PM HINDI (U/A)
প্রজাপতি ২ SHOW TIME 4.20 PM BENGALI (U)

Spoken English

■ Take lessons and guidance for sure success. For details : 97335-65180. (C/119763)

ভাড়া

■ 2BHK নতুন ফ্ল্যাট হায়দারপাড়া, বুদ্ধমন্দির রোডে ভাড়া দেওয়া হবে। (M) 8167802744/7319174491. (C/119765)

■ 1200 sqft অফিস ঘর ভাড়া হবে। ইসলামপুরের ক্ষুদিরামপল্লিতে। নীচতলা (বাথরুম+কিচেন) (M) :- 6295806220/8882711155. (C/119761)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় 150 sq.ft Garage/Store room ভাড়া দিতে চাই-8145709792. (C/119946)

■ Rent for Office 300 & 620 sqft. Near Sevoke Road, M. : 8250623726/9832067770.

লিভার চাই

■ O+ লিভার প্রয়োজন। কোনও সহৃদয় ইচ্ছুক ব্যক্তি সত্বর যোগাযোগ করুন। 81590-72220. (C/119970)

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা-২০২৬

■ পরিচালনায় :- শিলিগুড়ি রেইবো আর্ট একাডেমি, ১৮ই জানুয়ারি, রবিবার, সকাল ১০টা। স্থান-পাটেশ্বরী জুনিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, (উল্কা ক্লাব কালীপূজা ময়দান), জ্যোতিনগর, ওয়ার্ড নং-৪১, শিলিগুড়ি। যোগাযোগ-9832409646, 7001869027. (C/119948)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস্ (জলপাইগুড়ি)

■ কাশ্মীর 19/3, 1/4, অরুণাচল 17/4, লে-লাদাখ 10/5, শ্রীলঙ্কা 3/2, দুবাই-আবুধাবি 7/3, আন্দামান, ভুটান ফেব্রুয়ারি থেকে যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Biplab Saha, পিতা Nirmal Kanti Saha, কামাখ্যাগুড়ি, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, পিন-736202, DL No. WB69 1997 0880155 আমার বাবার নাম Nirmal Saha ভুল থাকায় গত 09/01/2026 1st Class J.M. Court অ্যাফিডেভিট দ্বারা Nirmal Kanti Saha এবং Nirmal Saha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119968)

■ I, Abul Kalam Azad, S/o- Late Nejamuddin Ahamed, Vill-Barogachhia, P.O+P.S- Chanchal, Dt. Malda (WB) do hereby declared vide affidavit E.M chanchal Court date-09.01.2026 that in my NIOS Student identity card vide Enrolment No- 460538243619 and my academic examination result, Hall Ticket in which my name has been written as Abdul Kalam Azad instead of Abul Kalam Azad. That Abul Kalam Azad & Abdul Kalam Azad is the same and one identical person. (S/T)

বিক্রয়

■ 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়, অতি সত্বর 986 sqft. 1st ফ্লোর। সামনে গ্যারাজ 200 sqft. M-9800362528. অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/119959)

■ মালবাজারের 9 নম্বর ওয়ার্ডে 2 কাঠা জমির উপর দোতলা বাড়ি বিক্রি হবে, সরাসরি যোগাযোগ। (M) 7585947844. (B/B)

■ একদম নতুন, মাত্র 5 মাস ব্যবহার করা 400 লিটার ডিপ ফ্রিজ বিক্রয় হবে। শিলিগুড়ি-7908609530. (C/119763)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/119750)

বিক্রয়

■ কোচবিহার শহরে (রবীন্দ্র নগর) মেন রাস্তার উপর 2 কাঠা 4 ছটাক জমিতে দোতলা বাড়ি, 5 বেডরুম, 2 কিচেন, 2 ডাইনিং, 2 টয়লেট, অফিস ঘর, ঠাকুর ঘর, গ্যারাজ সহ বিক্রয়। মূল্য 95 Lac. এক দাম, দালাল নহে। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। 9433140397 (Time 9 -11 AM, 5-7.30 PM).

■ নৌকাঘাট মোড়ের কাছে শ্রীপল্লি রোড নং ১-এ 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। M-6296224328. (C/119919)

■ জলঃ মহামায়াপাড়ায় ১½ কাঠা জমি সহ পাকা ১ তলা বাড়ি বিক্রয়। M-94343-44349, 70637-69276. (C/119270)

■ Flat for Sale-New Buliding, 2BHK, 3BHK, Available on Asian Highway Near BSF Camp, Kadamtala, Shivmandir, M-9330321004.

■ 2 Katha 1 Chhatak বাস্তু জমি তিন তলা পাকা বাড়ি সহ সত্বর বিক্রয়। Union Bank-এর পিছনে, আশিঘর, শিলিগুড়ি। (M) 7908037117. (C/119762)

■ শিলিগুড়ি মধ্য শান্তিনগরে পাইপ লাইনের নিকট ১৮' পাকা রাস্তার পাশে জমি বিক্রয় হবে। (৬ কাঠা একত্রে/৩ কাঠা প্লট করে)। যোগাযোগ করুন। (M) 9474611640/7908246943. (C/119918)

কর্মখালি

■ St. Xavier's School Siliguri requires trained Lady Teachers for Commerce, Accountancy, Computer. CV may be sent to - stxaviersschool_slg@yahoo.co.in (C/119747)

■ শিলিগুড়িতে নামী Adv.& Tax Firm-এ Tally জানা GST ও IT কাজে অভিজ্ঞ M/F চাই। M : 9002512537. (C/119763)

■ জলপাইগুড়িবাসীদের (25-60 বৎঃ) নিজ এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। 7003081407. (K)

কর্মখালি

■ Technical (M) : H.S. + ITI (Elec./Mech./Elect. Computer)/Polytechnic, Back Office (F) & Marketing Exec (M) : Graduate, good Computer & Comm. skills. Location : Siliguri. Salary & Terms as per Company norms. Fresher/Experienced may apply. Email : ceslg2023&@gmail.com (C/119758)

■ কোচবিহার খাগড়াবাড়ি NIIS কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে Receptionist চাই। @7-9K . M: 9733116424. (C/118981)

■ Royal Enfield Showroom (Durga Motors)-এর জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, বীরপাড়া এবং মালবাজার-এ নিম্নলিখিত পদে প্রার্থী প্রয়োজন : Accountant (Tally software-এ কাজের অভিজ্ঞতা), Telecaller, Floor Supervisor, Technician, Sales consultant, Branch Incharge. উপরিউক্ত পদে 2/3 বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। যোগাযোগ- Ph. No :- 8515067504/7501574204. Email : durgamotors. hr@gmail.com (C/119271)

■ লিফলেট দেওয়া ও তথ্য প্রদানের জন্য এবং অন্য কাজের জন্য শিক্ষিত ছেলে/মেয়ে চাই। M : 8250947913, শিলিগুড়ি। (C/119762)

■ সুস্বাদ রান্না করতে জানা ও বাড়ির কাজের পুরুষ/মহিলা চাই, ২৪ ঘণ্টা থাকতে হবে, শিলিগুড়ি, জলপাই মোড়। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। 9933634290. (C/119762)

■ Requires Salesman. Exp- 3 years minimum for Cooch Behar. M : 9832845551. (C/118986)

■ Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদে - পরিশ্রমী লোক চাই। (S) :- 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/119763)

কর্মখালি

■ Requires teachers (Slg) : Eng, Maths, Science, Hindi kindly send CV to spea000.123@gmail.com/9832317097(WP). Ph : 9641504991. (C/119763)

■ Required- Personnel PCM Group of Siliguri requires qualified Engineers, Supervisors, Technicians, Operators & Science Graduates for its manufacturing units at Siliguri, Pan-India & Abu Dhabi. Qualification : Degree/Diploma/ITI/B.Sc/Experienced Mechanic/Fitter in the relevant field (Civil/Mechanical/Electrical/Mechanical/Electrician/Fitter/Diesel Mechanic). Experienced preferred. Location : Siliguri, across India & Abu Dhabi. Salary : As per qualification & experience. Apply immediately to : careers@pcmgroup.co.in (C/119764)

■ শিলিগুড়িতে কাপড়ের দোকানের জন্য স্থানীয় মহিলা কর্মচারী চাই। বয়স-১৮ থেকে ২৫ এর মধ্যে। 7699482585. (C/119765)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/119764)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ সম্পূর্ণ হাতে বানানো ঘি এবং পনির পাইকারিতে নিতে যোগাযোগ করুন-8392031756 (ভালো লাভজনক)। (C/119762)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

FLAT
50%
OFF*
*On selected merchandise.
*T & C Apply.
STYLE BAAZAR
BIG FASHION SALE
5% EXTRA CASHBACK#
SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 03 Jan - 31 Jan 2026. T&C Apply.
Brands Available
FOR MEN
square up CASUAL WEAR
WALSEY
KIRTLE
FOR LADIES
Awaya
Miss19
MISS DESI
FOR KIDS
Miss12
dozo
FOR HOME
HOME FOCUS
মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাঁচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ • সুকান্ত মোড়ে)। রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় · বিধাননগর মোড়)। রতুয়া। শিলিগুড়ী
দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। কলকাতা (অ্যাক্রিস মল · গড়িয়াহাট · বাগুইআটি · বেহালা · মেটিয়াবুরুজ · মেট্রো সিনেমা হল · লিন্ডসে স্ট্রিট · ঠাকুরপুকুর · হাতিবাগান)। খড়গপুর গুসকরা। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর। বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে · কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার · পারকাস রোড মোড়)। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বাখরাহাট। বরানগর। মেমারী। মালঞ্চ। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে ভারতের উদীয়মান ব্লু ইকনমি বা 'নীল অর্থনীতি'র সম্ভাবনা ও সংকট, দুই-ই আছে। একদিকে সমুদ্রতলের পলিমেটালিক নোডুলস, গ্যাস হাইড্রেট এবং উপকূলীয় বালিতে থাকা মোনাজাইট ও জিরকনের মতো খনিজ ভারতের জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। অন্যদিকে, এই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সুন্দরবনের মতো সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বন্দর সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিক ট্রলারের দাপটে মৎস্যজীবী সমাজের জীবিকা আজ বিপন্ন। চূড়ান্ত বিচারে, প্রকৃতি ও প্রান্তিক মানুষকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কর্পোরেট-নির্ভর উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে; তাই পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখাই এখনকার প্রধান চ্যালেঞ্জ। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদন দুটি দিকেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখল।

নীল অতলের আহ্বান

হারানো সুযোগ নাকি নতুন দিগন্ত?

অভিষেক বোস

সমুদ্র নাকি সব ফিরিয়ে দেয়। এমনকি যা কিছু আমাদের থেকে কোনওদিনও নেয়নি, যা কিছু আমাদের পাওয়ার কথা নয়, সেসব কিছুও। মানচিত্রের দিকে চোখ পড়লে বঙ্গোপসাগর মানে অনেকটা জায়গাজুড়ে শুধুই নীল রং। যে রঙের কাজ, দুটো ভূখণ্ডকে আলাদা করা। কিন্তু ওই নীল সমুদ্রের তলাতেই আছে আগামীর হাতছানি। বিশাল জলরাশিতেই লুকিয়ে আছে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আর রাজনীতির এক নীরব চালিকাশক্তি। আজ যখন 'ব্লু ইকনমি' শব্দটি বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে, তখন প্রশ্ন উঠে আসছে, বঙ্গোপসাগর কি শুধুই উপকূলের মানুষের জীবিকার ভরসা, নাকি পুরো দেশের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি!

সমুদ্রের অতলে কী লুকিয়ে?

সাগরের গভীরতা মহাকাশের মতোই এক রহস্যময় অধ্যায়। আমরা যখন মাটির নীচে সমস্ত খনিজ সম্পদ অকাতরে অপচয় করে আগামীর কথা ভেবে শঙ্কিত, এমনকি চাঁদের বুক থেকে খনিজ পদার্থ তুলে আনার কথা ভাবছি, তখন সমুদ্র আমাদের নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে। পলিমেটালিক নোডুলস ও কোবাল্ট ক্রাস্ট সমুদ্রের তলায় নুড়ির মতো দেখতে, ছোট ছোট পাথুরে পিণ্ড থাকে, যাকে বলা হয় 'পলিমেটালিক নোডুলস'। এই নোডুলসের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে জমা থাকে ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, কোবাল্ট, তামার মতো ধাতু।

যদিও ভারতের প্রধান নোডুলস রিজার্ভ মধ্য ভারত মহাসাগরে রয়েছে, তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন গভীর এলাকায় প্রচুর পরিমাণে কোবাল্ট রিচ ক্রাস্ট মিলেছে। আমাদের প্রতিদিনের স্মার্টফোন, ল্যাপটপ কিংবা গ্রিন কারের ব্যাটারি তৈরির জন্য এই কোবাল্ট ও নিকেল অপরিহার্য।

ভবিষ্যতের বরফ জ্বালানি (গ্যাস হাইড্রেট)

বঙ্গোপসাগরের তলদেশে অবস্থিত বেঙ্গল ফ্যান পৃথিবীর সব থেকে বড় পলি সমভূমি। হিমালয় থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত পলি, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গে বয়ে এসে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জমে, এই বিশাল অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ঠিক পাশেই ওড়িশা-বাংলা উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের তলায় জমাট বাঁধা বরফের মতো বিশাল বিশাল গ্যাস হাইড্রেটের ভাণ্ডারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এই গ্যাস হাইড্রেট আসলে অত্যন্ত ঘন মিথেন গ্যাস। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারত যদি সফলভাবে এই গ্যাস উত্তোলন করতে পারে, (যদিও এই মুহূর্তে সেটা রীতিমতো ব্যয়সাপেক্ষ এবং পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল) তবে আগামী বেশ কয়েক দশকের জন্য আমাদের তেল ও গ্যাসের আমদানি নির্ভরতা অনেকাংশেই কমে আসবে। এই মুহূর্তের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর। সঠিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবহৃত হলে, এই বরফের জ্বালানি অনেকাংশেই প্রচলিত জ্বালানির থেকে কম দূষণ করে।

বালুকাবেলায় সোনার রেণু

বালির মধ্যে সোনার রেণু খুঁজে পাওয়া নাকি ভীষণ কঠিন! তবে টাইটানিয়াম ও জিরকন ঠিক অতটাও কঠিন না। দিঘা, বকখালি এবং সাগরদ্বীপের উপকূলীয় অঞ্চলে যে বালি পাওয়া যায়, তা কেবল সাধারণ বালি নয়। এই বালিতে ইলমেনাইট এবং জিরকনের মতো খনিজ পদার্থ থাকে। এইজন্য এধরনের বালিকে বলা হয় 'হেভি মিনারেল রিচ স্যান্ড'। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এই মিনারেল সমৃদ্ধ বালুকারাশি থেকেই নীল অর্থনীতির সূচনা হতে পারে। প্রসঙ্গত, অতুলনীয় strength to weight ratio-র জন্য টাইটানিয়াম দিয়ে বিমান থেকে শুরু করে মহাকাশযানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৈরি করা হয়।

হাতের বালিটা ফেলে দেবেন না। ওর মধ্যেই আছে মোনাজাইট। দেশের পরমাণু শক্তি কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় যে থোরিয়াম, তার আধার হল এই মোনাজাইট। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে এই সম্পদের সঠিক উত্তোলন, পূর্ব ভারতে নতুন এক শিল্প দিশার দিশারি হয়ে উঠতে পারে। এর জন্য প্রাথমিকভাবে দলীয় কোন্দল আর ক্ষুদ্র আঞ্চলিক স্বার্থকে পেছনে সরিয়ে রাখতে হবে।

মৎস্য ৬০০০

ভারতের বিজ্ঞানকেন্দ্রগুলো এখন মহাকাশ জয়ের পাশাপাশি, সমুদ্র জয়েও বদ্ধপরিকর। ২০২৬ সাল নাগাদ, ভারত Deep Ocean Mission পরিকল্পনা শুরু করেছে। মৎস্য ৬০০০ ভারতের তৈরি প্রথম মানববাহী গভীর সমুদ্রযান। চলতি বছরই এটি ভারত মহাসাগরের পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরের ৬০০০ মিটার নীচে তিনজন অভিযাত্রীকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। মহাকাশের মতো সমুদ্রের অতলের খোঁজ পাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এর ফলে বিশেষজ্ঞরা সমুদ্রতলের খনিজ মানচিত্র তৈরি করার পাশাপাশি সমুদ্রে ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর গভীর প্রভাবগুলো খতিয়ে দেখতে পারবেন।

পূর্ব ভারতের নতুন করিডর

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের রাজ্যকে বঙ্গোপসাগরের প্রবেশদ্বারে পরিণত করেছে। কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর এখন আর কেবল মাল ওঠানো নামানোর জায়গা নয়। বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাল্টি মোডাল লজিস্টিক্স হাব হিসেবে গড়ে উঠছে। গঙ্গা নদীর নাব্যতা ও বঙ্গোপসাগরকে যুক্ত করে পণ্য পরিবহণের খরচ কমানোর কাজ চলছে। দক্ষিণবঙ্গ থেকে খুব সহজে এবং অনেক কম খরচে দেশের মধ্যে ও দেশের বাইরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। পরিবর্ত পরিস্থিতিতে এবং রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা তৈরি হলে বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডের সঙ্গে সমুদ্রপথে সরাসরি যোগাযোগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও কৃষিপণ্যের জন্য এক বিশাল বাজার খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

লাল নীল সবুজের মেলা

মনে রাখতে হবে, ব্লু ইকনমির একটি বড় অংশ হল ব্লু কার্বন। সামুদ্রিক উদ্ভিদ, সামুদ্রিক ঘাস ও ম্যানগ্রোভ, স্থলভাগের বনের চেয়ে অনেক বেশি কার্বন শোষণ করতে সক্ষম। এই কার্বন ক্রেডিট আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গের বিপুল রাজস্ব আয় করার রাস্তা রয়েছে। প্রয়োজন শুধু সঠিক পরিকল্পনা আর প্রয়োগ। খনিজ উত্তোলনের পাশাপাশি এটা ভুলে গেলে চলবে না, উন্নয়ন আর পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে বঙ্গোপসাগর আমাদের দীর্ঘদিনের রক্ষাকবচ। যাকে আমরা ক্রমাগত নষ্ট করে চলেছি। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ না থাকলে প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণভাগ তছনছ হয়ে যেত।

সমুদ্রের জলস্তর বাড়লে নোনা জল সমুদ্র উপকূলবর্তী চাষের জমিতে ঢুকে পড়ে। তাই সমুদ্রের খনিজ আহরণ বা বন্দর তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের মাত্রাতিরিক্ত লোভের কারণে যেন উপকূলীয় মানুষের কৃষি ও জীবিকা নষ্ট না হয়। বিগত দিনগুলোতে খনিজ আহরণের সময় যে ভুলগুলো আমরা ক্রমাগত করে এসেছি, করে চলেছি, তার পুনরাবৃত্তি যেন আর না হয়। ক্ষমা মানুষের মধ্যেই চলে। প্রকৃতি কখনোই ক্ষমা করে না।

ভূ-রাজনীতি ও আধিপত্যের লড়াই

যেখানে সম্পদ, সেখানে রাজনীতি থাকবেই। সামান্য পরিবারের মধ্যেও সম্পদ নিয়েই লড়াই হয়। আর এখানে তো অগাধ ঐশ্বর্য। চিন নিয়মিতভাবে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরীয় এলাকায় নিজের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তে প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে তাকালেই যার উদাহরণ চোখে পড়বে। ভারতের জন্য তাই সাগরের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কেবল অর্থনৈতিক নয়, জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। এই অঞ্চলে ভূ-প্রাকৃতিকভাবে ভারতের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকলে পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের বিনিয়োগের পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। এবং সমগ্র এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে।

বঙ্গোপসাগর শুধু কোনও বিনোদনের জায়গা নয় অথবা সুদূর বিস্তৃত জলরাশি নয়। বঙ্গোপসাগর ভারতের ভবিষ্যৎ শক্তি নিরাপত্তা, বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্লু ইকনমি যদি সঠিক পরিকল্পনা ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে এগোয়, তবে সমুদ্রই হতে পারে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির পথের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই নীল ভবিষ্যৎ, আরও একবার এক ঐতিহাসিক সুযোগ। তবে ভুললে চলবে না, গভীর সমুদ্র যতটা শান্ত ঠিক ততটাই উত্তাল। সমুদ্র শুধুই সম্পদের আধার নয়, এই সুযোগ আমাদের দূরদর্শিতারও পরীক্ষা। আমাদের বিচক্ষণতার পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই আজ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নীল দিগন্তের হাতছানি আমরা কীভাবে গ্রহণ করি, কীভাবে পরিবেশবান্ধব, সময়োপযোগী পরিকল্পনার রূপায়ণ করতে পারি, তার ওপরই নির্ভর করবে আগামীর পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সুনীল ভবিষ্যৎ।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

বঙ্গোপসাগরের সামনে অশনিসংকেত

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

২০২৬-এর গোড়ার দিকে ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এক অর্থনৈতিক বিশ্লেষক সংস্থা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেখানে বলা হয়েছে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত ২৬ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছোবে। তাও আবার নাকি গড়ে বার্ষিক ছ'শতাংশ বৃদ্ধির হার বজায় রেখে। আর্থিক বৃদ্ধির সূচক ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার পাশাপাশি, বাড়বে মাথাপিছু গড় আয়ও। সংস্থাটির দাবি অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যেই চিন এবং আমেরিকার পরই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে ভারত। কারণ, চলতি অর্থবর্ষের শেষেই এ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি পৌঁছোবে প্রায় ৪.১ থেকে ৪.৩ লক্ষ কোটি ডলারে। গত ১০ বছরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে বলে জানিয়েছে ওই সংস্থা।

এ দেশের অর্থনীতির এহেন 'অচ্ছে দিন' আজ আর কেবল স্থলভাগে সীমাবদ্ধ নয়। বঙ্গোপসাগর ক্রমেই এমন এক কৌশলগত অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে, যেখানে জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ও ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য— এই তিনটি স্বার্থ একসঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হল, ভারত কি এই সমুদ্রকে শুধুমাত্র নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে দেখবে, নাকি এটিকে আগামীদিনের অর্থনৈতিক চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করবে?

ভারতের নীল অর্থনীতির নকশা

বঙ্গোপসাগরের তলদেশে থাকা পলিমেটালিক নোডুলস, গ্যাস হাইড্রেট ও বিরল খনিজ ভারতের জন্য সম্ভাব্য গেম চেঞ্জার বলে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। নবায়নযোগ্য শক্তি বা রিনিউয়েবল এনার্জি, বৈদ্যুতিক যান ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত এই খনিজের ওপর নির্ভরতা কমাতে, সমুদ্রভিত্তিক সম্পদ ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তাকে নতুন মাত্রা দিতে পারে। তবে এই সম্পদের অনুসন্ধান ও উত্তোলন শুধু প্রযুক্তিগত নয়, কূটনৈতিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জও তৈরি করছে।

অন্যদিকে, বঙ্গোপসাগরকে উত্তর-পূর্ব ভারতের গেটওয়ে হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা অর্থনীতির মানচিত্র বদলে দিতে পারে। সমুদ্রবন্দর, মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি ও উপকূলীয় অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব। এতে শুধু বাণিজ্যই বাড়বে না, দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক বৈষম্যও কিছুটা লাঘব হতে পারে। তবে এই সমুদ্র শুধু সম্পদের নয়, আধিপত্যেরও ক্ষেত্র। ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার সহ উপকূলবর্তী দেশগুলোর সহযোগিতা ছাড়া বঙ্গোপসাগরে স্থিতিশীলতা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে চিনের ক্রমবর্ধমান নৌ-উপস্থিতি ও অবকাঠামোগত আগ্রাসন এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণকে জটিল করে তুলছে।

তবে এতকিছুর মাঝে রয়েছে ভয়ংকর বিপদের আশঙ্কাও। ভারত আজ 'নীল অর্থনীতি'-কে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে তুলে ধরছে। বন্দর সম্প্রসারণ, গভীর সমুদ্র থেকে মাছ তোলা, সামুদ্রিক খনন, জাহাজ চলাচল ও উপকূলীয় শিল্পায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরকে অর্থনৈতিক ইঞ্জিনে পরিণত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল— এই উন্নয়নের মূল্য কে দিচ্ছে? বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী মৎস্যজীবী সমাজ, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র কি এই নীল অর্থনীতির ভার বইতে পারবে?

মৎস্যজীবী ও প্রান্তিক সমাজ

বঙ্গোপসাগর ঘিরে গড়ে ওঠা মৎস্যজীবী সমাজ ভারতের প্রাচীনতম জীবিকানির্ভর জনগোষ্ঠীগুলোর একটি। ছোট নৌকা নিয়ে প্রতিটি মরশুমে মাছ ধরা এবং প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁদের জীবন চলে। কিন্তু, নীল অর্থনীতির আওতায় গভীর সমুদ্রে বড় বাণিজ্যিক ট্রলার ও আধুনিক মাছ ধরার জাহাজের প্রবেশ এই ভারসাম্য ভেঙে দিয়েছে। বড় ট্রলারগুলো অল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ মাছ ধরে। ফলে, উপকূলবর্তী অঞ্চলে মাছের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। ফলে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা আগের মতো আর মাছ পাচ্ছেন না। আয় কমছে, বাড়ছে দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা। অনেক ক্ষেত্রে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হলেও উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জন্য বিকল্প জীবিকার কোনও কার্যকর পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। আরও উদ্বেগ বাড়িয়েছে, গভীর সমুদ্রে বড় জাহাজ ও ট্রলারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনা হচ্ছে অনেক সময়। ছোট নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, জাল নষ্ট হচ্ছে, এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। অথচ, নীতিনির্ধারণের টেবিলে এই মানুষগুলোর কণ্ঠস্বর প্রায় অনুপস্থিত। নীল অর্থনীতি যদি সত্যিই অন্তর্ভুক্তিমূলক না হয়, তবে তা প্রান্তিক সমাজের জন্য উন্নয়ন নয়, বরং বঞ্চনার নতুন নাম হয়ে উঠছে।

নীরবে হারিয়ে যাওয়া সম্পদ

বঙ্গোপসাগর শুধু অর্থনৈতিক সম্পদের আধার নয়, এটি এক সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র। এখানে যেমন রয়েছে প্রবাল প্রাচীর তেমনই রয়েছে ডলফিন, সামুদ্রিক কচ্ছপ এবং অসংখ্য বিরল মাছ ও উদ্ভিদের প্রজাতি। কিন্তু বন্দর নির্মাণ, সমুদ্রতল খনন, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও শিল্পবর্জ্যের কারণে এই জীববৈচিত্র্য ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস হওয়া মানে, পুরো সামুদ্রিক ভারসাম্য দুর্বল হয়ে পড়া। প্রবাল মাছের প্রজনন ও আশ্রয়ের জন্য অপরিহার্য। এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে মাছের সংখ্যা কমে যায়, যার প্রভাব সরাসরি মৎস্যজীবীদের জীবিকায় পড়ে। অন্যদিকে, ডলফিনের মতো প্রাণীদের, জাহাজের শব্দদূষণ ও সামুদ্রিক ট্রাফিকের কারণে স্বাভাবিক চলাচল ও যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ার মুখে পড়ছে। প্লাস্টিক দূষণ পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। প্লাস্টিক বর্জ্য, সমুদ্রে গিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হচ্ছে, যা মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণীর শরীরে ঢুকে পড়ছে। শেষপর্যন্ত সেই দূষিত মাছ মানুষের খাদ্যতালিকায় আসছে। এই দূষণ শুধু পরিবেশগত সংকট নয়, এটি জনস্বাস্থ্যের জন্যও এক দীর্ঘমেয়াদি হুমকি। সমুদ্রে শুধু তেল-গ্যাস অনুসন্ধান নয়, শিল্পবর্জ্যের জন্য এই মাক্রোপ্লাস্টিক ছড়াচ্ছে। এর ফলে, বহু ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া ঘটছে সেখানে। ছোট ছোট অনেক মাছের মৃত্যু হচ্ছে। সঠিক পর্যবেক্ষণের অভাবে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী, ওই মাছই তুলে নিয়ে ব্যবসা করছে। এর ফলে বাড়ছে নতুন বিপদের ঝুঁকি।

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা

নীল অর্থনীতির নামে অতি-শিল্পায়নের সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও সুন্দরবনের ওপর। সুন্দরবন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে এক প্রাকৃতিক ঢাল। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সময় এই ম্যানগ্রোভ বন উপকূলকে রক্ষা করে। কিন্তু বন্দর, শিল্পাঞ্চল ও বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ম্যানগ্রোভ কেটে ফেলা হলে এই প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এমনিতেই বাড়ছে; তার ওপর ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হলে উপকূলীয় গ্রাম ও জনবসতি আরও বেশি ঝুঁকির মুখে পড়বে। সুন্দরবনের ক্ষতি মানে শুধু একটি বনভূমির ক্ষতি নয়। এটি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা, সংস্কৃতি ও নিরাপত্তার ক্ষতি। নীল অর্থনীতির পরিকল্পনায় যদি এই বাস্তবতা উপেক্ষিত হয়, তবে ভবিষ্যতে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য হবে অত্যন্ত চড়া।

টেকসই নীল অর্থনীতি

নীল অর্থনীতি নিজেই সমস্যার উৎস নয়; সমস্যার উৎস হল এর বাস্তবায়নের ধরন। প্রকৃতি ও মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করে কেবল মুনাফাকেন্দ্রিক উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হতে পারে না। বঙ্গোপসাগরের মতো সংবেদনশীল অঞ্চলে উন্নয়নের প্রতিটি পদক্ষেপ হওয়া উচিত পরিবেশগত সীমা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে সামনে রেখে। টেকসই নীল অর্থনীতি মানে- স্থানীয় মৎস্যজীবী সমাজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত করা। গভীর সমুদ্র মৎস্য আহরণে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা বাড়ানো। প্লাস্টিক ও শিল্পদূষণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা। সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে উন্নয়নের লাল রেখার বাইরে রাখা বঙ্গোপসাগরকে যদি কেবল সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে দেখা হয়, তবে তা নিঃশেষ হতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু যদি একে জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র ও মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তবে উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য সম্ভব। আজ ভারতের নীল অর্থনীতির সামনে সেই কঠিন কিন্তু জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়।

রাষ্ট্র যদি সত্যিই ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির স্বপ্ন দেখে, তবে তাকে বুঝতে হবে- প্রকৃতি ধ্বংস করে কোনও অর্থনীতি টেকে না। জীবিকা ধ্বংস করে কোনও উন্নয়ন গণতান্ত্রিক হতে পারে না। আজ বঙ্গোপসাগরে যা চলছে, তা উন্নয়ন নয়- এটি রাষ্ট্র সমর্থিত কর্পোরেট দখল। এখনই রাজনৈতিক ইউ টার্ন না হলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না এই মুহূর্তে দরকার- প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার (পিএমএমএসওয়াই) পুনর্বিন্যাস। সেই সঙ্গে সাগরমালা প্রকল্পে স্বাধীন পরিবেশ নিরীক্ষা। সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভকে 'No-Go Zone' ঘোষণা এবং মৎস্যজীবীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ। তারপরও প্রশ্ন একটাই- রাষ্ট্র কি কর্পোরেট চাপের ঊর্ধ্বে উঠে এই সিদ্ধান্ত নেবে, কি বঙ্গোপসাগর ইতিহাসে লেখা থাকবে এমন এক সমুদ্র হিসেবে, যেখানে উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ও মানুষ- দু'টোকেই ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মিউটেশনের রসিদ ‘জাল’

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : মিউটেশনের ‘জাল’ রসিদ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হল শিলিগুড়ি পুরনিগমে। চলতি মাসের শুরুতে আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা রাজকুমার আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তি পুরনিগমে এসে দুটো রসিদ সহ একটি চিঠি জমা করেন। তিনি অভিযোগ করে জানান, দু’বার তিনি মিউটেশনের টাকা পেমেন্ট করেছেন। তাই একটির টাকা তিনি রিফান্ড চাইছেন। যদিও সেই রসিদ দুটো পরীক্ষা করতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় পুরনিগমের কর্তাদের। পুরনিগমের অভিযোগ, একটি রসিদ পুরোপুরি জাল। এমনকি সেই রসিদে থাকা স্বাক্ষর ও স্ট্যাম্পও জাল। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই পুরনিগমের তরফে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, ‘গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।’

এদিকে, এব্যাপারে রাজকুমার কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। প্রথমবার মিউটেশনের টাকা পেমেন্ট করে রসিদ পেয়ে গেলেও ফের তিনি পেমেন্ট করলেন কেন? এমনকি ওই পেমেন্টের প্রায় তিন বছর পর কেন তিনি রিফান্ডের ব্যাপারে পুরনিগমের দ্বারস্থ হলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জাল রসিদের রহস্য উন্মোচন করতে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুরনিগমের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো বলছেন, ‘ওই ব্যক্তি জাল রসিদ কীভাবে পেলেন, সেব্যাপারে আমাদের কিছু জানা নেই। শুধুমাত্র একবার পেমেন্ট হয়েছে। সেই সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। অন্য রসিদটি ওই ব্যক্তি কোথা থেকে কীভাবে জোগাড় করলেন, পুলিশ তদন্ত করলেই পুরো বিষয়টা প্রকাশ্যে আসবে। তবে, ওই সময় অফলাইনেই মিউটেশনের কাজ হত।’

রাজকুমারের কাছে ১৮,৮৫৫ টাকার দুটো রসিদ রয়েছে। দুটোতেই সিল মারা। একটি কাটা হয়েছে ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর, তার নম্বর ৭৪০৮। ওই হোল্ডিং নম্বরেই আরেকটি রসিদ কাটা হয়েছে ২০২৩ সালের ১৮ জানুয়ারি। অর্থাৎ ১৯ দিন পর, যার নম্বর ৮০৮০। পুরনিগমের তরফে দায়ের করা অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, একবারের টাকা ফেরত পেতে দুটো রসিদ পুরনিগমে জমা দেন রাজকুমার। এরপর তদন্ত করে দেখা যায়, ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বরের রসিদটি ভুয়ো।

ঘরে আগুন

চোপড়া, ১০ জানুয়ারি : ঘিরনিগাঁওয়ে ধানসিনগছ গ্রামে শনিবার রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ গ্রামের এক ব্যক্তির বাড়ির বাইরে খড় মজুত রাখার ঘরে আগুন লাগে। অবশ্য গ্রামবাসীর তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতি। তৈরি হচ্ছে জাতীয় পতাকা। শিলিগুড়িতে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

প্রথমবার কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন লক্ষ্মী পাল। কিন্তু জনপ্রতিনিধির স্বামীই সব কাজে ছড়ি ঘোরান বলে অভিযোগ।

নামেই নেত্রী

বৌদি জিতলেও দাদার কাছে যাই...

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : তিনি জনপ্রতিনিধি। পরিচিত মুখ। ওয়ার্ডের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই। কিন্তু বাস্তবে কী হচ্ছে? অভিযোগ, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে স্ত্রী জিতলেও ওয়ার্ডের কাজকর্মে রীতিমতো ছড়ি ঘোরাচ্ছেন অমর পাল ওরফে বাবলু। ছবিটা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের।

প্রথমবার কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন লক্ষ্মী পাল। অমর সেই ওয়ার্ড কমিটির সদস্য। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ওপর নজরদারি থেকে ওয়ার্ডের কোন অংশ কবে পরিদর্শন, কোথায় কত টাকার কাজ হবে, ইত্যাদি সমস্ত সিদ্ধান্তই নেন কাউন্সিলারের স্বামী। এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষও ছোট-বড় সমস্যায় পড়লে লক্ষ্মীর বদলে অমরের শরণাপন্ন হচ্ছেন। কোথাও গণ্ডগোল বাঁধলে ‘কাউন্সিলার-পতি’র কাছেই ফোন যায়। তিনিই আগে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এমনকি, কিছুক্ষেত্রে কাউন্সিলারের দেখা শেষ পর্যন্ত মেলেই না।

স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ মানতে নারাজ লক্ষ্মী। বরং তাঁকে বিভিন্ন কাজে অমর সহযোগিতা করেন বলে দাবি কাউন্সিলারের। যুক্তি দিলেন, ‘আমি মহিলা কাউন্সিলার। রাতবিরেতে সমস্যা হলে একার পক্ষে সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। স্বামীই তখন সহযোগিতা করেন।’

মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পুরভোটে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল। বিরোধীদের অভিযোগ, সংরক্ষণের কোপে

- সংরক্ষিত আসনে স্ত্রী জিতলেও ওয়ার্ডের কাজকর্ম হয় স্বামীর অঙ্গুলিহেলনে
- অভিযোগ, কোথায় কত টাকার কাজ হবে, সব সিদ্ধান্তই নেন অমর
- এলাকার মানুষও ছোট-বড় সমস্যায় পড়লে অমরের শরণাপন্ন হচ্ছেন

পড়ে তৃণমূল নেতারা টিকিট না পেলেও পরিবারের মহিলা সদস্যকে ভোটে জিতিয়ে কার্যত হাতের পুতুল বানিয়ে রাখেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সামনে রেখে কখনও পর্দার আড়ালে, কখনও বা প্রকাশ্যেই কাজকর্ম সামলান। বিরোধীরাও অবশ্য বহুক্ষেত্রে একই দোষে দুষ্ট।

এ প্রসঙ্গে পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের কটাক্ষ, ‘তৃণমূলের বেশিরভাগ মহিলা কাউন্সিলারের স্বামী তাঁদের হয়ে বকলমে ওয়ার্ড চালান। কোথাও কোনও অনুষ্ঠানে কাউন্সিলারকে ডাকা হলে সঙ্গে সমাজকর্মী হিসেবে স্বামীকেও ডাকতে বাধ্য হয় আয়োজক সংস্থা।’ তবে এ নিয়ে স্থানীয়দের কেউই মুখ খুলতে নারাজ। নাম না প্রকাশের শর্তে অনেকেই স্বীকার করলেন, সকাল থেকে ওয়ার্ড কমিটির অফিসে লক্ষ্মীকে বেশ কিছুক্ষণ পাওয়া যায়। নয়টা থেকে ঘণ্টাদুয়েক তিনি সেখানেই বসেন। যদিও কাউন্সিলারের দাবি, তিনি সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ওয়ার্ড কমিটির অফিসে বসার পর এলাকা ঘোরেন। এক ব্যক্তির যুক্তি, ‘বৌদি কিংবা দাদা দুজনেই আমাদের কাছে সমান। বৌদি জিতলেও দাদার কাছে যাই আমরা। কারণ, দাদাকে সবসময় পাওয়া যায়।’

সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে অমরের মন্তব্য, ‘বিরোধীরা আগে নিজের ঘর গোছাক। কাউন্সিলার রোজ ওয়ার্ড অফিসে সময় দেন। তারপর একেকদিন একেক এলাকা ভাগ করে পরিদর্শনে বের হন। স্থানীয়দের কোনও অভিযোগ নেই। সবকিছুই বিরোধীদের বানানো কথা।’

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন

এক্স-রে করাতে ভোগান্তি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : বাবাকে স্ট্রেচারে চাপিয়ে কোনওরকমে অন্তর্বিভাগ থেকে টেনে নিয়ে পিপিপি মোডের এক্স-রে বিভাগের সামনে এনে হতভম্ব মহম্মদ হানিফ। দেখেন, এক্স-রে বিভাগের সামনে লেখা, ‘মেশিন খারাপ’। শনিবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এমন পরিস্থিতি দেখে কিছুটা উত্তেজিত হানিফ বলে ওঠেন, ‘এখানে দু’দিন ধরে মেশিন খারাপ। অথচ সিস্টার আমাদের এখানেই এক্স-রে করতে পাঠালেন। এখন আবার সুপারস্পেশালিটি ব্লকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এতটা দূরে ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে স্ট্রেচার টেনে নিয়ে যাওয়া ভীষণ কঠিন। কিন্তু উপায় তো নেই।’

বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে (পিপিপি) চলা এক্স-রে মেশিন দু’দিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। অথচ সুপারস্পেশালিটি ব্লকে থাকা সরকারি এক্স-রে চালু থাকছে মাত্র চার ঘণ্টা। আর এর জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রোগীরা।

বহির্বিভাগের পাশাপাশি অন্তর্বিভাগ থেকেও রোগীদের বেসরকারি সংস্থায় এক্স-রে করাতে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু এখানে এক্স-রে মেশিন খারাপ থাকায় আবার রোগীকে অনেকটা দূরে থাকা সুপারস্পেশালিটি ব্লকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। মেডিকেলের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের কথায়, ‘পিপিপি মোডের এক্স-রে ১৪ বছর ধরে পরিষেবা দিচ্ছে। পুরোনো মেশিন খারাপ হতেই পারে। আমরা পুরো বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনকে একাধিকবার জানিয়েছি। সরকারি

এক্স-রে পরিষেবা বন্ধ থাকায় রোগীকে নিয়ে বিপাকে আত্মীয়রা।

এক্স-রে’তে অন্তর্বিভাগ এবং জরুরি ক্ষেত্রে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।’

মেডিকেলে দুটি ডিজিটাল এক্স-রে রয়েছে। একটি সুপারস্পেশালিটি ব্লকে সরকারিভাবে চলে। বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে (পিপিপি) অন্যটি রয়েছে জরুরি বিভাগের পাশে। সরকারি এক্স-রে পরিষেবা যেখানে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত চালু থাকে, সেখানে পিপিপি মোডের এক্স-রে ২৪ ঘণ্টাই পরিষেবা দেয়। বহির্বিভাগ হোক বা অন্তর্বিভাগ, সিংহভাগ ক্ষেত্রেই রোগীকে পিপিপি মোডের এক্স-রে’তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পিপিপি মোডের এক্স-রে’তে প্রতিদিন ৪৫০-৫০০ জন রোগীকে পরিষেবা দেওয়া হয়। সেখানে সরকারি এক্স-রে’তে প্রতিদিন পরিষেবা পান মাত্র ১০০-১২০ জন।

কিন্তু পিপিপি মোডে চলা সংস্থার এক্স-রে মেশিন এতটাই পুরোনো হয়ে গিয়েছে যে সেটি প্রায়ই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। প্রতি মাসেই মেশিন ৭-১০ দিন করে খারাপ থাকায় মানুষের ভোগান্তি চরমে উঠছে। কিন্তু কেন নতুন মেশিন আসছে না বা এজেন্সি বদলানো হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে। পিপিপি মোডের এক্স-রে পরিচালকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ অনেকদিন শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে পরিষেবা চালানোর জন্য দু’মাস করে বর্ধিত সময় দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সংস্থা নতুন মেশিন বসানোর ঝুঁকি নিচ্ছে না।

সুপারস্পেশালিটি ব্লকের সরকারি ডিজিটাল এক্স-রে কেন ২৪ ঘণ্টার জন্য চালু রাখা হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও উঠছে। মেডিকেল সূত্রে খবর, রেডিও ডায়াগনসিস বিভাগে পর্যাপ্ত পরিমাণে অধ্যাপক, চিকিৎসক, জুনিয়ার ডাক্তার, মেডিকেল টেকনলজিস্ট রয়েছেন। যা দিয়ে প্রতিদিন অন্তত সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু রাখা যায়। কিন্তু এখানে সকাল ১০টায় এক্স-রে বিভাগ চালু হয়, বিকেল তিনটে বাজতে না বাজতেই কাজ শেষ করে এক্স-রে বিভাগের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের এক প্রশাসনিক আধিকারিকের বক্তব্য, অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ মিলিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৬০০ রোগীর এক্স-রে করতে হয়। সরকারি ডিজিটাল এক্স-রে’র জন্য যে পরিকাঠামো রয়েছে, তা দিয়ে ইচ্ছে করলে ২৪ ঘণ্টাই পরিষেবা দেওয়া যায়। কিন্তু এখানে সেটা হচ্ছে না। অভিযোগ উঠছে, সমস্যাগুলি দেখার কেউ নেই। ফলে মানুষ ভুক্তভোগী হচ্ছেন।

দুটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই বাইকচালকের

গোয়ালপোখর ও চোপড়া, ১০ জানুয়ারি : শনিবার দুপুরে গোয়ালপোখর থানার দক্ষিণ সাহাপুর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় মহম্মদ সহিমুদ্দিন নামে ২২ বছরের এক বাইক চালকের। একটি দ্রুতগতির ডাম্পারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দক্ষিণ সাহাপুর এলাকারই ওই তরুণ। এদিকে, চোপড়া থানার ঘিরনিগাঁওয়ে শনিবার বাইক দুর্ঘটনায় সাজ্জাত হুসেন(৩০) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়। তাঁর বাড়ি স্থানীয় আসরমগছ গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আসরমগছ গ্রামের রাস্তায় এদিন বিকেলে দুটি বাইকের সংঘর্ষে ওই তরুণ ছিটকে পড়েন। প্রথমে তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সহিমুদ্দিন সাহাপুর বাজার থেকে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময় একটি ডাম্পার বাইকে ধাক্কা মারে। তিনি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার পর ডাম্পারটি পালানোর চেষ্টা করলেও স্থানীয় বাসিন্দারা সেটি আটক করে। পরে তাঁরা গাড়িটি পুলিশের হাতে তুলে দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। স্থানীয়রা অবিলম্বে ভারী যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ ও পথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন।

টাকা নেই পঞ্চায়েতের, বন্ধ বর্জ্য নিষ্কাশন

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১০ জানুয়ারি : গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক অবস্থা ভালো নেই। সে কারণেই বর্জ্য নিয়ে যাওয়ার জন্য কেনা টোটো পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতে এমন পরিস্থিতিতে রাস্তাঘাটে যত্রতত্র পড়ে থাকছে আবর্জনা। অথচ, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তিভিটায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরি হলেও, তা বন্ধ পড়ে আছে বলে অভিযোগ।

বছর দেড়েক আগে ওই প্রকল্পটি চালু হয়। সেখানে ফাঁসিদেওয়া, জালাস নিজামতারা এবং চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্জ্য আনার কথা। এরপর সেটি ঘোষপুকুরে প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাঠানোর কথা। জালাস এবং চটহাটে আবর্জনা আনার প্রক্রিয়া পুরোপুরি চালু হয়নি। তবে, ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতে আবর্জনা বহনের জন্য টোটো আনা হয় ৪টি। তার মধ্যে ১টি চললেও, বাকি টোটোগুলি পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে।

প্রথম অবস্থায় এজেন্সির মাধ্যমে প্রকল্পটি চালুর ভাবনা ছিল। তবে, আপাতত পঞ্চায়েতের তরফে প্রকল্পটি একটি টোটো চালু রেখে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। আরও ৫টি টোটো টেন্ডার হওয়ার কথা থাকলেও, পরে তা বাতিল হয়। ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা চন্দনকুমার রায় বলেন, ‘প্রকল্পটি সঠিকভাবে চালু থাকলে নোংরা যত্রতত্র পড়ে থাকত না।’

সাম্যব্রত দেবনাথ নামে আরেক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, ‘লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি উদ্যোগ নেওয়ার পর এভাবে ফেলে না রেখে তা চালু করা উচিত ছিল। এখন টোটোগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। আর রাস্তার পাশে আবর্জনা পড়ে থাকছে। এতে দূষণ ছড়াচ্ছে। স্থানীয়দের মধ্যে এনিয়ে ক্ষোভও রয়েছে।’

এদিকে, ফাঁসিদেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অণিমা রায় বলেন, ‘সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ফান্ড নেই। সে কারণে একটি টোটো চালানো হচ্ছে। টাকার জোগান মিললে বাকি টোটো চালানো হবে।’

আবেগে ভাসলেন মৌসম

মালদা ও কোতুয়ালি, ১০ জানুয়ারি : আর পাঁচটা দিনের মতো নয়। শনিবার সকালটা একটু অন্যভাবে শুরু হয়েছিল কোতুয়ালি বাসভবনে। একটু তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন ইশা খান চৌধুরী। আর তার পরপরই এসে হাজির কংগ্রেসের আরও দুই নেতা অর্জুন হালদার আর মোত্তাকিন আলম। গনি পরিবারের প্রাসাদে একপাশে তখন শুরু হয়ে গিয়েছে রান্না। খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি আরও কত কী ...। গন্ধে ম-ম করছে গোটা এলাকা। বাড়ির খোলা জায়গায় বসানো হয়েছে বেতের সোফা। এক প্রান্তে বাঁধা ম্যারাপ, সেখানেই মধ্যাহ্নভোজন সারবেন কর্মীরা। শনিবার যে বিশেষ দিন, ঘরে ফিরছেন ঘরের মেয়ে মৌসম নুর।

দুপুর একটা বেজে ৪৮ মিনিট। মালদা টাউন স্টেশনে এসে দাঁড়াল নিউ জলপাইগুড়িগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। এ-১ কামরা থেকে নামলেন মৌসম নুর। মালদা টাউন স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে তখন কয়েক হাজার কংগ্রেস কর্মী। ট্রেন থেকে মৌসম নামতেই ‘মৌসম নুর ওয়েলকাম টু কংগ্রেস’- কর্মীদের এমন স্লোগানে ঢাকা পড়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। আস্তে আস্তে স্টেশনের বাইরে এলেন মৌসম নুর। পুষ্পবৃষ্টিতে বরণ করে নেওয়া হল তাঁকে। করমর্দন করার জন্য রীতিমতো হুড়োহুড়ি। স্টেশনের বাইরে তখন ব্যান্ড বেজে চলেছে।

স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা হুডখোলা জিপে উঠে পড়েন মৌসম। পাশে সাংসদ দাদা ইশা খান চৌধুরী। হাত নেড়ে সমর্থকদের অভিবাদন জানান মৌসম। কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেখে চোখে জল তাঁর। কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক নিয়ে মৌসমের কনভয় এগোতে থাকে কোতুয়ালির দিকে।

শুধুমাত্র মৌসমকে দেখতে গাড়িভাড়া করে সুজাপুর থেকে মালদা টাউন স্টেশনে এসেছিলেন রৌশনা বিবি, বিউটি খাতুন, জাসমিন চৌধুরীরা। মৌসমের কনভয় কোতুয়ালির দিকে এগোতেই বাড়ির পথে রওনা দিলেন জাসমিনরা। যাওয়ার পথে সংবাদমাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে বলে গেলেন, ‘আল্লা ... এতদিনে তোমার সুমতি হয়েছে। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এসেছ।’

কোতুয়ালির পথে মৌসম।

রৌশনার মন্তব্য, ‘কংগ্রেস যেন অক্সিজেন পেল...।’

মালদা টাউন স্টেশন থেকে কোতুয়ালি ভবনের দূরত্ব মাত্র ৩ কিলোমিটার। এই সামান্য পথ পার হতে লেগে যায় প্রায় আধ ঘণ্টা। দুপুর আড়াইটে নাগাদ কোতুয়ালির বাড়িতে এসে পৌঁছান মৌসম। গাড়ি থেকে নেমেই সোজা চলে যান বরকত গনি খান চৌধুরীর কবরে। দাদা ইশাকে সঙ্গে নিয়ে দোয়া করেন তিনি। কবর জিয়ারতের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘প্রকৃত অর্থে গনি খান চৌধুরীর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কংগ্রেসে যোগদান করলাম। আজ কোতুয়ালি পরিবার এক হল। এই জেলার প্রতিটি ব্লকে ব্লকে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার কাজ করব। আমাদের পরিবার কংগ্রেসের পরিবার। তৃণমূলে থাকলেও অস্বস্তিতে ছিলাম। আমার পরিবার ভাগ হয়ে গিয়েছিল।’

মৌসম বলেন, ‘আমি বরকত সাহেবের কবরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেসে ফিরে আসিনি। আমি সারাজীবনের জন্য কংগ্রেসে ফিরে এলাম।’

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত পাঁচ

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : ব্রাউন সুগার সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সামনের রাস্তা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে তিনজন মহিলা এবং দুজন কিশোর রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত মহিলাদের নাম রিতিকা সিং, পূজা পাসোয়ান এবং প্রিয়াংকা পাসোয়ান। রিতিকা ইসলামপুরের বাসিন্দা। অন্যদিকে, পূজা এবং প্রিয়াংকা জলপাইগুড়ি শহরের তেল ট্যাংকি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের থেকে পুলিশ প্রায় ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে।

ক্লাস শুরু করতে হয় মদের বোতল সরিয়ে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১০ জানুয়ারি : সীমানা প্রাচীর না থাকায় প্রায়দিনই মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র(এমএসকে) চত্বরে বসে মদের আসর। সকালে এসে এমএসকে-র বারান্দায় পড়ে থাকা মদের বোতল, গ্লাস পরিষ্কার করতে হয় পড়ুয়া, শিক্ষকদের! তারপর শুরু হয় ক্লাস। তাছাড়া চুরি যাওয়ার ভয়ে ছুটি হওয়ার আগে এমএসকে চত্বরে থাকা কলের বিবকক খুলে রাখতে হয়। পরের দিন ক্লাস শুরু হলে পুনরায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি একটু বৃষ্টি হলেই এমএসকে-র সামনে জমে থাকে জল। তার মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। এমনই নানা

চৈতন্যপুর মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র। -ফাইল চিত্র

সমস্যায় জর্জরিত মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চৈতন্যপুর মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে।

বর্তমানে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ২৫০ জন পড়ুয়া রয়েছে। তবে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র চারজন। কোনও শিক্ষাকর্মী নেই। ফলে বিভিন্ন কাজ চারজন শিক্ষক দায়িত্ব ভাগ করে করেন। প্রধান শিক্ষকের পদটিও দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা। সবমিলিয়ে পড়াশোনার পরিবেশটাই নষ্ট হচ্ছে বলে জানালেন এক শিক্ষক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই শিক্ষক বললেন, ‘নানা ধরনের সমস্যার মধ্যে পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে মুখ খুললে বিপাকে পড়তে হবে। তাই আমার নাম লিখবেন না।’ ওই শিক্ষক আরও বলছেন,‘সীমানা প্রাচীর না থাকায় একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। এমনকি জানলা ভেঙে ফ্যান পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা।’

এখানেই ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে ধীমেন রায়ের ছেলে। এমএসকে-র এমন অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘আশপাশে মদের বেশ কয়েকটি ঠেক রয়েছে। রাত হলেই সেখান থেকে মদ এনে এমএসকে চত্বরে আসর বসানো হয়। সীমানা প্রাচীর থাকলে হয়তো এমন সমস্যা এড়ানো যেত।’

সীমানা প্রাচীর না থাকায় আরও একটা বড় সমস্যার কথা জানালেন এক শিক্ষক। তাঁর কথায়, ‘টিফিনের সময় পড়ুয়ারা সামনের রাস্তায় চলে যায়। এই রাস্তায় বিভিন্ন যানবাহনের পাশাপাশি প্রায় সময়ই ডাম্পার চলাচল করে। ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে যায়।’ এদিকে এত সমস্যা পেরিয়েও অঞ্চলভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই এমএসকে-র পড়ুয়ারা ভালো ফল করেছে বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে মাটিগাড়া ব্লকের সমিতি এডুকেশন অফিসার রবীন সরকার বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করছি সীমানা প্রাচীর দেওয়ার। ফান্ড এলেই কাজ শুরু হবে।’

সভা থেকে পুলিশকে বেনজির আক্রমণ শমীকের

শেষ সংগ্রাম এবার : দিলীপ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : 'জমি দখল করে বিক্রি করছে শিলিগুড়ির পুলিশ, কোচবিহারের পুলিশ গাঁজা চাষ করছে।' '২৬-এর নির্বাচনের আগে শনিবার জলপাইগুড়ির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ঢাকেশ্বরী কালী মন্দিরের মাঠের জনসভা থেকে এভাবেই আক্রমণ শানালেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। আরও একধাপ উঠে শমীকের তোপ, 'পুলিশ তৃণমূলের দালাল হয়ে কাজ করছে।'

অন্যদিকে এদিনের সভায় উপস্থিত পদ্মের আরও এক হেভিওয়েট নেতা দিলীপ ঘোষের আক্রমণ, 'পুলিশ তৃণমূলের ক্যাডার হয়ে গিয়েছে।' এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ফাইল চোর' বলে সম্বোধন করেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে রোহিঙ্গাদের এরাজ্যে প্রবেশ করিয়ে তৃণমূল ভোটার তালিকায় নাম তোলানোর চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ করে বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপির অভিযোগকে পুরোপুরি অস্বীকার করে শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল নেতা গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আমরা কোনওদিন পুলিশকে কোনও কাজে ব্যবহার করি না। অন্য রাজ্যে প্রতিবাদ হয় না, তাই পার পেয়ে যায়। আমাদের দিদি প্রতিবাদ করতে পেরেছেন। নির্বাচনের আগে এই সমস্ত অভিযান নাটক। সবাই সবটাই বোঝে।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে বিজেপির সভায় শমীক ভট্টাচার্য, দিলীপ ঘোষ। শনিবার। -সঞ্জীব সূত্রধর

শনিবার দুপুরে ঢাকেশ্বরী কালী মন্দিরের মাঠে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এছাড়াও এদিনের সভায় দিলীপ ঘোষ, শংকর ঘোষ, শিখা চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ভাষণ দিতে উঠে দিলীপ দলীয় কর্মীদের কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছেন '২৬-এ 'শেষ সংগ্রাম'। সভামঞ্চে তাঁকে বলতে শোনা যায়, '২০২৬ ডেডলাইন। আর সময় নেই। বিজেপিকে জিতিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করতে হবে।' বাংলাদেশের ইউনূস সরকারের সঙ্গে এ রাজ্যের তৃণমূল সরকারের তুলনা টানেন দিলীপ। তৃণমূলের আমলেই এরাজ্যে মাথাপিছু আয় ২২ শতাংশ কমেছে বলে দাবি দিলীপের।

অন্যদিকে, শমীক সভামঞ্চে সিপিএম-কংগ্রেস এবং তৃণমূলকে একযোগে আক্রমণ করেন। সিপিএম-কংগ্রেস এবং তৃণমূল এক যোগে বিজেপিকে আটকাতে চাইছে বলে দাবি তাঁর। চোখে চোখে তিন দলের ভালোবাসা চলছে বলে দাবি শমীকের। তিন দলের উদ্দেশ্যে শমীকের কটাক্ষ, 'খুল্লম খুল্লা পেয়ার করেঙ্গে হাম দোনো'। এদিনের সভা থেকে এসআইআর-এ সহযোগিতা করার জন্য মানুষকে আবেদন জানান শমীক। সমস্ত হিন্দু শরণার্থীর নাম ভোটার তালিকায় থাকবে এবং কোনও ভারতীয় মুসলমানের নাম বাদ যাবে না বলেও আশ্বস্ত করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি।

সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের সখ্য নিয়ে শমীকের কটাক্ষ, 'মহম্মদ সেলিম এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো এরপর একযোগে শিলিগুড়িতে বিজেপির বিরুদ্ধে পদযাত্রা করতে পারেন।' এ প্রসঙ্গে সিপিএমের দার্জিলিং জেলার সম্পাদক সমন পাঠকের পালটা কটাক্ষ, 'বিজেপির মুখে এই কথা মানায় না। নয়তো দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার হচ্ছেন আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এত কিছু করার পরেও অধরা থাকেন কী করে? সবটাই গটআপ গেম। মুখ্যমন্ত্রীকে একটা করে ইস্যু হাতে তুলে দিচ্ছে বিজেপি।' অন্যদিকে, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ তত্ত্বে বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর বক্তব্য, 'ক্ষমতা থাকলে একটাও অনুপ্রবেশ হয়েছে দেখাক বিজেপি। নির্বাচন কমিশন তো অনেক চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।'

মান-অভিমান ভুলে ময়দানে ফেরার ডাক

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : শনিবার রাতে শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডের একটি হোটেলে দলের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এই আলোচনায় যেমন দিলীপের অনুগামীরা ছিলেন, তেমনই সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া নেতা-কর্মীরাও ছিলেন। বিজেপি সূত্রের খবর এই আলোচনায় দিলীপ বিজেপির নেতা-কর্মীদের ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে দলের জন্য কাজ করতে বলেন।

এদিন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় শমীক ভট্টাচার্য এবং দিলীপের জনসভা ছিল। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেন লেট থাকায় সভার পর দুই ঘণ্টার জন্যে শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডের একটি হোটেলে আলোচনা সভা ডাকেন দিলীপ। সেখানে পুরোনোদের পাশাপাশি দলের নতুন কর্মীদেরও ডাকা হয়। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্যরাও এদিনের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনা সভায় ৫ নম্বর মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি আদিত্য মোদক, ৬ নম্বর মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি কাজল বিশ্বশর্মা, প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি মনোরঞ্জন মণ্ডল সহ অনেক পুরোনো নেতাকেই দেখা গিয়েছে। এই নেতারা আগে সক্রিয় থাকলেও বর্তমানে সেভাবে দলের কার্যকলাপে তাঁদের দেখা যায় না। প্রত্যেককে সক্রিয় হয়ে দলের জন্য লড়াইয়ের ময়দানে নামার বার্তা দিয়েছেন দিলীপ।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, সভায় দিলীপ ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে দলের সব নেতাকে এক হয়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে ঝাঁপাতে বলেন। জানা গিয়েছে, ঘণ্টাদুয়েকের বৈঠকে দিলীপ দলীয় কর্মীদের বোঝান, এবার না পারলে আর এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসা যাবে না। তাই মান-অভিমান ভুলে শহরের বিজেপি নেতাদের একযোগে ময়দানে নামার বার্তা দিলেন দিলীপ।

দিলীপ কর্মীদের বুঝিয়েছেন, ব্যক্তিস্বার্থে নয় দলীয় স্বার্থে লড়াইয়ে নামতে হবে। তাই কারও নেতা দিলীপ ঘোষ হলে তাঁকেও যেমন ময়দানে নামার বার্তা দিয়েছেন, তেমনই কেউ শমীক ভট্টাচার্যকে আদর্শ মনে করলে তাঁকেও লড়াইয়ের ময়দানে থাকার কথা বলেছেন। বিজেপি সূত্রে খবর, এদিন দিলীপের এই আলোচনা সভায় এমন নেতারাও ছিলেন যাঁরা দিলীপকে রাজ্য সভাপতির পদ থেকে সরানোর পর বসে গিয়েছিলেন। যদিও কোনও নেতাই এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে মন্তব্য করতে চাননি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে দিলীপ সস্ত্রীক দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর

- স্টেশন ফিডার রোডে দলের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক দিলীপের
- বৈঠকে দিলীপ অনুগামীদের পাশাপাশি নতুন কর্মীদেরও বৈঠকে দেখা গিয়েছে
- সূত্রের খবর, তাঁর অনুগামীদের ফের দলে ফেরাতে দিলীপকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

থেকেই তাঁকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ওই ঘটনার পর থেকে দিলীপ প্রায় 'বসে গিয়েছিলেন'। দলের কোনও কর্মসূচিতেও তাঁকে দেখা যেত না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কলকাতায় এসে বৈঠক করার পর থেকেই বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে ফের ময়দানে দেখা যাচ্ছে।

দিলীপ বসে যাওয়ায় তাঁর অনুগামীরাও 'নিষ্ক্রিয়' হয়ে গিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, তাঁর অনুগামীদের ফের দলে ফেরানোর জন্য দিলীপকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ দিয়েই সেই কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী বর্তমান রাজ্য সভাপতির সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সফর করছেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি।

টাকা না দিয়ে বাইক নিয়ে চম্পট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : অ্যাপের মাধ্যমে মোটর সাইকেল বিক্রি করতে গেলে সাবধান। বলা যায় না, প্রতারকরা হয়তো আপনাদের অপেক্ষাতেই বসে রয়েছে। প্রধাননগর থানায় সম্প্রতি দুটি ঘটনাকে ঘিরে এধরনের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দ্রুত নিজের মোটর সাইকেল বিক্রির জন্য অ্যাপে নির্ভর করেছিলেন প্রধাননগর ও সমরনগর এলাকার দুই তরুণ। শেষমেশ প্রতারণার ফাঁদে পড়ে শুক্রবার তাঁদের লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে হয় প্রধাননগর থানায়।

একটি ঘটনায়, টেস্ট ড্রাইভের নাম করে বাইক নিয়ে পগারপার হয়ে যায় চোর। অন্য একটি ঘটনায় পুরো টাকা শোধ না করেই বাইক মালিকের সঙ্গে মোবাইলে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন ক্রেতা। দুই ঘটনারই তদন্ত করছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। শুধু এই দুই ঘটনাই নয়, বছর দুয়েক ধরে বিভিন্ন ঘটনায় জিনিসপত্র ক্রয় ও বিক্রির অ্যাপগুলোকে টার্গেট করছে প্রতারকরা। এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের অ্যাপ ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করছেন পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'কাদের থেকে জিনিস কিনছেন কিংবা কাদের জিনিস বিক্রি করছেন, সেব্যাপারে সতর্ক থাকাটা ভীষণভাবে প্রয়োজন।'

সমরনগরের বাসিন্দা সুকুমার দাসের একটি বাইক ছিল। সম্প্রতি টাকার সমস্যা থাকায় তিনি ওই বাইক বিক্রির পরিকল্পনা

রাইডারের ভাড়াও মেটালেন না প্রতারক

- একটি ঘটনায় টেস্ট ড্রাইভের নাম করে বাইক নিয়ে পগারপার হয়ে যায় চোর
- অন্য একটি ঘটনায় পুরো টাকা শোধ না করেই বাইক মালিকের সঙ্গে মোবাইলে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন ক্রেতা
- দুই ঘটনারই তদন্ত করছে প্রধাননগর থানার পুলিশ

নেন। জিনিস কেনা ও বিক্রির একটি অ্যাপে তাঁর বাইক বিক্রি সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন পোস্ট করেন। ওই তরুণের কথায়, 'গতমাসের শেষে এক তরুণ আমাকে ফোন করে বাইকটি কেনার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। চলতি মাসের শুরুতে ওই ব্যক্তি বাইক ট্যাক্সিতে প্রধাননগরে আসেন।' এরপরেই ঘটে বিপত্তি। সুকুমার বলেন, 'ওই তরুণ বাইক ট্যাক্সির চালককে অপেক্ষা করতে বলেন। এরপর টেস্ট ড্রাইভ করার নামে আমার বাইক নিয়ে চম্পট দেন ওই তরুণ। বাইক ট্যাক্সিচালকের ভাড়াও মেটাননি।'

যদিও প্রায় সাতদিন পরেও তাঁর হদিস মেলেনি। কিছুটা অন্য ধরনের অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছেন মহম্মদ আমির সোহেল। তাঁর কথায়, 'অ্যাপে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর জগবন্ধু বিশ্বাস নামে মান্তাদারির এক বাসিন্দা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ২৩ হাজার টাকায় রফা হয়। তিন হাজার টাকা বাকি রেখে বাকি টাকা দেন জগবন্ধু। কিন্তু নাম পরিবর্তন হলেও ওই টাকা আর শোধ করেননি। এমনকি মোবাইলও সুইচড অফ হয়ে যায়। দীর্ঘ চার মাস পর পুলিশের দ্বারস্থ হই।'

বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের আমদানি বন্ধের দাবি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১০ জানুয়ারি : পাটশিল্প সংকটের মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ করল রাজ্য। জুট কমিশন অফ ইন্ডিয়াকে শ্রম দপ্তর বার্তা দিয়েছে, বাংলাদেশ যদি কাঁচা পাটের রপ্তানি বন্ধ রাখে, তবে সেখানকার পাটজাত পণ্যের আমদানিও যাতে বন্ধ করা হয়। পাটকলগুলি শ্রম দপ্তরকে আগাম না জানিয়ে ইচ্ছেমতো কর্মবিরতি জারি করতে পারবে না বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন কাজ কেউ করলে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আগামী ১৪ জানুয়ারি পাটশিল্পের সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। উত্তরবঙ্গের চার জেলা মিলিয়ে বর্তমানে পাটকলের সংখ্যা প্রায় ২৫। এর সঙ্গে জড়িত কয়েক হাজার শ্রমিক ও চাষি। গোটা রাজ্যে পাটকলের সংখ্যা আনুমানিক ১১১। সবমিলিয়ে শ্রমিক সংখ্যা ২ লক্ষ। শ্রমমন্ত্রী বলেন, 'পাটশিল্পের সঙ্গে যাঁদের রুটিরুজি জড়িয়ে আছে, তাঁদের স্বার্থ নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে, কাঁচা পাটের জোগানের অপ্রতুলতা, অসাধু কারবারিদের দ্বারা মজুত করে রাখা এবং ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির ফলে রাজ্যের পাটশিল্প সংকটে। শ্রমমন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমবিরোধী নীতি এবং বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট আসা বন্ধ হওয়া এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। পাটকলগুলি ধুঁকতে শুরু করেছে। বেশকিছু বন্ধও হয়ে গিয়েছে। পাটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। তারা একযোগে আগামী ১২ জানুয়ারি রাজ্যজুড়ে পাটকলে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। তবে শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপে সেই ধর্মঘট আপাতত প্রত্যাহার করা হয়েছে।

পরিস্থিতির সামগ্রিক পর্যালোচনা ও সমাধানের উপায় খুঁজে বার করতে শ্রমমন্ত্রী দফায় দফায় সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন, ইন্ডিয়ান জুটমিল অ্যাসোসিয়েশন, রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর ছাড়াও আরও কয়েকটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি প্রথম এবিষয়ে একপ্রস্থ আলোচনা হয়। তাতে জুট কমিশনারকেও ডাকা হয়। পাটশিল্পের ওপর সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ থাকে জুট কমিশনারেরই। শ্রম দপ্তর যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম- শ্রমিকদের যে বকেয়া ডিএ আটকে রাখা হয়েছিল, পাটকলগুলি তা মিটিয়ে দেবে। বেআইনিভাবে মজুত রাখা কাঁচা পাট যাতে ডি-হোর্ডিং করা হয় বা বাজারে চলে আসে সেজন্য জুট কমিশনারকে পদক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে চাইলে রাজ্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে রাজি। আগামী মরশুমের প্রয়োজনীয় পাটের উৎপাদন সঠিক মাত্রায় পৌঁছে দিতে রাজ্যের কৃষি দপ্তরকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ১৪ জানুয়ারি পাট নিয়ে ফের শ্রমমন্ত্রী যে বৈঠক ডেকেছেন, তাতে সব শ্রমিক সংগঠন, ইন্ডিয়ান জুটমিল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি এবং অন্য সব পাটকলের প্রতিনিধিদের ডাকা হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সাঁঝের আলোয়।। জলপাইগুড়ির রাজবাড়িদীঘিতে ছবিটি তুলেছেন ঋতুপর্ণা ধর।

মন্দিরে চুরি

ইসলামপুর, ১০ জানুয়ারি : ইসলামপুর শহরের নেতাজিপল্লির রক্ষাকালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে মন্দিরের কালীমূর্তির সমস্ত গয়না চুরি যায়। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ মন্দিরে আসে। চুরির ঘটনা নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মন্দির কমিটি।

প্রতিষ্ঠা দিবস

বাগডোগরা, ১০ জানুয়ারি : কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি অনুমোদিত ডিস্ট্রিক্ট ড্রাইভার অ্যান্ড হেল্পার ইউনিয়নের ৩০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল শনিবার। এদিন বাগডোগরা বিহার মোড়ে একটি অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল।

বিজেপি বিরোধী সুর চড়ছে পাহাড়ে

রণজিৎ ঘোষ ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : প্রবল শীতেও পাহাড়ে রাজনীতির উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। ভোট এলেই 'গোর্খাল্যান্ড', 'পৃথক রাজ্য', পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়গুলি যেন মুখে মুখে ফিরতে শুরু করে। এবারও তেমনটাই হচ্ছে।

বিজেপির জোটসঙ্গী সিপিআরএম শনিবার দাবি করেছে, গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে বিজেপিকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। প্রতি ভোটের আগে পাহাড়ে এসে 'সব দিয়ে দেব' বলে ভোট নিয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না। কেন্দ্র দ্রুত কোনও পদক্ষেপ না করলে বিধানসভা ভোটে সিপিআরএম বিজেপি-বিরোধী অবস্থান নিতে বাধ্য হবে।

অন্যদিকে, অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টও বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী অবস্থান নিয়ে তৃতীয় বিকল্প তৈরির চেষ্টা শুরু করেছে। এদিকে, এদিন থেকেই পাহাড়ে জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেছে সিপিএমও।

দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে জোটে রয়েছে সিপিআরএম। শনিবার দার্জিলিংয়ে সাংবাদিক বৈঠকে দলের মুখপাত্র অরুণ ঘাটানি বলেন, '২০০৯ সাল থেকে বিজেপির সঙ্গে রয়েছি। আমাদের একমাত্র দাবি, পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান। দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে ১৭ বছর ধরে বিজেপি পাহাড়ের ভোট নিয়েছে। আমরা বিজেপিকে বিশ্বাস করেছি। পাহাড়ের মানুষও আমাদের কথামতো বিজেপিকে ভরসা করে বারবার ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। কিন্তু বিজেপি কথা রাখেনি।'

অরুণের আরও অভিযোগ, 'পাহাড় সমস্যা মেটানো দূরে থাক, এখানকার ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবিকেও মান্যতা দেওয়া হয়নি। পাহাড় সমস্যা মেটাতে একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়েছে। কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি।' এই পরিস্থিতিতে আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে আদৌ সমর্থন দেবে কি না সেটা নিয়ে ভাবছে সিপিআরএম। পাহাড় নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট না করলে আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন দেবেন না বলে এদিন অরুণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

অন্যদিকে অজয় এডওয়ার্ডের বক্তব্য, 'বিজেপি এবং তৃণমূল কেউই পাহাড়ের জন্য কিছু করেনি। বিজেপি বারবার মিথ্যা কথা বলে ভোট নিয়ে গিয়েছে। আর তৃণমূল এখানে বিভাজনের রাজনীতি করেছে। তাই এবার তৃণমূল এবং বিজেপি-বিরোধী কিছু ভাবতে হচ্ছে।'

এদিকে শনিবার সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক জেলা নেতা শচীন খাতিকে সঙ্গে নিয়ে নন্দলাল গ্রাম, বলদেব গ্রাম, থরবু চা বাগানের আপার এবং লোয়ার ডিভিশনের বস্তিগুলিতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনসংযোগ করেন।

সমন বলেন, 'রাজ্যের মধ্যে থেকেই পাহাড়কে ষষ্ঠ তফশিলের আওতায় এনে এখানকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই।' তিনি জানান, প্রতি বছর ধসজনিত কারণে পাহাড়ের প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছেন, প্রচুর ঘরবাড়ি ভাঙছে। তাই পাহাড়ে একটা আধুনিক প্রযুক্তি সহ আবহাওয়াকেন্দ্র তৈরি করা প্রয়োজন। যেখান থেকে সঠিক পূর্বাভাস পেলে এই ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব।

ঠিকাদারদের বকেয়া না মেটায় সমস্যা

আটকে জলপ্রকল্পের কাজ

মনজুর আলম

চোপড়া, ১০ জানুয়ারি : তিন বছর আগে চোপড়া ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৩টি জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। কিন্তু মাঝপথে সবক'টি প্রকল্পের কাজ আটকে পড়েছে। ফলে পরিষেবা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। এই অবস্থায় দ্রুত কাজ শুরু করে পরিষেবা দেওয়ার দাবি উঠেছে।

কিন্তু কাজ কেন বন্ধ? জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের ইসলামপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্লকে জল জীবন মিশন প্রকল্পের যে কয়েকটির কাজ শুরু হয়েছিল, ফান্ডের সমস্যার কারণে প্রায় দেড় বছর থেকে তা থমকে গিয়েছে। কিছু জায়গায় কাজ চালু করা হলেও বকেয়া না পাওয়ায় বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থাগুলি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। কাজের বরাত পাওয়া এমনই এক ঠিকাদার জাকির হুসেন বললেন, 'ঠিকাদাররা কেউ টাকা পাচ্ছেন না। আমারই প্রায় ১৫ কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। এই অবস্থায় কীভাবে বাকি কাজ করা সম্ভব?'

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবতী মৌজার কুমারটোল এলাকায় প্রকল্পের কাজ মাঝপথে আটকে পড়েছে। অর্ধসমাপ্ত প্রকল্পের কাজ দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন তৈয়ব রেজা নামে এক ব্যক্তি। তিনি বলছেন, 'নির্দিষ্ট এলাকার সব জায়গায় পাইপ বসানোর কাজ শেষ হয়নি। প্রায় তিন বছর ধরে দেখভালের দায়িত্বে থাকলেও কোনওরকম পারিশ্রমিক মেলেনি।' স্থানীয় বাসিন্দা অসীমকুমার বসুর কথায়, 'পূর্ব কুমারটোল গ্রামের একজনের বাড়িতেও পাইপ পৌঁছায়নি।'

কুমারটোল এলাকায় বন্ধ হয়ে থাকা জলপ্রকল্পের কাজ।

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গন্দুগছ এলাকাতেও একইভাবে কাজ আটকে রয়েছে। স্থানীয় আবদুল কাদের বললেন, 'কাজ শেষ না করেই ফেলে রেখেছে। একইভাবে সোনাপুর ও ঘিরনিগাঁও সহ অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক জায়গায় কাজ থমকে রয়েছে।'

অন্যদিকে, ব্লকের কয়েকটি জায়গায় আগে থেকে থাকা জলপ্রকল্পের পাইপলাইন রিপেয়ারিংয়ের কাজ চালু করা হলেও একইভাবে আটকে পড়েছে। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জিভাকাটা মৌজার শেখবস্তি এলাকায় প্রায় পঁচিশ বছর আগে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের তরফে জলপ্রকল্প তৈরি করা হয়। রিপেয়ারিংয়ের কাজ আটকে পড়ায় অধিকাংশ এলাকায় পরিষেবা অমিল। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান মনসুর আলমের বক্তব্য, 'পানীয় জলের চাহিদা হিসাবে পরিষেবা মিলছে না। রিপেয়ারিংয়ের কাজ আটকে পড়েছে।'

ঘিরনিগাঁও আসারুবস্তিতে বেশ কয়েক বছর আগে পিএইচই'র জলাধার বসানো হয়েছিল। ওই গ্রামের বাসিন্দা মেহবুব আলমের কথায়, 'সপ্তাহে একদিন জল দেওয়া হলেও সেই জল পান করা যায় না।' অন্যদিকে, চোপড়ার কালাগছ বাজার এলাকা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় পাইপ বসানো হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিষেবা অমিল। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামগছ এলাকায় প্রায় ৭ বছর আগে পিএইচই'র জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হলেও চারপাশের কয়েকটি গ্রামে পানীয় জলের পরিষেবা না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা।

জঞ্জালের গাড়ি থেকে ছড়াচ্ছে আবর্জনা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : পুর এলাকা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল পরিষ্কারের গাড়ি। যাওয়ার সময় এই গাড়ি থেকে আবর্জনা রাস্তায় পড়ছে। কখনও আবার হাওয়ায় আবর্জনা উড়ে এসে পথচলতি মানুষের গায়ে লাগছে।

ফুলেশ্বরী এলাকায় প্রায়দিনই এই ছবি দেখা যাচ্ছে। কখনও কারও দোকানের সামনে আবার কখনও কারও বাড়ির সামনের রাস্তায় আবর্জনা পড়ে থাকছে। শহরবাসীর মতে, আবর্জনা না ঢেকে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে এই সমস্যা হচ্ছে। হায়দরপাড়া, ঘোগোমালি, সুভাষপল্লি সহ শহরের একাধিক জায়গায় খোলা অবস্থাতেই আবর্জনার গাড়িগুলিকে চলতে দেখা যায়।

যদিও পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের দায়িত্বে থাকা মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, 'প্রতিটি গাড়িকে আবর্জনা ঢেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পলিথিন দেওয়া হয়েছে। তারপরেও অনেক কর্মী বিষয়টি নিয়ে অবহেলা করছেন। এটা ঠিক নয়। এই ধরনের কিছু গাড়ির আমরা ছবি পেয়েছি। তাঁদের ডেকে সাবধানও করা হয়েছে।' তিনি আরও জানান, প্রতিটি জঞ্জাল অপসারণের গাড়ি পাঁচটি পয়েন্ট থেকে আবর্জনা তোলে। এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে যাওয়ার পথে পলিথিন লাগানো মুশকিল। সব জায়গা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়ে গেলে গাড়িটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

ফুলেশ্বরী এলাকার এক ব্যবসায়ী স্বপন সাহা বলেন, 'বেশিরভাগ জঞ্জাল পরিষ্কারের গাড়ি আবর্জনা না ঢেকে এক জায়গা

জঞ্জালের গাড়ি থেকে রাস্তায় ছড়াচ্ছে আবর্জনা।

থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়। কোনও স্পিডব্রেকার এলে, গাড়ির থেকে আবর্জনা দু'দিকে পড়ে যায়। দোকানের সামনে আবর্জনা পড়লে তা আমাকে পরিষ্কার করতে হয়। প্রশাসন এদিকে নজর দিলে খুব ভালো হয়।'

শুক্রবার বাইপাস এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিলেন শৈলেন রায়। তিনি জানান, তাঁদের ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আবর্জনা ফেলার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নেই। রাস্তার ধার ও ফাঁকা মাঠ ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে উঠেছে। পুর এলাকার আবর্জনার গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের দিকে যায়। সেই গাড়ি থেকে আবর্জনা পড়তে থাকে। কিন্তু সেই আবর্জনা কে পরিষ্কার করবে সেই প্রশ্ন করেছেন তিনি।

২০১০ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগমে জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন সুজয় ঘটক। তাঁর অভিযোগ, 'বর্তমানে পুরনিগম শুধু বড় বড় গাড়ি কিনতে ব্যস্ত। এত বড় বড় গাড়ি কেনা হয়েছে যা শহরের জন্য উপযুক্ত নয়। শহরের একাধিক রাস্তায় এই গাড়িগুলি ঢুকতে পারে না। পরিষ্কার করার নামে শহরের রাস্তাগুলিকে আরও নোংরা করা হচ্ছে।'

কলেজে নিয়োগ

রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিতে সহকারী অধ্যাপকের শূন্যপদের সংখ্যা জানতে চাইল কলেজ সার্ভিস কমিশন। নির্বাচনের আগে শূন্যপদের ভিত্তিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে।

পুরসভার নির্দেশ

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচির অধীনে কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিল কলকাতা পুরসভা। জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা হবে।

বাজি বিস্ফোরণ

চম্পাহাটির বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের জেরে শনিবার আহত হলেন চারজন। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কিছু বাড়িও। ওই বাজি কারখানার লাইসেন্স ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ধৃত ৫

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার অধীনে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে পূর্ব যাদবপুরে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার তাদের আদালতে হাজির করানো হয়েছে। ধৃতরা কর্ণাটক ও বিহার থেকে এসেছিল।

পৌষ সংক্রান্তিতে রেকর্ড ঠান্ডা

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : পৌষ সংক্রান্তিতে রেকর্ড পারদ পতন হবে রাজ্যে। মঙ্গলবারের পর থেকে জাঁকিয়ে পড়বে শীত। অন্তত আরও ৭দিন এই শীতের মেজাজ থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতা অনুযায়ী, উত্তর ও দক্ষিণের জেলাগুলিতে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে কম থাকবে। জবুথবু হয়ে পড়ছে সকালের স্কুলের পড়ুয়ারা। একইসঙ্গে যেসব ফল, মাছ ও সবজি বিক্রেতারা রোজ ভোরে যাতায়াত করেন, তাঁরাও এই রেকর্ড ঠান্ডায় দুশ্চিন্তায়। বয়স্কদের শারীরিক দিক থেকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী বুধবার অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণের জেলাগুলিতে থাকবে কুয়াশার দাপট। দক্ষিণে ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা নামতে পারে ৯৯৯ থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত। রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারে দৃশ্যমানতা নামতে পারে ১৯৯ থেকে ৫০ মিটারে। হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে এই জেলাগুলিতে। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে সোমবারও জারি থাকবে হলুদ সতর্কতা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও বেশ কিছুটা নেমেছে। পৌঁছে গিয়েছে ১১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে

থাকবে কুয়াশার দাপট

২.৫ ডিগ্রি কম। এদিন দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩.২ ডিগ্রি, মালদায় ৯.৭ ডিগ্রি, আলিপুরদুয়ার ও রায়গঞ্জে ৯ ডিগ্রি, জলপাইগুড়ি ও বালুরঘাটে ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৭ দিন রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও থাকবে স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। উত্তরের জেলাগুলিতে দিনের তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের চেয়ে ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাসের পরামর্শ, 'শরীরের গরম বজায় রাখতে হাতে গ্লাভস ও কানচাপা দেওয়া প্রয়োজন। শুষ্কতা এড়াতে নিয়মিত জল খেতে হবে। শীতে মদ্যপান থেকে বিরত থাকুন। নয়তো হার্ট অ্যাটাক, ব্রেন স্ট্রোক, হাপানি হতে পারে। শিশুদের কোনও ছোট উপসর্গ দেখা গেলেও চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।'

উত্তর পাব না জানি...

ফের হয়রানির অভিযোগে কমিশনকে মমতার চিঠি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশনের ঔদ্ধত্যের কারণে হয়রানির শিকার হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। শনিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ফের চিঠি দিয়ে এই অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি চিঠিতে লিখেছেন, 'এসআইআর প্রক্রিয়ায় সংবেদনশীলতার অভাব রয়েছে। এসআইআরের নামে নির্বাচন কমিশন যেভাবে হেনস্তা করছে, তাতে আমি স্তম্ভিত ও বিরক্ত।' এর আগেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে দু'বার চিঠি দিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের অফিসে ইডির হানার পিছনে এসআইআরে হয়রানি থেকে নজর ঘোরানোর কৌশল ছিল বলে তৃণমূল দাবি করেছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ওই তল্লাশি অভিযানের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে তিন পাতার চিঠি দিয়ে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন চিঠির পরতে পরতে এসআইআর প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের হয়রানির কথা তিনি তুলে ধরেছেন।

এসআইআর আতঙ্কে এবং চাপের মুখে পড়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে ও অনেকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এই প্রসঙ্গ এদিন চিঠিতে তুলে মমতা লেখেন, 'কমিশনের প্রক্রিয়া অনেকটা যন্ত্র নির্ভর। সেখানে সংবেদনশীলতার অভাব রয়েছে। এসআইআর পর্বে ৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৪ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন এবং ১৭ জন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।' মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক দাবি করে লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত পোর্টাল অন্য রাজ্যে ব্যবহৃত পোর্টালের থেকে আলাদা কেন?' মঙ্গলবারই গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার সময় মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, বিজেপির আইটি সেলের তৈরি করে দেওয়া অ্যাপ ব্যবহার করছে নির্বাচন কমিশন। এদিন সেই প্রসঙ্গ তিনি চিঠিতে তুলে ধরেছেন। মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ এবং তাঁদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনেকেই এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষকে দেশদ্রোহী বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে যে তালিকা তৈরি করা হয়েচে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।'

চিঠিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে মমতা লিখেছেন, 'সামনে গঙ্গাসাগর মেলা। সেই কারণে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় রাজ্য পুলিশের একটা বড় অংশ মোতায়েন রয়েছে। সেই সময়ই 'তথাকথিত' পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা

- অসংখ্য মানুষকে অযৌক্তিক হয়রানির মুখোমুখি হতে হচ্ছে
- নির্বাচন কমিশনের এই আচরণ কি নিছক ঔদ্ধত্যের প্রকাশ নয়
- যদিও জানি, এই চিঠির উত্তর পাব না। তবে আমার কর্তব্য বিষয়টা জানানো

দেওয়ার তুলনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সরকারের প্রধান দায়িত্ব।' পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে আগেও অভিযোগ করেছিলেন মমতা। এদিনও সেই প্রসঙ্গ তুলে মমতা লিখেছেন, কমিশন দেরিতে হলেও জেগে উঠেছে। কর্মসূত্রে বাইরে থাকা নির্দিষ্ট কিছু ভোটারের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা চালু করেছে। কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকদের এই সুবিধা দেওয়া হয়নি। কমিশনের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য ভোটার তালিকা সংশোধন নয়, শুধু বাদ দেওয়া।'

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সহ বাংলার সংস্কৃতি জগতের একাধিক ব্যক্তিত্বকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে লিখেছেন, 'এটি গভীর লজ্জার বিষয় যে, বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, যিনি নব্বই ঊর্ধ্ব তাঁকেও পরিচয় প্রমাণের জন্য কমিশনের আধিকারিকদের সামনে হাজির হতে বলা হচ্ছে। কবি জয় গোস্বামী, সাংসদ ও জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা দীপক অধিকারী, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার মহম্মদ সামি এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজও এই ডাক থেকে ছাড় পাচ্ছেন না। এঁরাও এই অপরিকল্পিত, সংবেদনহীন ও অমানবিক প্রক্রিয়ার শিকার হয়েছেন।' তবে টাইপ করা চিঠির শেষে তিনি নিজের হাতে চার লাইনে লিখেছেন, 'আমার মনে হয়, এই চিঠির উত্তর পাব না। তবে আমার কর্তব্য, বিষয়গুলি আপনার কাছে তুলে ধরা।'

আরও চার রোল পর্যবেক্ষক

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজে নজরদারি আরও জোরদার করতে আরও চারজন বিশিষ্ট আইএএস-কে রোল পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে ওই আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর আগেই এই রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস সুব্রত গুপ্তকে বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিল কমিশন। নতুন করে এই নিয়োগপ্রাপ্ত চার অফিসার মূলত এসআইআরের আওতায় জমা পড়া নথিপত্র খতিয়ে দেখার কাজ করবেন।

সামাজিক সুরক্ষামন্ত্রক, ক্রীড়ামন্ত্রক, ত্রিপুরার সেন্সাস অপারেশন ডিরেক্টর দপ্তর এবং কেন্দ্রের জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ থেকে এই চার আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় যে সব নথি যাচাইয়ের তালিকায় রয়েছে, তার বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইসব দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত। ফলে নথি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা কাজে লাগাতে এই নিয়োগ বলে মনে করা হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বিশেষ চার পর্যবেক্ষককে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে এই রাজ্যের ভোটার তালিকার দিকে নির্বাচন যে বিশেষ নজর দিচ্ছে, তা ফের স্পষ্ট হয়ে গেল।

শুভেন্দুর ধর্না

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগে চন্দ্রকোণা রোড পুলিশ বিট অফিসে ধর্নায় বসেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার পুরুলিয়ার কর্মসূচি থেকে ফেরার সময় চন্দ্রকোণা রোড এলাকায় তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে তৃণমূল বিক্ষোভ দেখায় বলে অভিযোগ। বাঁশ, লাঠি নিয়ে তাঁর ওপর হামলাও চালানো বলে দাবি শুভেন্দুর। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে রাত পর্যন্ত অবস্থান চালান তিনি।

শালতোড়ার সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখান থেকেই বাঁকুড়ায় ১২-০ করার ডাক দেন তিনি। শনিবার।

দেশ গেরুয়া হলেও বাংলা হবে না

শালতোড়ায় প্রত্যয়ী ঘোষণা অভিষেকের

শালতোড়া ও কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : গোটা দেশ গেরুয়া হয়ে গেলেও বাংলা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। শনিবার বাঁকুড়ার শালতোড়ার সভা থেকে বিজেপিকে এই হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে এদিন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড বুঝিয়ে দিলেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলায় বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি তিনি ছাড়বেন না। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলার অধিকাংশ আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছিল। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রও বিজেপির অধীনে আছে।

তাই এই জেলা থেকে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'ওরা ওদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। আমাদের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই, আইকর দপ্তর, কেন্দ্রীয় বাহিনী, নির্বাচন কমিশন এবং সংবাদমাধ্যম, সবকিছুকেই কাজে লাগাতে পারে। ওদের কাছে সব থাকতে পারে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে বাংলার মানুষ আমাদের পাশে আছেন।

গত মাসে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে এক চিকেন প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। সেই প্রসঙ্গ তুলে এদিন অভিষেক বলেন, 'মাত্র ৭০ জন বিধায়ক নিয়ে বিজেপি চিকেন প্যাটিস বিক্রি করার অপরাধে এক তরুণকে মারধর করেছে। বিজেপি কি মনে করে, তারা ইডি এবং নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে আমাদের থামাতে পারবে? আমি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলব আগে বাংলার ইতিহাস বুঝুন। বিজেপিকে জেতানো মানেই বিপদ ডেকে আনা। বিজেপি আমাদের বাংলাদেশি বলছে। প্রধানমন্ত্রী ঠিক করে দেবেন, মানুষ কী খাবেন? বিজেপি আপনাদের জীবনযাত্রার ধরন নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ৭০ জন বিধায়ক নিয়ে যদি চিকেন প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধর করতে পারে, তাহলে কল্পনা করুন, তারা ক্ষমতায় থাকলে কী করত।'

এদিনও কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'বাংলার ২ লক্ষ কোটি টাকার তহবিল আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলায় ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। এর অর্থ হল, মোদি সরকার প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ৬৮০ কোটি টাকার তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে। এই তহবিল কেন্দ্রীয় সরকার ছেড়ে দিলে কথা দিচ্ছি, রাজ্য সরকারও রাতারাতি বাঁকুড়ার জন্য সম পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করবে।'

এসআইআর নিয়ে এদিন বাঁকুড়ার শালতোড়ার সভা থেকেও নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি অভিষেক। অমর্ত্য সেনকে এসআইআরে নোটিশ পাঠানোর প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস, এখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে থাকলে তাঁকেও হয়তো তলব করা হত।'

বলির পাঁঠা তবে কি আমলারা?

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : কথায় আছে, 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়'। গত বৃহস্পতিবার ইডির তল্লাশি অভিযানে সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকায় রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় আমলাদের উপস্থিতিই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনিক মহলে, তাহলে কি শেষপর্যন্ত ওই ঘটনায় শাস্তির খাঁড়া এসে পড়বে উপস্থিত ওই আমলাদের কপালে? নবান্ন থেকে রাজনৈতিক মহল, সর্বত্রই এখন এই নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। শনিবার ছুটি থাকা সত্ত্বেও নবান্নে আমলা মহলে এই চর্চা অব্যাহত থেকেছে। এদিকে ওইদিনের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বিশেষ করে 'উপস্থিত' আমলাদের ভূমিকা কী ছিল, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নবান্নের কাছে তলব করেছে।

সেই সূত্রেই আলোচনার মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই বেসরকারি সংস্থা আইপ্যাকের অফিসে রাজ্য সরকারেরই শীর্ষ আমলাদের একাংশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিতি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে নতুন এক চরম বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যখন প্রকাশ্যে বলেছেন, 'ইডির তল্লাশির সময় আইপ্যাকে গিয়ে আমি যা করেছি, তা তৃণমূলের চেয়ারম্যান হিসেবে।' তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে প্রশাসন জুড়ে যায় কীভাবে? আর এই নিয়ে এখন সরব বিজেপি সহ বিরোধী দলগুলি।

অন্যদিকে নবান্নে আমলা মহলের অন্দরে চর্চার বিষয় হল একটাই, কর্মরত আইএএস ও আইপিএসের মতো আমলাদের কিছু নিয়ম-বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁরা যেতেই পারেন। তবে শাসকদলের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আমলাদের উপস্থিতি মোটেই বিধিসম্মত নয়। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ওইদিন রাজ্যে শীর্ষ আমলাদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এক্ষেত্রে তাঁদের শোকজও করা হতে পারে। শেষপর্যন্ত দিল্লির শাস্তির কোপে পড়ার আশঙ্কাও থেকে যায় তাঁদের।

প্রশ্ন প্রশাসনের

অতীতে এই রাজ্যের আরও দু'একটি প্রায় এ ধরনের ঘটনায় প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকেও কেন্দ্রের কোপের মুখে পড়তে হয়েছে। আর এবার এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী বা ইডির ভূমিকার ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ফয়সালা হবে সুপ্রিম কোর্টে। জল সেইদিকেই গড়িয়েছে। তবে ঘটনাস্থলে রাজ্যের শীর্ষ আমলাদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেন্দ্র তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই পারে বলে আশঙ্কা বেড়েই চলেছে।

আবগারি রাজস্বে রেকর্ড

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : চলতি আর্থিক বছর শেষ হতে এখনও তিন মাস বাকি। কিন্তু রাজ্য সরকারের ভাঁড়ারকে সচল রেখেছে একমাত্র আবগারি দপ্তর। চলতি আর্থিক বছরে প্রথম ৯ মাস অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে অর্থ দপ্তর। ফলে চলতি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার সময় লক্ষ্যমাত্রার থেকেও বেশি রাজস্ব এই দপ্তরে আদায় হবে বলে আশা করছেন নবান্নের কর্তারা। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকার আবগারি দপ্তর থেকে ১৮ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল। কিন্তু অন্যান্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দপ্তরের লক্ষ্যমাত্রা আরও দেড় হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ১৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছিল। অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। চলতি বছরে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস মদ বিক্রির প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই বেশি থাকবে। ফলে রাজস্ব আদায় যে লক্ষ্যমাত্রার থেকে অনেক বেশি হবে বলেই মনে করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

২০১৪-'১৫ আর্থিক বছর থেকে আবগারি দপ্তরের রাজস্ব লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ৯ হাজার কোটি টাকা থেকে মাত্র ১২ বছরে এই রাজস্ব আদায় দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। এরই মধ্যে একাধিক সামাজিক প্রকল্প নিয়েছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ অর্থ দেয় না বলে বারবার অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও রাজ্যের সামাজিক প্রকল্পগুলি চালিয়ে যাচ্ছেন মমতা। ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ, খনি ও খনিজ দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরে রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আবগারি দপ্তরের রাজস্ব আদায় অর্থ দপ্তরকে স্বস্তি দেবে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। আর মাত্র কয়েক মাস বাদেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ফেব্রুয়ারিতে বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ হওয়ার কথা। সেখানে জনমুখী প্রকল্প ঘোষণা করতে পারে রাজ্য সরকার। ফলে তার আগে আবগারি দপ্তরের রাজস্ব আদায় কিছুটা স্বস্তি দেবে অর্থ দপ্তরকে।

গাড়ি চালায় বংশীবদন, ভাগনে মদন কই... শনিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

কলকাতা সহ পাঁচ মেট্রো শহরে উদ্যোগ

ছুটির দিনেও চিঠি পৌঁছবে ডাক বিভাগ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : 'চিটঠি আয়ি হ্যায়, আয়ি হ্যায়, চিটঠি আয়ি হ্যায়'...। একটা সময় ছিল, যখন এই গানের সুর শুনলেই বুক কেঁপে উঠত। দূরের প্রিয়জনের বার্তা কিংবা সীমান্ত থেকে আসা কোনও খবর বা বহুদিনের অপেক্ষার উত্তর সবকিছু ধরা থাকত একটি খামে। দিন গড়িয়েছে। সেই খাম এখন জায়গা পেয়েছে নোটিফিকেশনে। হারিয়েছে সেই চিঠির অপেক্ষা, গন্ধ, আবেগ। ডাকঘরগুলি উঠে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে যখন দিন গুনছে কলকাতা, তখন কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, গত ১০ বছরে বাণিজ্যিক ও সরকারি দপ্তরে চিঠি পাঠানোর পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনই পরিসংখ্যান তুলে ধরছেন কলকাতা জিপিওর কর্তারা। কারণ? অনলাইন পার্সেল ডেলিভারির বাড়বাড়ন্ত। তাই লাল ডাকবাক্সের ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসলেও ডাক বিভাগের ভবিষ্যৎ এখন আর প্রশ্নের মুখে নেই।

ইংরেজিতে একটি জনপ্রিয় শব্দ 'রেমিডিয়েশন', যার আক্ষরিক অর্থ পুনরুদ্ধার। অর্থাৎ, পুরোনো মাধ্যমগুলি নতুন রূপে মানুষের কাছে ফিরে আসা। ঠিক এই ঘটনাই ঘটছে ভারতীয় ডাক ব্যবস্থায়। সম্প্রতি দেশের বাকি ৫টি মেট্রো শহরের মতো কলকাতায় ছুটিকালীন পরিষেবা শুরু করছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। ইতিমধ্যেই এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির কাছে নির্দেশিকা পৌঁছে দিয়েছে ডাক

বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের প্রধান পোস্টমাস্টার জেনারেলের দপ্তর। শুধু রবিবার নয়, ২৬ জানুয়ারি, ১ মে, ১৫ অগাস্টের মতো জাতীয় ছুটির দিনগুলিতেও চিঠি, নথি ও পার্সেল পৌঁছে দেবেন পোস্টম্যানরা। কলকাতা জিপিওর এক আধিকারিকের কথায়, অনলাইন ব্যবসার রমরমা হওয়ার পর থেকে ডেলিভারি ক্ষেত্রে প্রবল চাপ সামলাতে এই পদক্ষেপ।

বেসরকারি সংস্থাগুলি যেভাবে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে এই ধরনের নতুন ভাবনাচিন্তা বাস্তবায়নের প্রয়োজন, যাতে ডাক ব্যবস্থার ওপর মানুষের নির্ভরতা বজায় থাকে। বর্তমানে মানুষের কাছে নতুন র‍্যাশন কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড, ব্যাংকের এটিএম কার্ড সহ প্রয়োজনীয় নথি পৌঁছোয় ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে।

কলকাতা জিপিও সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি সোমবার রাজভবন থেকে বড়বাজার এবং স্ট্র্যান্ড রোড থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত শুধু অফিস পাড়ায় গড়ে চিঠি বিলি হয় প্রায় ১৬-১৮ হাজার। মঙ্গল থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সেই সংখ্যাটা হল প্রায় ১০-১২ হাজার। বেশকিছু অনলাইন বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতীয় ডাক এখন স্পিড পোস্টের মাধ্যমে মানুষের কাছে নথি, চিঠি ও পার্সেলও পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে দিনের পর দিন চাপ বাড়ছে ডাক পরিষেবায়।

কোভিড -পরবর্তী পর্বে যেভাবে অনলাইন কেনাবেচা বার্ষিক গড়ে ৭-৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে, নিকট ভবিষ্যতে ডিজিটাল অর্ডারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে উন্নতি হবে ডাক ব্যবস্থারও। কলকাতার মোট ৪২টি জায়গাকে হাব হিসেবে চিহ্নিত করেছে ডাক বিভাগ। এর মধ্যে ৩৪টি জায়গা থেকে নথি ও পার্সেল যাবে এবং ৮টি জায়গা থেকে শুধু পার্সেল পাঠানো হবে। আপাতত কলকাতাতে এই পরিষেবা সীমাবদ্ধ থাকলেও ভবিষ্যতে এলাকা বাড়ানো হবে বলে জানাচ্ছেন ডাক কর্তারা।

জাল মার্কশিট রুখতে বিশেষ সুরক্ষা সংসদের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : ভারতীয় টাকা ও পাসপোর্টে থাকা সুরক্ষা ব্যবস্থা এবার থাকবে উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটেও। বেশ কিছু বছর ধরে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কাছে একাধিক জাল মার্কশিট ব্যবহারের অভিযোগ জমা পড়েছে। রাজ্য তথা দেশে প্রথমবারের মতো সিমেস্টার ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে চতুর্থ সিমেস্টার অর্থাৎ চূড়ান্ত পরীক্ষা। তার আগে মার্কশিটে নিরাপত্তা আনতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংসদ। এই 'ইউভি সিকিউরিটি থ্রেড কোড'-এর মাধ্যমে মার্কশিট জাল নাকি আসল, তা চিহ্নিত করা যাবে।

সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পরীক্ষা ব্যবস্থায় সবরকম জালিয়াতি রুখতে সতর্ক থাকছে সংসদ। তৃতীয় সিমেস্টার থেকে প্রশ্নপত্রে বিশেষ কোড ব্যবহার করা হচ্ছিল। এবার চতুর্থ সিমেস্টার থেকে নতুন অত্যাধুনিক ব্যবস্থা নিয়ে আসা হচ্ছে, যাতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকে। 'ইউভি সিকিউরিটি থ্রেড' আদতে একটি সরু চকচকে রুপোলি সুতো। যা খালি চোখে দেখা যাবে না। ভারতীয় টাকায় এটি আড়াআড়িভাবে বসানো থাকে। ওই পাতের মধ্যে অতিবেগুনি রশ্মি (ইউভি রে) ফেললে তারটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন সহজেই বোঝা যায়, কোনটি আসল ও কোনটি নকল টাকা। একইভাবে এবার থেকে মার্কশিটের আসল-নকলও চিহ্নিত করা যাবে। একইসঙ্গে মার্কশিটে বিশেষ কোডের ব্যবস্থাও থাকবে।

তৃতীয় সিমেস্টারের মতো এবারেও এই পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তে সাফল্য আসবে বলেই আশা করছে সংসদ। প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের নিরাপত্তার জন্য থাকছে বিশেষ পুলিশি পাহারাও।

ওটিটি ও বড় পর্দায় দুই বাংলার জয়গান

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : রাজনীতির কাঁটাতারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টলিউডের বড় পর্দা এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে রাজত্ব করছেন বাংলাদেশের শিল্পীরা। জয়া আহসান থেকে কাজী নওশাবা আহমেদ— তাঁদের সাবলীল অভিনয় আবারও প্রমাণ করছে যে, শিল্পের কোনও দেশ হয় না।

কলকাতার রাস্তায় এখন বড় বড় পোস্টার। অনীক দত্ত পরিচালিত গোয়েন্দা ছবি 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'-এর ওটিটি মুক্তি ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ঘরানাকে মাথায় রেখে তৈরি এই ছবিতে আবির চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের কাজী নওশাবা আহমেদ। নওশাবার কথায়, 'অনীকদার আদি বাড়ি কুমিল্লায়। দুই বাংলার এই মেলবন্ধন শিল্পের জয়কেই তুলে ধরে। ওটিটি মুক্তির খবর বাংলাদেশেও ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।'

অন্যদিকে, পয়লা জানুয়ারি জয়া আহসান তাঁর আসন্ন ছবি 'ওসিডি'-র পোস্টার প্রকাশ করে চমকে দিয়েছেন অনুরাগীদের। পরিচালক সৌকর্য ঘোষালের এই মনস্তাত্ত্বিক ড্রামা আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার সিনেমা হলে মুক্তি পেতে চলেছে। জয়া এখানে একজন চিকিৎসকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পরিচালক সৌকর্যর সাফ কথা, 'কলেজ স্ট্রিটে যদি জসীমউদ্দীনের বই বিক্রি হতে পারে, তবে বাংলাদেশি শিল্পীদের ছবি মুক্তিতে বাধা কোথায়? শিল্পকে রাজনীতির চশমায় দেখা উচিত নয়।'

কাঁটাতার মানছে না সৃজনশীলতা

এর আগে নভেম্বর মাসে ওটিটি-তে মুক্তি পেয়েছে সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাসের 'কুসুম' চরিত্রে জয়া আহসানের অভিনয় দুই দেশেই প্রশংসিত হয়েছে। জয়া ঢাকা থেকে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের দর্শকরা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন তাঁর এই কাজগুলি দেখার জন্য।আসলে রাজনীতি যখন পথ হারায়, তখন গান, কবিতা আর সিনেমাই দুই দেশের মানুষকে কাছাকাছি রাখার সেতুবন্ধন হয়ে দাঁড়ায়। টলিউডের এই সাম্প্রতিক ট্রেন্ড অন্তত সেই বার্তাই দিচ্ছে— সম্পর্ক যা-ই হোক, ওপার বাংলার 'কুসুম' কিংবা 'নওশাবা'দের জন্য এপার বাংলার প্রেক্ষাগৃহের দরজা সব সময়ই খোলা।

ফের শুনানিতে গিয়ে মৃত্যু

রামপুরহাট ও কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : ফের এসআইআরের শুনানিতে গিয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। বীরভূমের রামপুরহাটের বাসিন্দা সস্ত্রীক ওই বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কাঞ্চন কুমার মণ্ডল এসআইআরের শুনানির নোটিশ পেয়ে শনিবার দুপুরে ভাত খাওয়ার পর তিনি রামপুরহাট-১ ব্লক অফিসে হাজির হন। সেখানে সাইকেল থেকে নামার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিডিও অঙ্কুর মিত্রের গাড়িতে করে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। রামপুরহাটের বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে কাঞ্চনের। যদিও কাঞ্চনের পরিবারের দাবি, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

২০২৬ লগ্নি করুন সেক্টরাল ফান্ডে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

বিগত কয়েক বছরের প্রবণতা বজায় রেখে গত বছরেও দেশে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি বেড়েছে। তবে রিটার্নের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ফান্ডই লগ্নিকারীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে বিগত বছরে লোকসানের মুখও দেখতে হয়েছে তাঁদের। নতুন বছরের শুরু থেকেই লগ্নিকারীদের ফান্ড নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বাজারে নানা ধরনের ফান্ড চালু রয়েছে। নিত্যদিন বাজারে নতুন ফান্ডও আসছে। এই ফান্ড থেকে সঠিক ফান্ড বেছে নেওয়াই সাফল্যের চাবিকাঠি হতে পারে। আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি পর্যালোচনার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সব দিক বিবেচনা করেই সঠিক ফান্ড নির্বাচন জরুরি। তবেই প্রত্যাশিত সাফল্য আসার পথ প্রশস্ত হবে।

ঝুঁকি নিয়ে বেশি রিটার্ন পেতে চাইলে লগ্নিকারীদের জন্য সব থেকে আকর্ষণীয় বিকল্প হতে পারে ইকুইটি ফান্ড। আবার এই বিভাগের অন্তর্গত সেক্টরাল ফান্ডে যেমন ঝুঁকি বেশি, তেমনই দুর্দান্ত রিটার্ন দিতে পারে। এই প্রতিবেদনে রইল সেক্টরাল ফান্ডের খুঁটিনাটি।

সেক্টরাল ফান্ড কী?

এই ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড তথ্যপ্রযুক্তি, এনার্জি, হেলথকেয়ার, ফিন্যান্সিয়াল বা অন্য কোনও সেক্টরে তাদের তহবিলের ৮০ শতাংশ বিনিয়োগ করে। এই সেক্টরগুলি ভালো পারফর্ম করলে সেই সংশ্লিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ডও ভালো রিটার্ন দেয়। এই ধরনের ফান্ড একটি নির্দিষ্ট সেক্টরের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায়, এই বিনিয়োগে ঝুঁকিও বেশি হয়।

সেক্টরাল ফান্ডের উদাহরণ

বর্তমানে বাজারে যে সেক্টরগুলিকে ভিত্তি করে মিউচুয়াল ফান্ড চালু রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সেক্টরগুলি হল টেকনলজি, হেলথকেয়ার, ফিন্যান্সিয়াল, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কনজিউমার স্টেপলস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, এনার্জি, মেটেরিয়ালস, রিয়েল এস্টেট ইত্যাদি।

সেক্টরাল ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

- সেক্টরাল ফান্ড একটি নির্দিষ্ট সেক্টরে বিনিয়োগ করায়, তা বৈচিত্র্য কমায়।
- সেক্টরাল ফান্ডগুলি মাঝারি বা দীর্ঘ মেয়াদের হয়।
- সেক্টরাল ফান্ডে এই মুহূর্তে লগ্নি অনেকটাই ব্যয়সাপেক্ষ।
- একটি নির্দিষ্ট সেক্টরের অন্তর্গত সাব সেক্টরকে ভিত্তি করেও সেক্টরাল ফান্ড কাজ করে।
- মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ভিত্তি করে সেক্টরাল ফান্ডকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করা যায়।

কীভাবে সেক্টর নির্বাচন করবেন?

লগ্নির সঠিক বিকল্প নির্বাচনের জন্য গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। সেক্টরাল ফান্ড নির্বাচনের আগে সেই সেক্টরের বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা, আন্তর্জাতিক ইস্যুর প্রভাব, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে হবে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হল সাইক্লিক পারফরমেন্স। শেয়ার বাজারের কিছু কিছু সেক্টর আছে যেগুলি বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বড় মাপে ওঠানামা করে। ফলে লগ্নির সঠিক সময় এবং এগজিটের সময় নির্ধারণ করা যায়। এর পাশাপাশি ওই সেক্টর সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবরও রাখতে হবে।

সেক্টরাল ফান্ডের সুবিধা

শেয়ার বাজারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সেক্টর ভালো পারফর্ম করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, করোনা মহামারির সময় হেলথকেয়ার সেক্টর দারুণ রিটার্ন দিয়েছিল। বর্তমানে গ্রিন এনার্জি, কৃত্রিম মেধা ইত্যাদি ক্ষেত্র ভালো পারফর্ম করছে। আগামী দিনেও এসব ক্ষেত্রে বড় ধরনের বৃদ্ধি দেখা যেতে পারে। আপনি যদি এমন কোনও সেক্টরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হন এবং বেশি ঝুঁকি নিতে পারেন তবে সেই সেক্টর ভিত্তিক ফান্ডে লগ্নি করতে পারেন। যা ভবিষ্যতে বড় রিটার্নের সন্ধান দিতে পারে।

সেক্টরাল ফান্ডের অসুবিধা

সেক্টরাল ফান্ডের তহবিল একটি নির্দিষ্ট সেক্টরে বিনিয়োগকে সীমাবদ্ধ করে, তাই ওই সেক্টরের গতিশীলতার ওপর ফান্ডের পারফরমেন্স পুরোপুরি নির্ভরশীল। বৈচিত্র্য না থাকায় এই ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ হয়। এই কারণে আপনার পোর্টফোলিওর মোট বিনিয়োগের ১০-২০ শতাংশ সেক্টরাল ফান্ডে বরাদ্দ করা যেতে পারে।

সেক্টরাল ফান্ড কি ঝুঁকিপূর্ণ?

অন্যান্য ফান্ডের তুলনায় সেক্টরাল ফান্ড অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, আপনি রিয়েল এস্টেট সেক্টর ভিত্তিক ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন। সুদের হার বাড়লে এই সেক্টরের ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে তার প্রভাব পড়বে সেক্টরাল ফান্ডেও।

সেক্টরাল ও থিমেটিক ফান্ডের পার্থক্য

সেক্টরাল ফান্ড একটি নির্দিষ্ট সেক্টরের মধ্যে লগ্নি সীমাবদ্ধ রাখে। অন্যদিকে থিমেটিক ফান্ডে একটি নির্দিষ্ট সেক্টরকে অনুসরণ করার পাশাপাশি সেই সেক্টরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থাতেও লগ্নি করে। তাই সেক্টরাল ফান্ডের তুলনায় থিমেটিক ফান্ডে বৈচিত্র্য বেশি পাওয়া যায়।

কারা বিনিয়োগ করবেন?

এই ফান্ড অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের জন্য আদর্শ। যেহেতু এই ধরনের ফান্ডে ঝুঁকি বেশি তাই সেই ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতাও থাকতে হবে। তবে মিউচুয়াল ফান্ডে আপনার মোট লগ্নির সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

বিনিয়োগের আগে বিচার্য

- প্রথমেই আপনার বর্তমান ফান্ড পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ করতে হবে। মোট লগ্নিযোগ্য তহবিলের ৫-১০ শতাংশের মধ্যে বেঁধে রাখতে হবে সেক্টরাল ফান্ডে লগ্নি।
- কোন সেক্টরে বিনিয়োগ করবেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোভিড-১৯ মহামারির সময় থেকে হেলথকেয়ার এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু থেকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় পারফরমেন্স লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে গ্রিন এনার্জি, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সেন্টার ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি নিয়েও আগ্রহ বাড়ছে।
- বর্তমান নয়, ভবিষ্যতে কোন সেক্টর ভালো ফল করবে সেই বিবেচনা করেই সেক্টর নির্বাচন করতে হবে।
- বিনিয়োগের আগে সেই সেক্টরের অতীত পারফরমেন্স বা পারফরমেন্সের ওঠা-নামা, ভবিষ্যতে কেমন পারফরমেন্স করতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সঠিক গবেষণা করলে লগ্নি শুরু এবং কখন মুনাফা নিয়ে বেরিয়ে আসা যাবে তা সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে।
- এছাড়াও ফান্ডে লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখতে হবে। যেমন ফান্ডের অতীত পারফরমেন্স, ফান্ড ম্যানেজারের ট্র্যাক রেকর্ড, ফান্ডে লগ্নির খরচ ইত্যাদি।
- ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বেশি হলে শুরুতে লগ্নির পরিমাণ বাড়ানো এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করতে হবে।

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নির আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন।

বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শেয়ার বিক্রির হিড়িক

ট্রাম্পের শুল্ক বোমায় রক্তাক্ত ভারতীয় বাজার

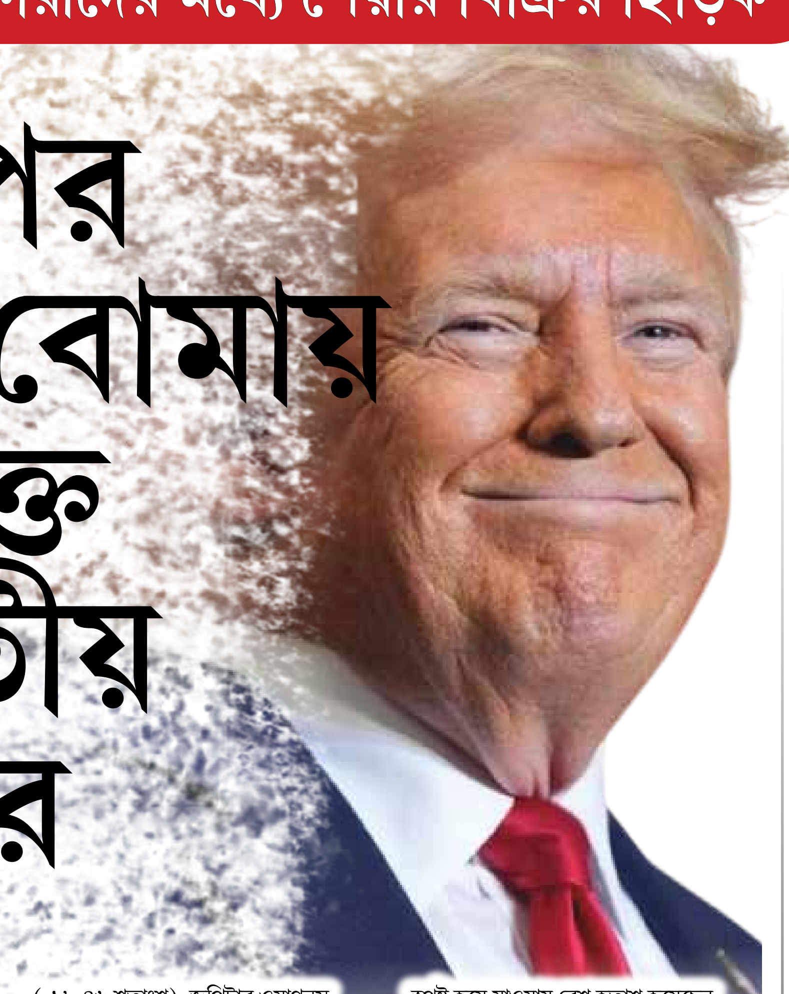

বোধিসত্ত্ব খান

বিগত এক সপ্তাহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের মেজাজ ভালো নেই। এই কয়েকদিনে নিফটি ২.৪৫ শতাংশ এবং সেনসেক্স ২.৫৫ শতাংশ পতন দেখেছে। মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ কোম্পানিগুলির অবস্থা আরও খারাপ। বিএসই মিড ক্যাপ যেখানে ২.৬০ শতাংশ নীচে নেমেছে, সেখানে বিএসই স্মল ক্যাপ ৩.৮৭ শতাংশ পতন নিয়ে কাঁপছে।

কেবলমাত্র এক সপ্তাহে যে কোম্পানিগুলি সর্বাধিক পতনের মুখ দেখেছে তার মধ্যে রয়েছে এলকন ইঞ্জিনিয়ারিং (-১৫.৮৫ শতাংশ), ট্রান্সফর্মার অ্যান্ড রেক্টিফায়ার্স (-১৮.৪৬ শতাংশ), জুপিটার ওয়াগনস (-১৩.১৯ শতাংশ), অবন্তি ফিডস (-৮.৬৭ শতাংশ), ওয়ারি এনার্জিস (-১১.২২ শতাংশ), প্রিমিয়ার এনার্জিস (-১৫.১৯ শতাংশ), গোকলদাস (-৯.০২ শতাংশ), কেপিআর মিলস (-৮.৯৩ শতাংশ), মানাপ্পুরম ফিন্যান্স (-৮.১৩ শতাংশ) প্রভৃতি। ২০২৫-এ ভারতীয় এক্সপোর্ট ৫০ শতাংশ আমেরিকান শুল্কের মুখে পড়ার পর আশা ছিল, হয়তো বা ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি হয়ে গেলে শুল্কের পরিমাণ খানিকটা কমবে।

অন্যদিকে আমেরিকা ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলছিল, যাতে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি তেল কেনা বন্ধ করে দেয়। রাশিয়ার কাছ থেকে কিছুটা পরিমাণ তেল কেনা কম করলেও ভারতের মোট আমদানি করা জ্বালানি তেলের ৩৫ শতাংশ রাশিয়া থেকে আসছে। চিন রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনলে বা ইউরোপ রাশিয়ার কাছ থেকে তেল এবং গ্যাস কিনলে আমেরিকা চোখ বন্ধ করে থাকে। কিন্তু ভারতের ওপর আঘাতের ইচ্ছে এখন আমেরিকার কাছে অতিগুরুত্বপূর্ণ। তাই রাশিয়ান তেল কেনা এখন একটি অজুহাত মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিগত কয়েকদিন আগে 'রাশিয়ান স্যাংশান বিল' বলে একটি বিলে অনুমোদন দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হবে। যাতে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, কোনও দেশ বা সংস্থার ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বসানো যেতে পারে। যদি তারা রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনে। এই বিলে আক্রমণের লক্ষ্য ভারত, ব্রাজিল এবং চিন। এই বিলের ক্ষমতায় বলিয়ান হয়ে ৫০০ শতাংশ অবধি কর বসতে পারে এই দেশগুলি থেকে রপ্তানি করা পণ্যের ওপর।

এই আতঙ্কে বিগত কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন এক্সপোর্টমুখী কোম্পানিগুলির শেয়ারে বিক্রিবাটা চলেছে। আমেরিকার মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় বেশ হতাশ হয়েছেন ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা। আমেরিকাতে রপ্তানি হওয়া টেক্সটাইল, হিরে ও গয়না, ইলেট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক গুডস, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম সব পণ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং ভবিষ্যৎ যেদিকে এগোচ্ছে আরও এই ক্ষতি বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বিভিন্ন কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশিত হতে থাকবে। ১২ জানুয়ারি টিসিএস, এইচসিএলটেক, আনন্দ রাঠির ফলাফল প্রকাশিত হবে। ১৩ জানুয়ারি আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ এবং আইসিআইসিআই লোম্বার্ডের ফলাফল প্রকাশিত হবে।

মাত্র কয়েকদিন আগে যেখানে আলোচনা হচ্ছিল যে নিফটি আরও হয়তো উত্থান দেখতে পারে, সেখানে সর্বকালীন উচ্চতা থেকে দ্রুত ৩ শতাংশের বেশি পতন দেখে ফেলেছে নিফটি। যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল তেজস নেটওয়ার্ক, আইনক্স উইন্ড, আইআরসিটিসি, হ্যাপিয়েস্ট মাইন্ড, রেমন্ড, কেইনস টেকনলজি, পেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, আইটিসি, ক্লিন সায়েন্স টেকনলজি, বাটা ইন্ডিয়া প্রভৃতি। শুক্রবার আইটি বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত সেক্টরে পতন এসেছে। অটোমোটিভ (-১.৫৪ শতাংশ), সিমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশন (-১.২৭ শতাংশ), কনজিউমার ডিউরেবলস (-১.৩১ শতাংশ) ভালো পতন দেখে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

---

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

নতুন বছরের শুরুতেই ধাক্কা খেল শেয়ার বাজার। বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই টানা পাঁচ দিন নামল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৮৩৫৭৬.২৪ এবং নিফটি ২৫৬৮৩.৩০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। পাঁচ দিনে দুই সূচক খুইয়েছে যথাক্রমে ২১৮৫.৭৭ এবং ৬৪৫.২৫ পয়েন্ট। আগামী সপ্তাহে আরও অস্থির থাকবে শেয়ার বাজার। তবে পরিস্থিতির উন্নতি হলে দ্রুত স্বমহিমায় ফিরতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার। তাই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আতঙ্ক বা ভয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। শেয়ার বাজারের এই পতনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আনা নয়া ট্যারিফ বিল। এই বিলে বলা হয়েছে, যে সব দেশে রাশিয়ার থেকে তেল কিনবে সেই দেশগুলির ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত ট্যারিফ বসানো হবে। এই মুহূর্তে রাশিয়া থেকে তেল কেনা হঠাৎই বন্ধ করে দেওয়া ভারতের পক্ষে কঠিন হবে। ট্রাম্প ট্যারিফের ভয়ে তাই শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়েছে। বুধবার অর্থাৎ ১৪ জানুয়ারি আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের এই ট্যারিফ নিয়ে রায় দেবে। রায় ট্রাম্পের পক্ষে গেলে ধ্বস নামতে পারে শেয়ার বাজারে। রায় বিপক্ষে গেলে শেয়ার বাজারে ফের ফিরবে ঊর্ধ্বমুখী দৌড়।

সূচকের এই পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলিও। তাদের শেয়ার বিক্রির প্রবণতা চলছেই। এই প্রবণতা বন্ধ না হলে সূচকের সংশোধন আরও গভীর হবে। সম্প্রতি ভেনেজুয়েলা আক্রমণ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনেছে আমেরিকা। তারপর থেকে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে সারা বিশ্বের। আমেরিকা গ্রিনল্যান্ডে সেনা অভিযান করলে বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বড়সড়ো পরিবর্তন আসতে পারে। সেই আশঙ্কায় শেয়ার বাজার থেকে লগ্নি তুলে নিচ্ছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি।

ট্রাম্পের নয়া বিলে আরও অনিশ্চিত হয়েছে আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য চুক্তি। এই চুক্তি চূড়ান্ত এবং ইতিবাচক না হলে ভারতীয় শেয়ার বাজারে সুদিন ফিরবে না। এর পাশাপাশি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারের ফলও আগামী দিনে সূচকের ওঠানামায় বড় প্রভাব ফেলবে। সোমবার ফল প্রকাশ করবে টিসিএস এবং এইচসিএল টেক। এই দুই সংস্থার ফল প্রত্যাশিত না হলে আরও অন্ধকারে ডুবতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই ধৈর্য এবং সংযমের পরীক্ষা দিতে হবে লগ্নিকারীদের।

যে কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত লোকসানে ফেলতে পারে তাঁদের।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দামেও ওঠানামা চলছে। তবে আগামী দিনে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামে বড় সংশোধন হতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **হাডকো :** বর্তমান মূল্য-২১৪.৯১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৫৪/১৫৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২০০-২১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৩০২২, টার্গেট-২৬৫।
- **কেআইওসিএল:** বর্তমান মূল্য-৩৬৬.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৩৫/২১০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৩০-৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২২২৬১, টার্গেট-৪৯০।
- **পাওয়ার ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-৩৫৮.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৪/৩৩০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৩৫-৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৮৪৪০, টার্গেট-৪৪৫।
- **কানাড়া ব্যাংক:** বর্তমান মূল্য-১৫০.৫৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৮/৭৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৪০-১৪৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৬৫৪৯, টার্গেট-১৮০।
- **জিএনএফসি :** বর্তমান মূল্য-৪৭৮.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৮৫/৪৪৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৪৪০-৪৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭০৩৬, টার্গেট-৬১০।
- **জেনেসিস ইন্টারন্যাশনাল :** বর্তমান মূল্য-৪১৮.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৫৫/৩৯০, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-৩৯০-৪১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৪৬, টার্গেট-৫৭৫।
- **ডি মার্ট :** বর্তমান মূল্য-৩৮০১.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯৪৯/৩৩৪০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৭০০-৩৮০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৪৭৩৬৩, টার্গেট-৪৬০০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : সুজলন এনার্জি

● **সেক্টর :** ইলেক্ট্রিক ইকুইপমেন্ট ● **বর্তমান মূল্য :** ৪৯ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৪৬/৭৪ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৬৭৪৬৪ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ৫.৭৩ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০ ● **ইপিএস :** ২.৩১ ● **পিই :** ২১.৩০ ● **পিবি :** ৮.৫৯ ● **আরওসিই :** ৩২.৫ শতাংশ ● **আরওই :** ৪১.৪ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৭০

একনজরে

- সুজলন এনার্জি বিশ্বের অন্যতম ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড ডব্লিউটিজি (উইন্ড টারবাইন জেনেরেটর) নির্মাতা।
- ১৭টি দেশে ২০ গিগাওয়াটেরও বেশি উইন্ড এনার্জি উৎপন্ন করার কাজ সম্পন্ন করেছে।
- শুধু ডব্লিউটিজি নির্মাণ নয়, এর রক্ষণাবেক্ষণা সহ এই সংক্রান্ত সব পরিষেবা দেয় এই সংস্থা।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত সংস্থার হাতে থাকা বরাত হল ৬ গিগাওয়াটেরও বেশি।
- সংস্থার ঋণের অঙ্ক ক্রমশ কমছে।
- বিগত ৫ বছরে ২২.৯ শতাংশ সিএজিআরে মুনাফা বৃদ্ধি করেছে এই সংস্থা।
- ২০২৫-২৬-এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার নিট মুনাফা ৫৩৮ শতাংশ বেড়ে ১২৭৯ কোটি টাকা হয়েছে। আয় ৮৫ শতাংশ বেড়ে ৩৮৬৬ কোটি টাকা হয়েছে। তৃতীয় কোয়ার্টারেও ভালো ফল করতে পারে এই সংস্থা।
- হাতে নগদের পরিমাণও বেড়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রিন এনার্জি সংক্রান্ত ইতিবাচক লক্ষ্য সংস্থার ভবিষ্যৎ আরও সুরক্ষিত করছে।
- আনন্দ রাঠি, আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ, মতিলাল অসওয়াল সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।
- নেতিবাচক দিক হল, সংস্থার প্রোমোটারের হাতে রয়েছে মাত্র ১১.৭৩ শতাংশ শেয়ার। যদিও দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৯.২৪ শতাংশ এবং ২৩.৭৩ শতাংশ শেয়ার।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

লক্ষ্য এয়ার শো নির্বিঘ্ন রাখা

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে দিল্লিতে চিলদের ‘চিকেন পার্টি’

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে দিল্লিতে শুরু হয়েছে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। চিল ও অন্যান্য বড় পাখির জন্য টানা সাত দিনের ‘চিকেন পার্টি’। ২৬ জানুয়ারির কুচকাওয়াজ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এয়ার শো চলাকালীন যুদ্ধবিমান ও পরিবহণ বিমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে দিল্লি সরকার।

প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ফ্লাই-পাস্টের সময় ‘পাখির সঙ্গে ধাক্কা’ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে চিল, শকুনের মতো বড় পাখিরা কম উচ্চতায় উড়তে থাকা বিমানের ইঞ্জিনের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। জানুয়ারিতে পরিযায়ী পাখির সংখ্যাও বাড়ে দিল্লিতে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। সেই কারণে এবছর এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

দিল্লি সরকারের বন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নির্দিষ্ট জায়গায় হাড়ছাড়া কাঁচা মুরগির মাংস ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক্ষ্য একটাই, চিল ও অন্যান্য বড় পাখিকে খাবারের দিকে আকৃষ্ট করে রাজপথ ও এয়ার শোর উড়ানপথ সংলগ্ন আকাশসীমা থেকে দূরে রাখা। এতে এয়ার শোর সময় বিমানের সঙ্গে পাখির সংঘর্ষের আশঙ্কা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ।

১৫ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। মোট ১,২৭৫ কেজি হাড়ছাড়া মুরগির মাংস দিল্লির ২০টি চিহ্নিত এলাকায় দেওয়া হবে। লাল কেল্লা, জামা মসজিদ, মান্ডি হাউস, দিল্লি গেট, মৌলানা আজাদ ইনস্টিটিউট অফ ডেন্টাল সায়েন্সেস সহ বিভিন্ন জায়গায় সাধারণত চিলের উপস্থিতি বেশি থাকায় সেখানে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

দিল্লি সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এটি প্রতি বছরের নিয়মিত প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ হলেও এবছর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে। আগের বছরগুলিতে মহিষের মাংস ব্যবহার করা হলেও, এই প্রথমবার মুরগির মাংস ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন পাখিদের কোনও ক্ষতি হবে না, অন্যদিকে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট জায়গায় টানা কয়েকদিন খাবার দেওয়ার ফলে চিলরা সেই খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে প্রজাতন্ত্র দিবসের এয়ার শোর দিন তাদের বিমানের উড়ানপথে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

পুরো অভিযানে দিল্লি সরকার ছাড়াও বন দপ্তর, পুরসভা এবং বায়ুসেনার আধিকারিকরা যৌথভাবে কাজ করবেন। ড্রোন ও বিশেষ নজরদারি দলের মাধ্যমে আকাশসীমার ওপর কড়া নজর রাখা হবে।

দিল্লি সরকারের মতে, এই অভিনব ‘চিকেন পার্টি’র মাধ্যমে এবছরও বার্ড স্ট্রাইকের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে। নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে প্রজাতন্ত্র দিবসের এয়ার শো।

ভারতের নয়া ‘জল-দুর্গ’ হলদিয়া

বঙ্গোপসাগরে ঢাকা-বেজিংয়ের গতিবিধিতে নজর নৌসেনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : বঙ্গোপসাগরের নীল জলে নিজের দাপুটে উপস্থিতি জানান দিতে এবার বড় চাল দিল দিল্লি। চিনের লাল ফৌজের বাড়তে থাকা আনাগোনা এবং বাংলাদেশের বদলে যাওয়া পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এলাকায় প্রতিরক্ষা-কৌশল আমূল বদলে ফেলেছে ভারতীয় নৌবাহিনী। জলপথে নিরাপত্তা জোরদার করতে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়াতে নতুন নৌঘাঁটি গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নৌবাহিনীর এই পদক্ষেপকে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। কয়েকমাস ধরে বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে চিনা রণতরির আনাগোনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। এর ওপর বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন ইউনূস সরকারের সঙ্গে চিনের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা এবং সম্প্রতি পাকিস্তানের ‘পিএনএস সইফ’ যুদ্ধজাহাজের চট্টগ্রাম সফর, ভারতের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারত-বিরোধী তৎপরতা বা জলপথে পূর্ব উপকূলে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না নৌসেনা। এইসব চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে হলদিয়াকে একটি নিশ্ছিদ্র দুর্গের মতো সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এতদিন উত্তর বঙ্গোপসাগরে নৌসেনার কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল কলকাতার আইএনএস নেতাজি সুভাষ। কিন্তু হুগলি নদীর সংকীর্ণ নাব্যতা, ক্রমাগত পলি জমার সমস্যার কারণে সমুদ্রে পৌঁছোতে যুদ্ধজাহাজের অনেক সময় লেগে যায়। এভাবে নদীপথে আটকে থাকা কোনও বিকল্প হতে পারে না বলে মত ভারতীয় নৌসেনার। এই সীমাবদ্ধতা কাটাতেই হলদিয়ার দিকে ঝুঁকেছে বাহিনী। হুগলি ও হলদি নদীর মোহনায় অবস্থিত এই শহর থেকে নৌযান নামলেই কার্যত সরাসরি বঙ্গোপসাগরের নাগাল পাবে। নদীপথের দীর্ঘ যাত্রা এড়িয়ে মাত্র কয়েক মিনিটেই যুদ্ধজাহাজ পৌঁছে যাবে খোলা সমুদ্রে।

প্রতিরক্ষা সূত্রে খবর, হলদিয়ার এই ঘাঁটি পূর্ণাঙ্গ নৌ-

- হলদিয়ার ঘাঁটি পূর্ণাঙ্গ নৌ-কমান্ড নয়। এটি হবে ‘নাভাল ডিটাচমেন্ট’
- ঘাঁটিতে থাকবে ফাস্ট ইন্টারসেপ্টর ক্রাফট এবং ৩০০ টনের নিউ ওয়াটার জেট ফাস্ট অ্যাটাক ক্রাফট
- নৌবাহিনীর প্রধান কাজ হবে চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ রোধ করা

কমান্ড নয়। বরং এটি হবে একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর ‘নাভাল ডিটাচমেন্ট’, যেখানে মোতায়েন থাকবে দ্রুতগতির, হালকা অথচ মারাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন নৌযান। এখানেই থাকবে ফাস্ট ইন্টারসেপ্টর ক্রাফ্ট এবং ৩০০ টনের নিউ ওয়াটার জেট ফাস্ট অ্যাটাক ক্রাফ্ট, যেগুলি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৪৫ নট গতিতে ছুটতে পারে। উপকূলের অগভীর অথচ ব্যস্ত জলপথ আর সীমান্তঘেঁষা এলাকায় এই ধরনের নৌযানই সবচেয়ে কার্যকর হবে বলে মত প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের।

নৌযানগুলির অস্ত্রসজ্জাও হবে আধুনিক। সিআরএন ৯১ গানের পাশাপাশি এগুলিতে যুক্ত হতে পারে নাগাস্ত্রের মতো আত্মঘাতী ড্রোন, যা নজরদারি ও নির্ভুল আঘাত দুটো কাজই একসঙ্গে করতে সক্ষম। হলদিয়ার ডক কমপ্লেক্সের বিদ্যমান পরিকাঠামো ব্যবহার করেই এই নৌঘাঁটি দ্রুত গড়ে তোলা হবে। প্রায় একশো জন আধিকারিক ও নাবিক নিয়ে চলবে এই ঘাঁটির কাজকর্ম। গত বছর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল ১২০টি ফাস্ট ইন্টারসেপ্টর ক্রাফ্ট এবং ৩১টি নিউ ওয়াটার জেট ফাস্ট অ্যাটাক ক্রাফ্ট কেনার অনুমোদন দিয়েছে। হলদিয়া হবে নতুন ক্রাফ্টের অন্যতম ঘাঁটি।

বিশেষজ্ঞদের বড় অংশের মতে, হলদিয়াকে বেছে নেওয়ার নেপথ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘ জলসীমানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এখানে মোতায়েন নৌবাহিনীর প্রধান কাজ হবে বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন জলপথে চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ রোধ করা। একই সঙ্গে চিনা নৌবাহিনীর প্রতিটি গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা।

চিন যেভাবে বাংলাদেশের পরিকাঠামো ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়িয়ে এই অঞ্চলে নিজের প্রভাব বিস্তার করছে, তা ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তার পক্ষে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হলদিয়ার এই নয়া ঘাঁটি শুধু বেজিংকে কড়া বার্তা দেওয়াই নয়, বরং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে পরিবর্তিত সমীকরণে ভারতের সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষা এবং নিজের অবস্থানকে আরও সুসংহত করার চেষ্টার অঙ্গ। নৌবাহিনীর এই সক্রিয়তাই বলে দিচ্ছে, ঘরের কাছে কারও দাদাগিরি আর বরদাস্ত করবে না ভারত।

মামদানির চিঠিতে অসন্তুষ্ট কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে বসার পরই জোহরান মামদানি জেলবন্দি প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদের সমর্থনে যে খোলা চিঠি লিখেছিলেন, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতের বিচারব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্য করার আগে বিদেশি জনপ্রতিনিধিদের সংযত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ভারতের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, ‘আমরা আশা করি, জনপ্রতিনিধিরা অন্য গণতান্ত্রিক দেশের বিচারবিভাগের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন। সরকারি পদে থেকে পক্ষপাতিত্ব করা শোভা পায় না। এই ধরনের মন্তব্য না করে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনেই মনোনিবেশ করা ভালো।’

সাউথ ব্লকের মতে, উমর খালিদ ইউএপিএ-র মতো গুরুতর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে বিচারাধীন। এই অবস্থায় বিদেশের একজন উচ্চপদস্থ জনপ্রতিনিধির এমন মন্তব্য ভারতের সার্বভৌম আইনি প্রক্রিয়াকে খাটো করার চেষ্টা মাত্র। জয়সওয়ালের এই কড়া বার্তা সরাসরি ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দিল যে, বিচারবিভাগীয় বিষয়ে বাইরের কোনও উপদেশ বা ব্যক্তিগত পক্ষপাত ভারত কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করবে না।

নীতীশকে ভারতরত্ন দেওয়ার আর্জি

পাটনা, ১০ জানুয়ারি : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে ভারতরত্ন দেওয়ার আর্জি তুলল জেডিইউ। দলের প্রবীণ নেতা কেসি ত্যাগী এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠিও লিখেছেন। তাতে নীতীশ কুমারকে সমাজবাদী আন্দোলনের অমূল্য রত্ন বলে আখ্যাও দিয়েছেন তিনি। চৌধুরী চরণ সিং এবং কর্পূরী ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ত্যাগী। রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদের মতে, নীতীশ কুমার শুধু বিহারেই নয়, জাতীয় জনজীবনেও সুশাসন এবং সামাজিক একতার রাজনীতিকে নয়া দিশা দেখিয়েছেন।

সহাবস্থান... *শনিবার মরিগাঁওতে।*

গ্রিনল্যান্ড নিয়ে কিছু একটা করবই : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১০ জানুয়ারি : বিশ্ব রাজনীতিতে যেন ঝড় বইছে। গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করেছে মার্কিন কমান্ডো বাহিনী। সেই রেশ কাটতে না কাটতে এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের নজর পড়েছে উত্তর আটলান্টিকের বরফে ঢাকা দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের ওপর। ডেনমার্কের এই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক হুংকার আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। ট্রাম্পের সর্বশেষ হুঁশিয়ারি, ‘সহজ উপায়ে হোক বা কঠিনভাবে, আমরা গ্রিনল্যান্ড নিয়ে কিছু একটা করবই।’

শুক্রবার হোয়াইট হাউসে বিভিন্ন তেল ও গ্যাস সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ট্রাম্পের দাবি, আর্কটিক অঞ্চলে রাশিয়া এবং চিনের ক্রমবর্ধমান সামরিক তৎপরতা রুখতে গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ছাড়া আমেরিকার কাছে আর কোনও উপায় নেই। ডেনমার্কের প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো মালিকানার দাবিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘মালিকানা রক্ষা করতে হয়, ইজারা নিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় না। আমি রাশিয়া বা চিনকে গ্রিনল্যান্ডের প্রতিবেশী হিসেবে কখনই মেনে নেব না।’

এদিকে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেন ট্রাম্পের এই ঔপনিবেশিক মানসিকতার কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ডেনমার্কের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানা হলে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কাঠামো এবং নেটোর অস্তিত্ব বিপন্ন করবে। ডেনিশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আক্রান্ত হলে তাদের সেনারা ‘আগে গুলি চালাবে, পরে কথা বলবে’।

পুতিনকে নিয়ে সুর নরম

সহজ উপায়ে হোক বা কঠিনভাবে, আমরা গ্রিনল্যান্ড নিয়ে কিছু একটা করবই

ডোনাল্ড ট্রাম্প

গ্রিনল্যান্ড নিয়ে যুদ্ধের দামামা বাজলেও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্রাম্পের সুর বেশ নমনীয়। সম্প্রতি ভেনেজুয়েলায় মাদুরোর পরিণতির কথা মাথায় রেখে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, পুতিনও হয়তো আমেরিকার পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারেন। জেলেনস্কির এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক শোরগোল ফেলেছিল।

তবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প সেই সম্ভাবনা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি না পুতিনের ক্ষেত্রে তেমন কোনও (মাদুরোর মতো) নাটুকে পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবরই চমৎকার।’

‘নোবেল পাওয়া উচিত আমারই’

ওয়াশিংটন, ১০ জানুয়ারি : বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তিনি নিজেই চিত্রনাট্যকার, আবার প্রধান অভিনেতাও। ভেনেজুয়েলায় সাফল্যের রেশ ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন লক্ষ্য ‘নোবেল শান্তি পুরস্কার’। শুক্রবার হোয়াইট হাউসে এক ঘরোয়া বৈঠকে ট্রাম্প দাবি করেছেন, এই পুরস্কারের জন্য ইতিহাসে তাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাঁর সাফ কথা, ‘আমি আটটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থামিয়েছি। তাত্ত্বিকভাবে প্রতিটি যুদ্ধ থামানোর জন্য আমার একটি করে নোবেল পাওয়া উচিত।’

নিজের দাবির পক্ষে ট্রাম্প টেনে এনেছেন গত বছর মে মাসের ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের প্রসঙ্গ। ট্রাম্পের বয়ানে, ‘ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য

ফের সরব মার্কিন প্রেসিডেন্ট

তৈরি ছিল। আকাশ থেকে আটটি যুদ্ধবিমান নামিয়ে ফেলা হয়েছিল। সেই দীর্ঘ রাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ না করলে কয়েক কোটি মানুষের প্রাণ যেত।’ ট্রাম্পের দাবি, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও তাঁকে এই প্রাণ বাঁচানোর কৃতিত্ব দিয়েছেন। যদিও নয়াদিল্লি বরাবরই জানিয়েছে, মধ্যস্থতা নয়, বরং ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের সিদ্ধান্তে যুদ্ধবিরতি করেছে।

আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে আক্রমণ করে ট্রাম্প বলেন, ‘ওবামা ক্ষমতায় এসেই কোনও কারণ ছাড়াই নোবেল পেয়েছিলেন। তিনি কিছুই করেননি।’ ওবামাকে ‘বাজে প্রেসিডেন্ট’ আখ্যা দিয়ে ট্রাম্প জানান, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও তাঁর যুদ্ধ থামানোর ‘ম্যাজিক’ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছেন। ট্রাম্পের মতে, তাঁকে পুরস্কার না দিয়ে নোবেল কমিটি ‘অস্বস্তি’-তে পড়েছে।

ভেনেজুয়েলায় পালাবদলের পর সেখানকার বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদোকে নিয়ে জল্পনা জোরালো হচ্ছে। শান্তিতে নোবেলজয়ী মাচাদো আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটন সফরে আসছেন।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, মাচাদো নিজের নোবেল পুরস্কারটি তাঁকে দিতে চান। যদিও নোবেল কমিটি সাফ জানিয়েছে, এই পুরস্কার হস্তান্তরযোগ্য নয়। ট্রাম্পের এই নোবেল-বিলাস আর ভারত-পাকিস্তান নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি এখন বিশ্বজুড়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

তারেকের সঙ্গে ভার্মার সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১০ জানুয়ারি : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মুখে বিএনপি-র নতুন চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মা। শনিবার সন্ধ্যায় বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে তারেকের সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতের হাইকমিশনার। সেখানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির, দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তবে কী বিষয় নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি বিএনপি।

শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টায় তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার। ৩০ মিনিটেরও বেশি সময় তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন পাকিস্তানের হাইকমিশনার। এদিকে তারেক রহমান বলেছেন, ‘বিএনপি সরকার গঠনে সক্ষম হলে দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করা হবে।

তাঁর মতে, মতপার্থক্য গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অংশ হলেও তা যেন কখনই জাতিকে বিভক্ত করার মতো মতবিভেদে রূপ না নেয়। আমাদের সমস্যা ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু ৫ অগাস্টের আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার কোনও যৌক্তিক কারণ নেই।’

শনিবার তারেক বলেন, ‘মতপার্থক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে আলোচনার মাধ্যমে সেইসব পার্থক্যের সমাধান খুঁজতে হবে। বিভাজনের রাজনীতি জাতিকে কোথায় নিয়ে যায়, তার অভিজ্ঞতা দেশের রয়েছে।’

ঢাকা-করাচি উড়ানে চর্চায় দিল্লির সম্মতি

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : এক দশকেরও বেশি সময় পর ফের শুরু হতে চলেছে ঢাকা-করাচি সরাসরি বিমান পরিষেবা। ২৯ জানুয়ারি থেকে দুই দেশের মধ্যে যাত্রী পরিষেবা চালু করতে চলেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। কিন্তু আকাশপথের এই কূটনীতিতে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন—ভারত কি আদৌ তার আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি বাংলাদেশের উড়ান সংস্থাকে দেবে? যদি দিল্লি ‘না’ বলে দেয়, তবে ৩

ঘণ্টার এই যাত্রা হয়ে দাঁড়াতে পারে ৮ ঘণ্টার এক ক্লান্তিকর সফর।

২০২৪ সালের অগাস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে ইসলামাবাদের সঙ্গে ঢাকার সখ্য বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। কিন্তু ঠিক উলটো চিত্র দিল্লির সঙ্গে। হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এখন তলানিতে ঠেকেছে। এই আবহে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, আকাশসীমা ব্যবহারের বিষয়টি ১৯৭৮ সালের দ্বিপাক্ষিক ‘এয়ার সার্ভিস এগ্রিমেন্ট’ অনুযায়ী খতিয়ে দেখা হবে। প্রযুক্তিগত এবং ভৌগোলিক দিক থেকে এই রুটের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে ভারত। ওই চুক্তি অনুযায়ী, ভারত চাইলে বিশেষ পরিস্থিতিতে আকাশপথ ব্যবহারের অধিকার স্থগিত করতে পারে।

ঢাকা থেকে করাচির সরাসরি দূরত্ব প্রায় ২,৩০০ কিলোমিটার। ভারতের আকাশসীমা ব্যবহার করলে সময় লাগবে মাত্র ৩ ঘণ্টা। কিন্তু ভারত যদি অনুমতি না দেয়, তবে বিমানটিকে অনেকটাই ঘুরে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে ৫,৮০০ কিলোমিটারেরও বেশি, এবং সময় লাগবে প্রায় ৮ ঘণ্টা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘুরপথে গেলে লাফিয়ে বাড়বে জ্বালানি খরচ। ঢাকা থেকে করাচি সরাসরি যেতে যেখানে টিকিটের দাম ৩৪০-৪২০ ডলারের আশেপাশে হওয়ার কথা, ঘুরপথে তা ৬৪০-৭২০ ডলারে গিয়ে ঠেকতে পারে। অর্থাৎ, সাধারণ যাত্রীদের পকেটে পড়বে বিশাল কোপ।

১৯৭১ সালের পর এই প্রথম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সরাসরি সমুদ্র বাণিজ্য শুরু হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের বিমানবাহিনী প্রধান সম্প্রতি পাকিস্তান সফর করে চিনা প্রযুক্তিতে তৈরি জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই ক্রমবর্ধমান সামরিক ও বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠতা নয়াদিল্লির কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। আপাতত বৃহস্পতিবার ও শনিবার— সপ্তাহে দুই দিন এই বিমান চালানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের সবুজ সংকেত ছাড়া এই যাত্রা কতটা মসৃণ হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

নির্বাসিত রাজপুত্রের ফেরার জল্পনা

তেহরান, ১০ জানুয়ারি : ইরানের রাজপথ এখন কার্যত রণক্ষেত্র। হিজাব বিতর্ক থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ গত পনেরো দিনে পূর্ণাঙ্গ গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। প্রতিবাদের আগুন জ্বলছে প্রায় প্রতিটি প্রদেশে। পাল্লা দিয়ে নেমেছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। একদিকে তেহরানের রাজপথে বিক্ষোভকারীদের রক্ত ঝরছে, অন্যদিকে সুদীর্ঘ ৫০ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে প্রাক্তন যুবরাজ রেজা পাহলভির প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা দেশের রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও জটিল করে তুলেছে। সব মিলিয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান এখন এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

ইরানের সরকারি দমনপীড়নের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে চিকিৎসকদের বক্তব্যেও। তেহরানের একজন প্রবীণ চিকিৎসকের দাবি, চলমান এই বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে এপর্যন্ত ২০০-র বেশি প্রতিবাদী নিহত হয়েছেন। আহতদের ভিড় বাড়ছে হাসপাতালগুলিতে। কিন্তু গ্রেপ্তারির

ভয়াবহ দমনপীড়ন ইরানের মাটিতে

আশঙ্কায় চিকিৎসা নিতে দ্বিধা করছেন অনেকেই। ওই চিকিৎসকের কথায়, ‘আমরা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি দেখছি। অধিকাংশেরই শরীরে বুলেটের ক্ষত এবং নিরাপত্তা বাহিনীর অমানবিক নির্যাতনের চিহ্ন স্পষ্ট।’ যদিও ইরান সরকার নিহতের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ।

ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, প্রকাশ্য দিনের আলোয় তরুণীরা খামেনেইয়ের ছবি জ্বালিয়ে তা থেকে সিগারেট ধরাচ্ছেন। তেহরান সহ বিভিন্ন শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে খামেনেইয়ের পোস্টার ও বিলবোর্ডে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রক্ষণশীল ইরানি সমাজে মহিলাদের এই আচরণ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি চরম অবজ্ঞা এবং ধর্মীয় শাসনের ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার সংকেত।

এদিকে, বিক্ষোভের উত্তাল আবহে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন প্রাক্তন ইরানি যুবরাজ রেজা পাহলভি। তিনি বলেন, ‘আমি কোনও ক্ষমতার মোহ থেকে নয়, বরং আমার দেশের মানুষের মুক্তির জন্য এবং একটি গণতান্ত্রিক ইরান গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ফিরতে চাই।’

আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে পাহলভি বলেন, আরও অন্তত দু’টি রাত রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে এবং শহরগুলির কেন্দ্র দখল করতে। পাশাপাশি তিনি বিদ্যুৎ ও পরিবহণ ক্ষেত্রের কর্মীদের দেশজুড়ে ধর্মঘটে নামারও ডাক দিয়েছেন। এরপরই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে শুক্রবার রাত থেকে বিভিন্ন শহরে রাস্তায় ঢল নামে বিক্ষোভকারীদের।

বিক্ষোভ দমনে ইরান সরকার ইন্টারনেট পরিষেবা প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবং ধরপাকড় অব্যাহত রেখেছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, সম্পূর্ণ ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের উদ্দেশ্য, বিক্ষোভ দমনে মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে আড়াল করা।

পঞ্চগব্যে ক্যানসারমুক্তি!

ভোপাল, ১০ জানুয়ারি : ক্যানসারের মতো মারণরোগের চিকিৎসায় গোমূত্র এবং গোবরের কার্যকারিতা নিয়ে দীর্ঘ একদশক ধরে চলা গবেষণার স্বচ্ছতা এখন প্রশ্নের মুখে। মধ্যপ্রদেশ সরকার অনুমোদিত এই প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে শুরু হয়েছে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত। প্রায় ৩.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত এই গবেষণায় ‘অপ্রাসঙ্গিক’ খাতেই খরচ বেশি হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

২০১১ সালে জবলপুরের নানাতি দেশমুখ ভেটেরিনারি সায়েন্স ইউনিভার্সিটিতে এই গবেষণা শুরু হয়। লক্ষ্য ছিল ‘পঞ্চগব্য’ (গোবর, গোমূত্র, দুধ, দই ও ঘি-এর মিশ্রণ) ব্যবহার করে ক্যানসার প্রতিরোধের উপায় বের করা। কিন্তু সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের কাছে জমা পড়া অভিযোগে জানা গিয়েছে, প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থের একটি বড় অংশ নিয়ম ভেঙে খরচ করা হয়েছে।

তদন্তকারীদের দাবি, ২০১১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে গোবর, গোমূত্র এবং আনুষঙ্গিক কাঁচামাল কেনার জন্য প্রায় ১.৯২ কোটি টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। অথচ বাজারদর অনুযায়ী এই খরচের পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল মাত্র

মধ্যপ্রদেশে সরকারের বরাদ্দে নয়ছয়ের অভিযোগ

১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, কাঁচামাল কিনতে অন্তত দশগুণ বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

এছাড়া তদন্তে আরও বেশ কিছু ‘অপ্রাসঙ্গিক’ খরচের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, গবেষণার অনুমোদিত নথিতে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৭.৫ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি গাড়ি কেনা হয়েছে। ওই গাড়ির জ্বালানি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ দেখানো হয়েছে আরও সাড়ে সাত লক্ষ টাকা।

দ্বিতীয়ত, প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে আসবাবপত্র এবং ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম কিনতে, যা মূল গবেষণার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

অতিরিক্ত জেলাশাসক রঘুবর মারাভি জানান, ‘কালেক্টরের নির্দেশে এই তদন্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পঞ্চগব্য প্রকল্পের জন্য ৮ কোটি টাকা দাবি করেছিল, যার মধ্যে ৩.৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, অনুমোদিত খাতের বাইরে গিয়ে অনেক কেনাকাটা এবং ভ্রমণ খরচ দেখানো হয়েছে।’

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রেজিস্ট্রার এসএস তোমারের দাবি, সমস্ত কেনাকাটা রীতিমতো টেন্ডার দিয়ে এবং সরকারি নিয়ম মেনেই করা হয়েছে। নিয়মমাফিক অডিটও সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমানে তদন্ত রিপোর্টটি ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। জনগণের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ গবেষণার নামে নয়ছয় হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

ঝিনুক পিঠে

দেখতে ঝিনুকের মতো। তাই নাম তার ঝিনুক পিঠে। গাঁ-গঞ্জে অনেকে আবার এটিকে খেজুরে পিঠে নামেও চেনেন।

যা যা লাগবে: চিনি পরিমাণমতো, ময়দা ২৫০ গ্রাম, চালের গুঁড়ো ১০০ গ্রাম, দুধ ২ কাপ, তেল-ডিপ ফ্রাইয়ের জন্য, মাখার জন্য জল, এলাচগুঁড়ো সামান্য, ড্রাই ফ্রুটস সামান্য, সিরার জন্য গুড় ও অল্প জল।

যেভাবে তৈরি করবেন: চিনি, ময়দা ও চালের গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ভালোভাবে দুধ ফুটিয়ে তাতে প্রথমে নারকেল গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। ফুটিয়ে চালের গুঁড়োর মিশ্রণ দিয়ে রুটির মতো ডো বানিয়ে নিতে হবে। এরপর ছোট ছোট লেচি কেটে সেখান থেকে ছোট করে কেটে ডিমের মতো করে বল তৈরি করুন।

এবার এই বলকে একটি চিরুনির উপর রেখে আর একটি চিরুনি দিয়ে চেপে ঝিনুকের আকৃতিতে মুড়িয়ে নিন।

এরপর ওইগুলি ডুবো তেলে ভেজে নিন, যতক্ষণ না সোনালি রং ধারণ করছে। এরপর জল ও এলাচগুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে একটা সিরা তৈরি করে নিন। তবে বেশি ঘন করবেন না। এরপর পিঠেগুলো গরম ওই সিরায় ছেড়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে মিষ্টি ও কুড়মুড়ে ঝিনুক পিঠে। ঠান্ডা করে উপরে ড্রাই ফ্রুটস সাজিয়ে দিন।

মালাই ক্ষীর

যা যা লাগবে: পোলাও তৈরির চাল এককাপ, দুধ দুই লিটার, কনডেন্সড মিল্ক ১টি, খোয়া ক্ষীর ৫০ গ্রাম, ক্রিম আধকাপ, গুড় বা চিনি এককাপ, এলাচগুঁড়ো এক চামচ, জাফরান এক চামচ, আমন্ড বাদাম কুচি ৯ গ্রাম, পেস্তা-কাজু বাদাম কুচি ১০ গ্রাম।

যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে চাল ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এবার মিক্সিতে ভেজানো চাল দিয়ে আধভাঙা করে নিন। একটি পাত্রে দুই লিটার দুধ দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। যতক্ষণ না দুধ ফুটে অর্ধেক হয়ে আসে, ততক্ষণ ফোটাতে থাকুন। অবশ্যই নাড়তে থাকুন। খেয়াল রাখবেন যেন পাত্রের নীচে না লাগে। দুধ ফুটে অর্ধেক হলে চাল দিয়ে ফোটাতে থাকুন। ফোটানো চালের মধ্যে কনডেন্সড মিল্ক, খোয়া ক্ষীর দিন। ১০ মিনিট রাখুন। অনবরত নাড়তে থাকুন। এবার দুধের মধ্যে ক্রিম, গুড় বা চিনি, এলাচগুঁড়ো, জাফরান, আমন্ড বাদাম, কাজু বাদাম দিন। ভালোভাবে ৫ মিনিট ধরে মেশান।

গাজরের পাটিসাপটা

যা যা লাগবে: গাজর গ্রেট করা ১ কাপ, নারকোল কোরা ১/২ কাপ, খোয়া ২০০ গ্রাম, ১/২ কাপ চিনি, কাজুবাদাম-কিশমিশ, ময়দা ৫০০ গ্রাম, দুধ ১/২ কেজি, বাদাম তেল পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন: কড়ায় ১ চামচ বাদাম তেল দিয়ে হালকা আঁচে গাজর কোরা, নারকোল কোরা, চিনি ও খোয়া দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এর মধ্যে কাজুবাদাম ও কিশমিশ দিয়ে আরও একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করুন। কড়া থেকে পুর ছেড়ে এলে নামিয়ে নিন। ময়দাতে ১ চামচ তেল ময়ান দিয়ে খানিকটা দুধ ঢেলে গোলা তৈরি করুন, যেন না খুব ঘন, না খুব পাতলা হয়। নন-স্টিক তাওয়ায় অল্প তেল ছড়িয়ে ১ হাতা গোলা দিয়ে তাওয়া ঘুরিয়ে গোলাকার করে দিন। এর একধারে খানিকটা পুর ছড়িয়ে মুড়ে নিন। উলটেপালটে ভেজে নিলেই পাটিসাপটা তৈরি।

মকর সংক্রান্তি কবে? ১৪ নাকি ১৫ জানুয়ারি!

দেবতাদের ঘুম ভাঙে যে দিনে

পিঠের মাস। পিঠের দিন। পৌষ মাসের শেষ দিন। পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি দেশব্যাপী উৎসবের দিন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর অবদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পৌষের শেষ দিনে পালিত হয় মকর সংক্রান্তি। সূর্যের মকর রাশিতে প্রবেশের দিনই পালিত হয় এই উৎসব। দিনটি শস্যপ্রধান দেশের ক্ষেত্রে শীতের শেষ ও ফসল কাটার উৎসব হিসেবেও পরিচিত।

মকর সংক্রান্তি। হিন্দুদের কাছে এটি একমাত্র উৎসব, যা সৌর ক্যালেন্ডার মেনে পালন করা হয়। যদি ভূগোলের বিষয়টি লক্ষ্য করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, মকর সংক্রান্তির দিন সূর্য দক্ষিণ থেকে উত্তর গোলার্ধে যাত্রা শুরু করে। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করাকেই বলা হয় 'সংক্রান্তি'। শাস্ত্রীয় মতে, উত্তর গোলার্ধে দেবতাদের বাস। দীর্ঘ রাত্রি যাপনের পর দেবতাদের ঘুমভাঙার সময়। পৌষ সংক্রান্তিতে বৈদিক ক্রিয়া কর্মের মধ্য দিয়ে দেবতাদের ঘুম ভাঙানোর আয়োজন করা হয়।

সনাতন ধর্মে মনে করা হয়, এই দিনে ভগবান সূর্য দক্ষিণায়ণ থেকে উত্তরায়ণে যান। তাই দিনটি বিশেষভাবে তাৎপর্য পূর্ণ। সূর্যের উপাসনা এবং গঙ্গা স্নান করা বিশেষভাবে পুণ্যের বলেও মনে করা হয়।

জ্যোতিষ অনুসারে, সূর্যের যে কোনও রাশিতে প্রবেশকে সংক্রান্তি বলা হয়। ২০২৬ সালে মকর সংক্রান্তি পালিত হবে ১৪ জানুয়ারি। এই বিশেষ দিনে সূর্য বিকেল ৩টে ১৩ মিনিটে মকর রাশিতে প্রবেশের মাহেন্দ্রক্ষণ। মনে করা হয়, মকর সংক্রান্তির শুভ সময়ে স্নান, দান এবং ধ্যান করার সবচেয়ে মোক্ষম সময়।

ডুব দেওয়ার পুণ্যক্ষণ

জ্যোতিষ মতে, মকর সংক্রান্তির শুভ সময় শুরু ১৪ জানুয়ারি বিকেল ৩টে ১৩ মিনিটে। এই মহাপুণ্য সময় বিকেল ৩টে ১৩ মিনিটে শুরু হয়ে ৪টে ৫৮ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এই দিনে গঙ্গা স্নানের পুণ্য সময় সকাল ৯টা ৩ মিনিট থেকে ১০টা ৪৮ মিনিট পর্যন্ত।

সূর্যায় নমঃ

মকর সংক্রান্তি মানেই পুণ্য তিথি। এই দিনে সূর্যোদয়ের আগে গঙ্গা বা কোনও পবিত্র নদীতে স্নান করার রীতি রয়েছে। কাছে গঙ্গা নেই? তাহলে স্নানের জলে গঙ্গাজল যোগ করুন। সূর্যদেবের উপাসনা করুন। তাঁর উদ্দেশে জল দান করুন। নৈবেদ্যের জলে সিঁদুর, চাল এবং লাল ফুল দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। সংক্রান্তিতে তিল, গুড়, চাল, কাপড়, কম্বল দান করতে পারেন। তিল বা গুড়ের লাড্ডু থেকে খিচুড়ি প্রভৃতি ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করতে পারেন। সেইসঙ্গে, 'ওঁ ঘৃণী সূর্যায় নমঃ' মন্ত্রটি জপ করতে পারেন। সেইসঙ্গে, সূর্য উপাসনা সম্পর্কিত গীতা, শাস্ত্র প্রভৃতিও পাঠ করতে পারেন।

মহাকাব্যে মকর সংক্রান্তি

পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি। এর শিকড় অনেক গভীরে। সেই আদ্যিকালের মহাভারতেও এই উৎসবের মহাকাব্যিক উল্লেখ রয়েছে।

পৌষ সংক্রান্তি মূলত নতুন ফসল ঘরে তোলার উৎসব।

পঞ্জিকায় 'উত্তরায়ণ সংক্রান্তি' নামেও দিনটির পরিচিতি রয়েছে।

সূর্যদেব, ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করেন এই সংক্রান্তির দিনে।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় দিক দিয়ে দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাঙালি সংস্কৃতিতেও দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পিঠে উৎসবের এই মোক্ষম দিনে নানান ধরনের পিঠে, পায়েস প্রভৃতি খাওয়ার চল রয়েছে।

পোঙ্গল, লোহরি, খিচড়ি

ভারত বৈচিত্র্যময়। এ দেশের নানা স্থানে নানা রীতি। সংক্রান্তি উৎসবেরও বিভিন্ন নাম। তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল, পাঞ্জাবে লোহরি, গুজরাতে উত্তরায়ণ, উত্তর ভারতে খিচড়ি বা মকর সংক্রান্তি ইত্যাদি।

পতিতপাবনী গঙ্গে

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা নদী সহ পবিত্র নদী, সরোবর, হ্রদ, তীর্থস্থান প্রভৃতিতে স্নানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই পুণ্য দিনে পশমের পোশাক, শাল, কম্বল, জুতো, ধর্মীয় গ্রন্থ, পঞ্জিকা প্রভৃতি দান করা বিশেষভাবে পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হয়।

প্রথাগত বিশ্বাস, এই দিনে ভগবান সূর্য তাঁর পুত্র শনিকে তাঁর ঘরে মকর রাশিতে দর্শন করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মকর সংক্রান্তি উৎসব ফসল কাটার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

পুরাণ অনুযায়ী, এই দিনে নাকি ভগবান বিষ্ণু অসুরদের বধ করে পৃথিবীতে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বাস রয়েছে, এই দিনে দেবী গঙ্গা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। ভগীরথ মা গঙ্গাকে দেখিয়েছিলেন পথ। পতিত পাবনী হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন মা গঙ্গা।

আপেলের মালপোয়া

যা যা লাগবে: ১ কাপ খোয়া ক্ষীর, ১ কাপ গ্রেট করা আপেল, ২ কাপ ময়দা, ১/৪ চা চামচ বেকিং সোডা, ২ চা চামচ মৌরি, ১/৪ চা চামচ ছোট এলাচগুঁড়ো, নুন আন্দাজমতো, ৩ কাপ দুধ, ভাজার জন্য তেল।

যেভাবে তৈরি করবেন: একটা বড় বাটিতে খোয়া আর ময়দার সঙ্গে কোরানো আপেল, মৌরি, নুন, এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে নিন। তারপর অল্প দুধ মিশিয়ে মসৃণ ব্যাটার তৈরি করুন।

কড়ায় তেল গরম করে একহাতা গোলা নিয়ে তেলে দিন। মিনিটখানেক ভাজার পর ধারের দিকটা শক্ত হয়ে আসবে। এবার এক চামচ তেল মাঝের রান্না না হওয়া অংশের উপর ছড়িয়ে দিন। সবশেষে, উলটে দিয়ে অন্য পিঠটাও সোনালি করে ভেজে তুলে নিন।

নেলপলিশ
নখের ক্ষতি করছে?

রূপসজ্জার অঙ্গ নখরঞ্জনীও। নখ কেটে, সুন্দর করে নেলপলিশ পরে থাকলে হাতের সৌন্দর্যই পাল্টে যায়। তাছাড়া পোশাকের সঙ্গে রং মিলিয়ে নেলপলিশ পরার শখ কম-বেশি অনেকেরই থাকে। কিন্তু কখনও খেয়াল করেছেন কি, লম্বা সময় ধরে নেলপলিশ পরে থাকলে কী হয়?

ত্বকের রোগের চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, দীর্ঘ সময় ধরে নেলপলিশ পরে থাকা, একটি তুলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য নেলপলিশ পরার মতো অভ্যাস নখের পক্ষে ক্ষতিকর।

সবচেয়ে বেশি দেখা যায় নখ হলদেটে হয়ে যেতে বা ছোপ ধরতে। শুধু তা-ই নয়, নেলপলিশের মধ্যে থাকা রাসায়নিকের প্রভাবে কিউটিকলের (নখের আস্তরণ) যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কারও কারও নখ ভঙ্গুর, পাতলাও হয়ে যায়।

যে উপকরণে ক্ষতি হয়?

দ্রুত শুকিয়ে যাবে, বেশি দিন নখে টিকে থাকবে— এমন নেলপলিশেরই সন্ধান করেন সকলে। এ কাজেই ব্যবহৃত অ্যাসিটোন, ইথাইল অ্যাসিটেট, আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল, ফরম্যালডিহাইডের মতো রাসায়নিক। এই ধরনের উপাদানগুলি নখের পক্ষে ক্ষতিকর। এর ফলে নখের চারপাশে বা ত্বকে চুলকানির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ইদানীং মেনিকিওরের সময় ব্যবহৃত ইউভি বা এলইডি ল্যাম্প নখের আরও ক্ষতি করে।

যেভাবে নখের ক্ষতি আটকাবেন?

- পালা-পার্বণ বা অনুষ্ঠানে নেলপলিশ পরুন। সব সময়ে নয়।
- লম্বা সময় নেলপলিশ পরে থাকার চেয়ে কিছুদিন পরা বন্ধ রাখা ভালো।
- নেলপলিশের উপকরণে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

নেলপলিশ পরার আগে বেস কোট এবং টপ কোট ব্যবহার করুন। এতে নেলপলিশ দীর্ঘদিন নখে থাকলেও, ততটা ক্ষতি হবে না।

- জেল নেলপলিশ নিয়মিত ব্যবহার না করাই ভালো।
- নেলপলিশ তোলার পর নখ পরিষ্কারের পাশাপাশি কিউটিকল অয়েল বা কাঠবাদামের তেল বা কিংবা অলিভ অয়েল দিয়ে নখ মালিশ করুন। এতে নখে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়।
- নিয়ম করে নখ কাটা এবং পরিচ্ছন্ন রাখাও জরুরি। না হলে তা থেকে পেটের অসুখ হতে পারে।

কখন চিকিৎসকের সাহায্য দরকার?

- নেলপলিশ ব্যবহারের পরে অ্যালার্জি হলে। নখে সংক্রমণ দেখা দিলে। নখ তার স্বাভাবিকত্ব হারালে।

শীতবেলা
কোন সময়ে রোদ পোহালে উপকার পাবেন

ভরা শীত। সূর্যের তাপ অনেকটাই কম। এ সময়ে অনেককে ভিটামিন ডি-এর জন্য রোদ পোহাতে দেখা যায়। দিনের কোন সময়ে সূর্যের আলো গায়ে মাখবেন এবং রোদ পোহালে কী কী উপকার পাওয়া যায়, তা জেনে নিন।

ভিটামিন ডি শুধু হাড়ের জন্য নয়, বরং বার্ধক্য ধীর করতেও সাহায্য করতে পারে। নতুন এক গবেষণায় এমনটাই দাবি করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। এ বিষয়ে চিকিৎসকরা জানান, শীতকালে সূর্যের আলোয় রোদ পোহালে শরীরের শিথিলতা দূর হয়। এর থেকে কাজের জন্য শক্তি পাওয়া যায়।

কারণ ভিটামিন ডি গ্রহণের জন্য এটি সবচেয়ে ভালো মাধ্যম।

রোদে বসতে না জানার কারণে মানুষ যত ঘণ্টা বসে থাকুক না কেন, তাদের শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দূর হয় না। সেজন্য সঠিক উপায় জানা খুবই জরুরি। পাশাপাশি, আপনি শীত বা গ্রীষ্ম, যখনই রোদে বসুন না কেন, একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে আপনার চোখ ও মুখকে রোদ থেকে রক্ষা করতে হবে।

কারণ বেশিক্ষণ রোদে বসে থাকলে চোখের সমস্যা হতে পারে এবং গায়ের রংও খারাপ হতে পারে।

শীতে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সূর্যে বসার সঠিক সময়। কারণ এই সময় সূর্যের নীল রশ্মি থাকে, যা সরাসরি আপনার শরীরে প্রভাব ফেলে এবং ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার এটাই সঠিক সময়।

যদিও আপনি কত ঘণ্টা রোদে বসে থাকবেন তা নির্দিষ্ট নয়।

অনেকেই সোয়েটার, জ্যাকেট এমনকি মাথা পুরোপুরি ঢেকে রাখেন।

এটি আপনাকে কেবল সূর্যের তাপমাত্রা থেকে স্বস্তি দেবে। তবে ভিটামিন ডি-এর অভাব মেটাতে এই পদ্ধতি সঠিক নয়।

আপনি যদি সূর্যের রশ্মি আপনার শরীরে শক্তি জোগাতে চান, ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দূর করতে এবং আপনার হাড়কে মজবুত করতে চান, তবে এর জন্য আপনাকে ছোট পোশাক পরে রোদে বসতে হবে। ছোট জামাকাপড় পরে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা রোদে বসে থাকলে অবশ্যই সুস্থ থাকবেন এবং হাড় মজবুত থাকবে।

শরীর থেকে ভিটামিন-ডি-এর অভাব দূর করতে সূর্যালোক গ্রহণের পাশাপাশি শীতকালে প্রতিদিন ফলমূল, সবুজ শাক-সবজি, পনির ও দুধ খান, তাহলে ভিটামিন-ডি পেতেও সাহায্য করবে।

এ ছাড়া যারা নন-ভেজ খান তারা মাছ খেতে পারেন। কারণ এটি তাদের শরীর থেকে ভিটামিন ডি-এর অভাবও দূর করবে।

ভিটামিন ডি শুধু হাড়ের জন্য নয়, বরং বার্ধক্য ধীর করতেও সাহায্য করতে পারে। নতুন এক গবেষণায় এমনটাই দাবি মার্কিন বিজ্ঞানীদের।

ক্ষীরের পাটিসাপটা

মকর সংক্রান্তি সহ খুব সহজে ছুটির দিনেও তৈরি করতে পারেন আপনার সাধের ও স্বাদের পাটিসাপটা।

যা যা লাগবে: পোলাও তৈরির চালের গুঁড়ো ৫০০ গ্রাম, আটা ১ কাপ, দুধ দেড় কেজি, খেজুরের গুড় দেড়কাপ ও তেল অল্প, এলাচ গুঁড়ো ও লবণ সামান্য।

যেভাবে তৈরি করবেন: ক্ষীর-দুধ জ্বাল দিয়ে কিছুটা কমে এলে এককাপ গুড় দিয়ে আবার জ্বাল দিতে হবে।

মাঝে মাঝে নাড়তে হবে। দুধ কমে এলে ১ চা-চামচ চালের গুঁড়াতে অল্প দুধ মিশিয়ে বাকি দুধে ঢেলে নাড়তে হবে। কিছুক্ষণ পর এলাচ গুঁড়ো দিয়ে ক্ষীর নামিয়ে নিতে হবে।

চালের গুঁড়ো, আটা, গুড়, লবণ এবং জল মিলিয়ে মসৃণ গোলা তৈরি করতে হবে। জল এমন আন্দাজে দিতে হবে যেন বেশি পাতলা বা ঘন না হয়। এবার তাওয়ায় সামান্য তেল দিয়ে বড় গোল ডালের চামচে এক চামচ গোলা তাওয়ায় দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। ওপরটা শুকিয়ে এলে একপাশে এক টেবিল চামচ ক্ষীর রেখে পিঠা মুড়ে চেপে করে নিতে হবে।

পুলিশের পদক্ষেপে ক্ষোভ নাট্যকর্মীদের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : শিলিগুড়িতে নাট্যচর্চার ইতিহাস শতবর্ষ পুরোনো। অথচ পুলিশের ভরসা সেই কলকাতাই। দুর্ঘটনা রুখতে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে ‘পথনাটক’-কে অস্ত্র করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। চলতি মাস থেকেই শহরের বিভিন্ন দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পথনাটিকার মাধ্যমে প্রচার অভিযান চলবে। এই প্রচারের দায়িত্বে রয়েছে কলকাতার একটি নাট্যগোষ্ঠী। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন নাট্যকর্মীরা। তবে এই শহরেই এতগুলো নাট্যগোষ্ঠী থাকার পরেও সচেতনতামূলক প্রচারে কেন বাইরের নাট্যদল আনা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নাট্যকর্মীদের একাংশ।

শহরের নাট্যচর্চার ইতিহাস বহু পুরোনো হলেও বেশিরভাগ অনুষ্ঠানে দেখা যায় কলকাতার শিল্পীদের গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষকে হেলমেট পরতে সচেতন করার জন্যও যদি কলকাতা থেকে নাট্যগোষ্ঠীকে ডাকতে হয় তাহলে শহরের নাট্যকর্মীদের গুরুত্ব কোথায়? এই প্রশ্ন শহরের নাট্যগোষ্ঠীগুলির। রাজ্যের পরিচিত নাট্যমুখ শিলিগুড়ির বিশিষ্ট নাট্যকার ও পরিচালক ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলালের প্রতিক্রিয়া, ‘এই খবরটা শোনার পর বিস্মিত ও অপমানিত দুটোই বোধ করেছি। পুলিশের তরফে এমন একটা বিষয়ের উপর সচেতনতামূলক পথনাটিকা করা হবে যার জন্য খুব বেশি মেধার প্রয়োজন নেই। স্কুল স্তরের পড়ুয়াদের পথনাটিকার মাধ্যমেও এই সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া যেত। বাইরে থেকে নাট্যগোষ্ঠী আনা হলে সেক্ষেত্রে বাড়তি খরচও অনেকটা হয়।’ তাঁর সংযোজন, ‘স্থানীয় নাট্যগোষ্ঠীর মাধ্যমে এ ধরনের সচেতনতামূলক বার্তা দিয়ে পথনাটিকা হলে তার প্রভাব অনেকটা বেশি হয়। বাইরের নাট্যদল পথনাটিকা করলে মানুষ নাটক হিসাবেই তা দেখবেন, সমাজে প্রভাব কতটা পড়বে তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে।’

- দুর্ঘটনা নিয়ে সচেতন করতে পথনাটকের মাধ্যমে প্রচার চালাবে ট্রাফিক পুলিশ
- এই প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কলকাতার ‘কথা কও’ নামে একটি নাট্যগোষ্ঠীকে
- পুলিশের এই পদক্ষেপে বিস্মিত ও অপমানিত এই শহরের নাট্যকর্মীদের একটা অংশ

স্থানীয় নাট্যগোষ্ঠীর মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা দিয়ে পথনাটিকা হলে প্রভাব বেশি হয়। বাইরের নাট্যদল পথনাটিকা করলে প্রভাব কতটা পড়বে তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে।

ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল

সদ্য শহরে শেষ হয়েছে নাট্যমেলা। অন্য বছরের তুলনায় চলতি বছর দর্শকদের কাছ থেকে অনেক বেশি সাড়া পাওয়া গিয়েছে বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে। এই মেলার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ‘ওপেন সিক্রেট’ নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য পল্লব বসু। তাঁর বক্তব্য, ‘শহরে নাট্যমেলা নিয়ে পুলিশের কাছে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এখানে যে সক্রিয়ভাবে নাট্যচর্চা হয় তা পুলিশের অজানা নয়। তারপরেও এই সচেতনতামূলক প্রচারের জন্য বাইরে থেকে কেন নাট্যগোষ্ঠী ডাকা হল বুঝতে পারছি না। পুলিশ যদি মনে করে আমাদের দিয়ে এই সচেতনতামূলক পথনাটিকার কাজ হবে তাহলে এখনও আমরা সাহায্য করতে রাজি।’

এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের সাফাই, ‘কও কথা নামে কলকাতার যে নাট্যগোষ্ঠীকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে নাটক পরিবেশন করে। শিলিগুড়ির কোনও নাট্যদল এই সচেতনতামূলক পথনাটিকা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমরা তাদের দিয়েও পথনাটিকা করাব।’ পুলিশের এই বক্তব্যে নাট্যগোষ্ঠীগুলির বক্তব্য, আমাদের গিয়ে কেন বলতে হবে? পুলিশই তো নাট্যগোষ্ঠীগুলির কাছে এই আবেদন করতে পারে।

রবীন্দ্রমঞ্চের সামনে অবৈধ পার্কিং। শনিবার। –সংবাদচিত্র

বাঘা যতীন পার্কে পার্কিং নিয়ে ক্ষোভ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : বাম আমল হোক বা বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনাধীন বোর্ডের আমল, বাঘা যতীন পার্ক নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। শনিবার বাঘা যতীন পার্কের মাঠে বেশ কিছু মোটরবাইক, সাইকেল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সিপিএমের অভিযোগ, বাঘা যতীন পার্কে কোনওভাবেই খুঁটি পুঁতে কোনও মঞ্চ তৈরি বা কোনও গাড়ির প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলেই প্রথম থেকে সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু তৃণমূলের পুর বোর্ড সবকিছুই ভুলে গিয়েছে। শহরে নতুন কিছু তৈরি করা দূরে থাক, পুরোনো ঐতিহ্যও নষ্ট করছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, ‘বাঘা যতীন পার্ক আমরা যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করতে চাই। এদিন যদি সেখানে মোটরবাইক, সাইকেল ঢুকে থাকে তাহলে সেটা কোনওভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়। আমরা খোঁজ নিচ্ছি। আগামীতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেদিকে নজর রাখা হবে।’

গৌতম দেব উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন বাঘা যতীন পার্ককে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। পার্কের চারপাশে লোহার রেলিং দেওয়া এবং মাঠে দামি ঘাস বসানো হয়েছিল। তৎকালীন বাম পুর বোর্ড আয়োজিত ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে মাঠে মঞ্চ বাঁধা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের জন্য মাঠ খুঁড়ে প্রচুর বাঁশ পোঁতা হয়েছিল। তার পর থেকে মাঠে যে অনুষ্ঠানই হোক না কেন দেদারে বাঁশ পোঁতা হয়। কিন্তু এতদিন মাঠে গাড়ি প্রবেশ করেনি।

বাঘা যতীন পার্ক আমরা যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করতে চাই। সেখানে মোটরবাইক, সাইকেল ঢুকলে কোনওভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়। আর যাতে এমন ঘটনা না ঘটে নজর রাখা হবে।

রঞ্জন সরকার
ডেপুটি মেয়র

শনিবার একটি বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিকেলে প্রচুর মোটরবাইক, স্কুটার, সাইকেল মাঠে পার্কিং করে রাখতে দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম। দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের বক্তব্য, ‘বাঘা যতীন পার্ক শহরের আবেগ। এই পার্কটির সংরক্ষণ করা ভীষণ প্রয়োজন। আমাদের আমলে এই পার্কে শহিদ স্মারক তৈরি হয়েছিল। এই মাঠে কোনও গাড়ি ঢুকবে না, গর্ত খোঁড়া হবে না এই সিদ্ধান্তও তৎকালীন পুর বোর্ডের ছিল। কিন্তু এখন আর কিছুই মানা হচ্ছে না। শনিবারের ঘটনা ফের সেটাই প্রমাণ করেছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক।’

দুর্ঘটনার পর কিশোরের বাড়ির সামনে প্রতিবেশীদের জটলা। শনিবার।

খেলোয়াড় হতে চেয়েছিল কিশোর উদিত

মৃত্যু নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : কিশোরের মৃত্যু নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মধ্যে। শনিবার দুর্ঘটনার পরই শাসকদলের স্থানীয় কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক সরাসরি নিশানা করেছেন রেলকে। তাঁর অভিযোগ, ‘ওই ডিজেল শেডে সারাবছর ধরে কাজ চলে। ফলে, দিনরাত ঠোকরের রাস্তা দিয়ে বড় বড় গাড়ি চলাচল করছে। রেলের উচিত, রাত্রিবেলায় গাড়িগুলো চালানো।’ কাউন্সিলারের এমন মন্তব্য জানাজানি হতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দার্জিলিং জেলা কমিটি।

কমিটির সভাপতি অমিতকুমার গুপ্তের পালটা অভিযোগ, ‘কাউন্সিলার রেলকে দুষছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, পাথরবোঝাই ডাম্পার নিয়ে ডিজেল শেডে ঢোকার আগে পুলিশ বা প্রশাসন কেন আটকাচ্ছে না? পুলিশের চোখে কি কালো কাপড় বাঁধা?’

ঠোকর সহ মাটিগাড়ার বিভিন্ন এলাকার একাধিক রাস্তার বেহাল অবস্থা। প্রায়দিনই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে দাবি স্থানীয়দের। সংস্কার নিয়ে প্রশাসনের গা ঢিলেমি কেন, সেই প্রশ্নও তুললেন অমিত। তাঁর দাবি, ‘উদিত ঝা-র মৃত্যুর পেছনে ভাঙা রাস্তাঘাটও সমানভাবে দায়ী।’

শিলিগুড়ি হাসপাতালে প্রতিবেশীদের ভিড়। শনিবার।

শেডে একটি কাজের জন্য গত শুক্রবার থেকে দিনভর ডাম্পার যাতায়াত করলেও সে খবর নাকি জানাই ছিল না বলে প্রথমে দাবি করেন এক পুলিশ আধিকারিক। তিনি এও স্বীকার করে নেন, মাটিগাড়ার অলিগলি দিয়ে অবাধে ডাম্পার চলছে দীর্ঘদিন ধরে। যদিও পরবর্তীতে শিলিগুড়ির ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, ‘দুপুর বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত ভারী গাড়ি শহরের ভেতরে ঢোকার অনুমতি রয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে ডাম্পারটি ঢুকেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, সব রাস্তায় প্রবেশের অনুমতি নেই। নির্দিষ্টভাবে এই রাস্তায় ঢোকার কথা কিনা, সেটা তদন্তসাপেক্ষ বিষয়।’ এ প্রসঙ্গে রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কেকে শর্মার সঙ্গে সন্ধ্যায় ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি পুরো বিষয়টি জেনে তারপর বলছি।’ পরে রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ ফের ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি।

যখন মৃত্যুর কারণ নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে, তখন দুর্ঘটনাস্থল থেকে চারশো মিটার দূরের দু’তলা বাড়ি যেন ঘিরে ধরেছে এক অদ্ভুত অন্ধকার। কান্নার রোল ভেসে আসছে ভেতর থেকে। বেলা তিনটে নাগাদ বাড়ির সামনে প্রতিবেশীদের ভিড়। সকলেরই চোখে জল। প্রতিবেশী মাধবী রায়ের কথায়, ‘ও তখন ছোট, সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিল মা। দাদু-দিদার নয়নের মণি ছিল উদিত।’

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল উদিতের। ফুটবল, ক্রিকেট চুটিয়ে খেলত। বড় হয়ে খেলোয়াড় হতে চেয়েছিল। ভাইয়ের কথা বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উদিতের খুড়তুতো দিদি জুলি ঝা। তাঁর কথায়, ‘ভাই ঘুরতে খুব ভালোবাসত। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত মাঝেমধ্যে। খেলোয়াড় হওয়ার ইচ্ছে ছিল। আমরাও উদিতকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম।’ উদিতের বাবা দিলীপ পেশায় পূজারি। দাদা দশম শ্রেণিতে পড়ে।

বাড়ির একটি ঘরে দেওয়ালে টাঙানো কিশোরের ছবি। মৃদু হাসছে। সেই ঘরের মেঝেতে বসে কাদতে কাদতে মাথা চাপড়াচ্ছিলেন ষাটোর্ধ্ব হেমকান্ত ঝা। প্রশ্ন শুনে মুখ তুলে কাপা কাপা গলায় বললেন, ‘নাতিকে বলেছিলাম, দুপুরে ভাত খেয়ে বের হতে। বলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। শুধুমাত্র বিস্কুট-জল খেয়ে চলে গেল। আর তো কখনোই ভাত খাওয়াতে পারব না।’

কাঞ্জিলাল কাণ্ডে চাপে কলেজ

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : দুই মাসের মধ্যে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক অমিতাভ কাঞ্জিলালের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত প্রক্রিয়া শেষের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি শম্পা সরকার। পদন্নোতি, মাইনে বৃদ্ধি আটকে রাখার অভিযোগে অমিতাভ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চে রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। গত বৃহস্পতিবার তারই শুনানিতে সময়সীমা বেঁধে দিল আদালত।

২০২০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তিনটি ফোন কলের রেকর্ড সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছিল। পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার নামে এক ছাত্রীর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা চাওয়ার অভিযোগে দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে শিলিগুড়ি কলেজের বিভাগীয় তদন্ত কমিটি অমিতাভ কাঞ্জিলালকে সাসপেন্ড করে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশে দায়ের করা মামলা এখনও চলছে।

বৃহস্পতিবার শুনানি চলাকালীন আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, অমিতাভকে পরে চাকরিতে ফিরিয়ে নেওয়া হলেও তাঁর নানারকম সুযোগসুবিধা আটকে রাখা হয়েছিল তদন্ত প্রক্রিয়ার স্বার্থে। ২০২২ সালে কোর্ট আদেশ দেয়, তিন সপ্তাহের মধ্যে বিভাগীয় তদন্ত শেষ করতে হবে। সেটা না হওয়ায় অধ্যাপককে দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে হচ্ছে। এবার তদন্ত কমিটিকে গোটা প্রক্রিয়া নিষ্পত্তির জন্য দুই মাসের সময় বেঁধে দেওয়া হল। তেমনটা না হলে কলেজ যে মামলাকারীকে হয়রানি করার চেষ্টা চালাচ্ছে, সেটা ধরে নিতে হবে।

শনিবার অমিতাভ বলেন, ‘আদালতে যাওয়ার আগে কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনেকবার চিঠি দিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু কলেজ গুরুত্ব দেয়নি। আমার প্রাপ্য, বকেয়া এবং সম্মান যাতে কলেজ ফিরিয়ে দেয়, সেজন্য আদালত দুই মাসের সময়সীমা দিয়েছে। কলেজের বিভাগীয় তদন্ত কমিটি আমার বিরুদ্ধে কোনও তথ্য খুঁজে বের করতে পারেনি।’ পাওনাগন্ডার হিসেব আইনজীবীর মাধ্যমে নোটিশ হিসেবে কলেজে সোমবার পাঠাবেন বলে ওই অধ্যাপক জানিয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষের বক্তব্য, ‘রায়ের কপি এখনও হাতে পাইনি। আমাদের আইনজীবী বিষয়টি দেখছেন। রায়ের কপি না পাওয়া পর্যন্ত মন্তব্য করা যাবে না।’ একই কথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বপন রক্ষিতের।

সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। তাই তারা যাতে সচেতন হয় এবং অন্যদেরও সচেতন করতে পারে সেই লক্ষ্যে শনিবার শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করল পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ড। উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক এসিপি অনির্বাণ মজুমদার। পড়ুয়াদের ট্রাফিকের নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বও ছিল পড়ুয়াদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে। এসিপি বলেন, ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ নিয়ে এই ধরনের কর্মসূচি আরও করা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে ট্রাফিক বিভাগের পুলিশের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

মুকুন্দ স্মরণ

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : শনিবার বিধান মার্কেট অটোস্ট্যান্ডে বাংলা ভাষা বিকাশের লড়াকু সেনানী প্রয়াত ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করে বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি। কমিটির তরফে মহেশ্বর বর্মন জানিয়েছেন, তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন ও তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করার দাবি পুরনিগমের কাছে জানানো হবে বলে এদিন প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

মাহিন্দ্রার নয়া দুই গাড়ির উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : নতুন বছরে ঘরে নিয়ে আসুন এক্সইভি ৯এস এবং এক্সইউভি ৭এক্সও। শনিবার মাটিগাড়ার পরিবহণনগরে খোকন মোটরসের শোরুমে মাহিন্দ্রার এই দুটি গাড়ির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী রবীন্দ্র জৈন। চালকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বিশেষভাবে এই গাড়ি দুটি ডিজাইন করা হয়েছে। এছাড়াও ইন্টেরিয়র ও এক্সটেরিয়রও চোখধাঁধানো। ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া মিলেছে বলে শোরুম কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। এদিন কয়েকজন ক্রেতাকে গাড়ির চাবিও হাতে তুলে দেওয়া হয়। এক্সইভি ৯এস গাড়িটির দাম শুরু হচ্ছে প্রায় কুড়ি লক্ষ (এক্স শোরুম) টাকা থেকে এবং এক্সইউভি ৭এক্সও গাড়িটির দাম শুরু হচ্ছে প্রায় চোদ্দো লক্ষ (এক্স শোরুম) টাকা থেকে। নতুন গাড়ি দুটো ক্রেতাদের হতাশ করবে না, এমনই আশা করছে শোরুম কর্তৃপক্ষ।

মেয়রের দ্বারস্থ

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : বিধান মার্কেটে ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে এবারে মেয়রের দ্বারস্থ হলেন বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। এদিন পুরনিগমে গিয়ে ব্যবসায়ীরা মেয়রের হাতে নিজেদের দাবিপত্র তুলে দেন। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে বলেন, ‘মেয়র বলেছেন, আমাদের নিয়ে দ্রুতই বসা হবে।’

মোবাইলের দোকানে চুরি, অন্ধকারে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : জনগণের হাতে ধরা না পড়লে হয়তো ঠাকুরনগরে মোবাইলের দোকানে চুরির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যেত। স্থানীয়দের সন্দেহে বিশাল সেন নামে শান্তিনগরের বাসিন্দা এক ব্যক্তি ধরা পড়লেও এখনও অধরা ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড অফিসের পাশের মোবাইলের দোকানে চুরির ঘটনায় যুক্ত দুষ্কৃতীরা।

গত ৩০ ডিসেম্বর ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেকটাউনে এক মোবাইলের দোকান থেকে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার মোবাইল চুরি যায়। ১২ দিনে কেটে গেলেও কেন দুষ্কৃতীরা ধরা পড়ল না তা নিয়ে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, ‘চুরির ঘটনার তদন্ত চলছে। শীঘ্রই চুরির ঘটনায় জড়িতদের ধরা সম্ভব হবে।’

চুরির ঘটনার পর পুলিশের হাতে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ রয়েছে। যেখানে এক ব্যক্তি কীভাবে রড দিয়ে দোকানের শাটার ভেঙে ভেতরে ঢুকে দামি দামি মোবাইল চুরি করে পালাচ্ছে সেই ফুটেজ রয়েছে। কিন্তু সেই দুষ্কৃতী শহর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে কি না সেই তথ্য পুলিশের হাতে নেই। ঠাকুরনগরের চুরির ঘটনার সঙ্গে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের চুরির ঘটনার যোগ রয়েছে কি না সেটাও পুলিশ নিশ্চিত নয়।

ধৃত বিশালকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, চুরি যাওয়া সমস্ত মোবাইল ফোনের নির্দিষ্ট নম্বর অনুযায়ী সেগুলি ‘ট্র্যাক’ করতে বসানো হয়েছে। কিন্তু সেই মোবাইল ফোন চালু না করা পর্যন্ত সেগুলি যে ট্র্যাক করতে পারা যাবে না, তা স্পষ্ট। এদিকে, চুরি যাওয়া মোবাইলের ফোনের যন্ত্রাংশ আলাদা করে তা বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেই ক্ষেত্রে চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করা কঠিন হয়। লেকটাউনের চুরির ঘটনায় এমনটা হয়েছে কি না স্পষ্ট নয়।

- লেকটাউনে এক মোবাইলের দোকান থেকে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার মোবাইল চুরি যায়
- ঘটনার পর ১২ দিন কেটে গেলেও পুলিশ এখনও দুষ্কৃতীদের ধরতে পারেনি
- চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনগুলির হদিসও এখন পর্যন্ত মেলেনি

উদ্ধার ৭টি : অন্যদিকে, হস্টেল ও পুলিশকর্তার বাড়ি থেকে মোবাইল চুরির ঘটনায় দুজনকে পাকড়াও করে সাতটি ফোন উদ্ধার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ রাজু এনজেপি এলাকার নেতাজিনগরের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে চাঁচলে থাকেন। অন্যদিকে, রাহুলকুমার ওঝা সাউথ আম্বেদকর কলোনির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই দুজন একটি টিম করে যাবতীয় চুরির ঘটনা ঘটাতেন।

এদিন রাতে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘গত বছর মে মাসে একটি হস্টেল থেকে সাতটি মোবাইল চুরির ঘটনা ঘটে। পরে জুলাই মাসে এক পুলিশকর্তার মেথিবাড়ির বাড়ি থেকে একটি মোবাইল সহ বেশকিছু সামগ্রী চুরি হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে গত মাসের ২৯ তারিখ চাঁচল থেকে মহম্মদ রাজুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতকে ৩০ তারিখ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে প্রথমে আটদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাহুলকুমার ওঝার নাম পায় পুলিশ। এরপর রাহুলকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

রাহুলকে ৩১ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করার পর চলতি মাসের ১ তারিখ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পুলিশ হেপাজতে নেয় পুলিশ। এরপর দুজনকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করে বিভিন্ন জায়গা থেকে সবমিলিয়ে সাতটি মোবাইল উদ্ধার হয়। প্রধাননগর থানার আইসি বলেন, ‘ধৃতদের দুইবার পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। চুরি যাওয়া আটটি মোবাইলের মধ্যে সাতটি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশকর্তার বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া একটি মোবাইলও উদ্ধার হয়েছে। ধৃত দুইজন একসঙ্গে কাজ করত। মূলত চুরি করে পাওয়া টাকা ফূর্তির জন্য ব্যবহার করত।’ ধৃত দুইজনকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে করিমুলকে

ক্রান্তি ও শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : উন্নত চিকিৎসার জন্যে পদ্মশ্রী সম্মানিত সমাজসেবী করিমুল হককে নিয়ে পরিজনরা কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলেন। ৭ জানুয়ারি জলপাইগুড়ির একটি স্কুলে অনুষ্ঠান চলাকালীন করিমুল হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। প্রথমে তাঁকে জলপাইগুড়ির একটি নার্সিংহোম ও পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হলে করিমুলকে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুকে ব্যথা থাকায় চিকিৎসকরা তাঁকে বিশেষ নজরদারিতে রেখেছিলেন। নানা পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, করিমুলের হৃদযন্ত্রের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। প্রয়োজনে তাঁর শরীরে পেসমেকার বসাতে হতে পারে।

পরিজনরা শনিবার বিকেলে তাঁকে নিয়ে একটি ছোট গাড়িতে করে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন। করিমুলের সঙ্গে তাঁর ছেলে রাজেশ ইসলাম, আপ্তসহায়ক প্রতিমা রায় ও সমাজসেবী নবিউল আলম রয়েছেন। ফোনে করিমুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'শরীরে বেশ কষ্ট রয়েছে। আমার ভবিষ্যৎ কী তা জানি না। তবে আমার যা-ই হোক না কেন আমার স্বপ্নের হাসপাতাল যেন শেষপর্যন্ত ঠিকমতো গড়ে ওঠে ও আমার বাইক অ্যাম্বুল্যান্স যেন মানবসেবায় নিয়োজিত থাকে তা পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে রেখেছি।' করিমুলকে সুস্থ করে

কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে করিমূলকে। শনিবার।

তুলতে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে রাজেশ জানিয়েছেন।

পরিবার সূত্রে খবর, করিমুলকে কলকাতায় মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা। হৃদরোগ চিকিৎসায় নামী ওই হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষার পর পেসমেকার বসানোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। আপাতত ওই হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে করিমুলকে।

পাঁপড় বিক্রেতা খুনে গ্রেপ্তার তরুণ

অরিন্দম বাগ ও সেনাউল হক

মালদা ও কালিয়াচক, ১০ জানুয়ারি : ঠিক যেন কেঁচো খুড়তে কেউটে। কাফ সিরাপ পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন পাঁপড় বিক্রেতাকে নৃশংসভাবে গুলি করে খুনের ঘটনার অন্যতম পান্ডা। এছাড়াও সে আরও দুটি খুন করেছে বলে পুলিশকে জানিয়েছে। পুলিশ সেই দাবি খতিয়ে দেখছে।

গত ২৫ নভেম্বর রাতে যদুপুর এলাকা থেকে একটি জলসার অনুষ্ঠানে ব্যবসা করে ফেরার পথে জালালপুর নীচের কান্দি এলাকার জাতীয় সড়কের ধারে খুন হন পাঁপড় বিক্রেতা আজহার মোমিন (৬০)। তিনি জালালপুর পঞ্চায়েতের ফতেখানি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পাঁপড় বিক্রিই ছিল তাঁর একমাত্র পেশা। সেদিন রাতে তাঁর মাথায় পরপর তিনটি গুলি করা হয়। তাঁকে প্রথমে সুজাপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। ওই বৃদ্ধ সেখানেই মারা যান। সেই ঘটনার প্রায় দেড় মাস পর পুলিশ মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত সাজিদ সরদার কালিয়াচক থানার গয়েশবাড়ি গ্রামের সরদারপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

শনিবার জেলা পুলিশের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কাফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে ৯ জানুয়ারি সাজিদ সরদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে তুলে ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পাঁপড় বিক্রেতাকে খুনের ঘটনায় ধৃতের যোগ রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আমাদের সন্দেহ ছিল। জিজ্ঞাসাবাদে সে ওই বিষয়টি স্বীকার করে। ধৃতের বয়ান অনুযায়ী সাত মিলিমিটার বোরের একটি পিস্তলও উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে মৃতের শরীরে মেলা বুলেট হেড আমরা মিলিয়ে দেখব।' পুলিশ এই ঘটনায় আরও দুজনের নাম জানতে পেরেছে। তাদের খোঁজেও তল্লাশি শুরু হয়েছে। তবে তদন্তের

- গত ২৫ নভেম্বর রাতে জালালপুর নীচের কান্দি এলাকার জাতীয় সড়কের ধারে পাঁপড় বিক্রেতা খুন হন
- কাফ সিরাপ পাচারের সময় পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে, তিনি ওই খুনের বিষয়টি স্বীকার করেছেন
- ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই ওই খুন বলে পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় যুক্ত আরও দুজনকে পুলিশ খুঁজছে

স্বার্থে পুলিশ এখনই তাদের নাম প্রকাশ্যে আনেনি।

কিন্তু কী কারণে ওই খুন? পুলিশ সুপার বলেন, 'ঘটনার দিন ওই এলাকায় একটি জলসা চলছিল। ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে সাজিদরা তিনজন সেই সময় ওই এলাকায় জড়ো হয়েছিল। ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই তারা ওই পাঁপড় বিক্রেতাকে খুন করে বলে সাজিদ জানিয়েছে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা সকলেই মাদকাসক্ত। সামান্য কিছু টাকা হাতাতে এরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতেও পিছপা হয় না।'

তোলার টাকা না পেয়ে মারধর

করণদিঘি, ১০ জানুয়ারি : 'পথশ্রী' প্রকল্পের কাজ চলাকালীন একদল দুষ্কৃতী তোলার টাকা চেয়েছিল ঠিকাদারের কাছে। আর সেই টাকা না দেওয়ায় কাজ চলাকালীন তিন নির্মাণশ্রমিককে কাঠের বাটাম দিয়ে বেধড়ক মারধর করল দুষ্কৃতীরা। শনিবার সন্ধ্যার পর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় করণদিঘি থানার টুঙ্গিদিঘি ঘোষপাড়া এলাকায়। আহত আব্দুর রশিদ, মোকাতুল হক ও আসগর আলির বাড়ি করণদিঘি থানার বিলাসপুর সংলগ্ন বোতলবাড়ি এলাকায়।

স্থানীয়রা এবং করণদিঘি থানার পুলিশ ওই তিনজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আসগরকে ছেড়ে দিলেও বাকি দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগে ভর্তি করেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় দুজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আইসি সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, টুঙ্গিদিঘির ঘোষপাড়া এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়ে কংক্রিটের রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। রাত দশটার মধ্যে কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু তার মাঝেই তোলাবাজরা ঘটনাস্থলে এসে ১২ জন নির্মাণশ্রমিকের মধ্যে ৩ জনকে বেধড়ক মারধর করে। বাকি ন'জন শ্রমিক সেখান থেকে পালিয়ে যান।

বাংলা বলায় ফের ভিনরাজ্যে হেনস্তা

'সেদ্ধভাত খেয়ে থাকব'

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১০ জানুয়ারি : ফের বাংলা ভাষায় কথা বলার 'অপরাধে' ভিনরাজ্যে হেনস্তার শিকার বালুরঘাট ব্লকের এক পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁর স্ত্রী। এমনকি লাগাতার অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে তেলেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ওই দম্পতি বাসনপত্র, জামাকাপড়, আসবাব ফেলে রেখে কার্যত নিঃস্ব অবস্থায় বাড়িতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। শনিবার স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মিঠুন মজুমদার, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পিটার বারু ওই দম্পতির বাড়িতে যান। প্রাথমিকভাবে প্রশাসনের তরফে র‍্যাশন সামগ্রী সংগ্রহের টোকেন, শাড়ি, জামা ও ত্রিপল দেওয়া হয়েছে।

প্রায় মাস ছয়েক আগে জীবিকার সন্ধানে সেকেন্দ্রাবাদে যান বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সনাতন লোহার ও তাঁর স্ত্রী ভারতী লোহার। সঙ্গে ছিল তাঁদের ছেলে। সেখানে সনাতন ও ভারতী ঝাড়ুদারের কাজের পাশাপাশি নির্মাণশ্রমিকের কাজও করতেন। তাঁদের অভিযোগ, বাংলায় কথা বললেই সেকেন্দ্রাবাদে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও নানারকম হয়রানি করা হত। বেতন আটকে রেখে মানসিক নিগ্রহ, একদিন কাজে না গেলে খাবার বন্ধ করে দেওয়া, এমনকি অসুস্থ হলে চিকিৎসার সুযোগ পর্যন্ত মিলত না। ভারতীর দাবি, তাঁদের ছেলে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে 'মরে গেলে যাক'— এই কথা পর্যন্ত শুনতে হয়েছে।

ভারতী আরও জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন কাজ করা সত্ত্বেও বেতন দেওয়া হয়নি। বহুবার বেতন চাইলেও কোনও লাভ হয়নি। পরিস্থিতি এতটাই অসহনীয় হয়ে ওঠে যে ওই দম্পতি জিনিসপত্র ফেলে রেখেই বালুরঘাটে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাও তাঁদের কাছে ছিল না। টিকিট পরীক্ষকের কাছে নিজেদের অবস্থার কথা জানিয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর তাঁরা কোনওরকমে বাড়ি ফিরতে সমর্থ হন। ট্রেনেও প্রায় দু'দিন তাঁরা না খেয়েই ছিলেন বলে দাবি।

এদিকে, বাড়ি ফিরেও শান্তি নেই। ফের বিপর্যয়। দম্পতি দেখেন, তাঁদের বাড়ি থেকে একাধিক সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছে। এরপর প্রতিবেশীদের থেকে থালাবাসন ধার করে রান্না করে তাঁরা দিনযাপন করছেন। সনাতন বলেন, 'বাংলা বলার জন্য চরম হয়রানি করা হয়েছে। আর বাইরে কাজ করতে যাব না। সেদ্ধভাত খেয়ে বাড়িতেই থাকব।' তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছেন। এসব মনগড়া কথা নাকি তৃণমূল বানাচ্ছে, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে।' ওই দম্পতির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে শাসকদল।

এবিষয়ে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মিঠুন মজুমদার বলেন, 'বুথ সভাপতির কাছ থেকে বিষয়টি জেনেছি। সেখানে তাদের বাংলা বলার জন্য অত্যাচার করত। এমনকি বেতনও ঠিকভাবে দিত না। আমরা তাদের পাশে আছি।'

চকভৃগুর ভারতী লোহারের বাড়িতে জনপ্রতিনিধিরা। ছবি : মাজিদুর সরদার

> মুখ্যমন্ত্রী অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছেন। এসব মনগড়া কথা নাকি তৃণমূল বানাচ্ছে, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে।
>
> বুধরাই টুডু
> বিধায়ক, তপন

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের জন্য বোড়ো জনগোষ্ঠীর বাগড়ুমবা নাচের মহড়া। শনিবার গুয়াহাটিতে। -পিটিআই

৪ মাসের সাম্মানিক বকেয়া থাকায় হুমকি

উত্তরে জলের জোগান থমকানোর আশঙ্কা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গজুড়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শনিবার ময়নাগুড়ির দপ্তরে উত্তরবঙ্গ পিএইচই মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা জরুরি সভা করেন। সেখানে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের আনুমানিক সাড়ে সাত হাজার পাম্প ও ভালভ অপারেটর (ঠিকা শ্রমিক) চার মাস সাম্মানিক পাননি। সংসার চালাতে হিমসিম দশা হয়েছে। এই অবস্থায় শ্রমিকদের বিকল্প কাজের খোঁজে ছুটতে হচ্ছে। এর বিহিত না হলে তাঁরা পানীয় জল পরিষেবা বন্ধের হুমকি দিয়ে রেখেছেন। ফলে উত্তরের জেলাগুলিতে জল পরিষেবা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ১৪ জানুয়ারি বুধবার শ্রমিকরা পরিবার নিয়ে উত্তরবঙ্গের সদর দপ্তর শিলিগুড়ির পিএইচই অফিসে অবস্থান আন্দোলন কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'ঠিকা শ্রমিকদের সাম্মানিক জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর প্রদান করে না। সাম্মানিক প্রদান করেন ঠিকাদার। ঠিকাদারদের সময়মতো শ্রমিকদের সাম্মানিক প্রদান করা উচিত। তবে কেন ঠিকাদাররা শ্রমিকদের সাম্মানিক দিচ্ছেন না, সেটা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।'

২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে শ্রমিকদের সাম্মানিক বকেয়া রয়েছে।

- উত্তরবঙ্গের প্রায় সাড়ে সাত হাজার পাম্প ও ভালভ অপারেটর (ঠিকা শ্রমিক) ৪ মাস সাম্মানিক পাননি
- সংসার চালাতে হিমসিম দশা, এই অবস্থায় বিকল্প কাজের খোঁজে ছুটতে হচ্ছে
- এর বিহিত না হলে পানীয় জল পরিষেবা বন্ধের হুমকি দিয়ে রেখেছেন ঠিকা শ্রমিকরা

উত্তরবঙ্গ পিএইচই মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'আর্থিক অনটনের কারণে জলপাইগুড়ির এক পাম্প অপারেটর আত্মঘাতী হয়েছেন। টানা চার মাস সাম্মানিক বন্ধ। শ্রমিকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। বকেয়া মেটানো না হলে আগামীদিনে জল পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

সুব্রত বলেন, '১৪ জানুয়ারি শ্রমিকরা পরিবার নিয়ে শিলিগুড়ির পিএইচই দপ্তরে অবস্থান আন্দোলন কর্মসূচি করবেন।' উত্তরবঙ্গ পিএইচই মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাস বলেন, 'পরিস্থিতি ভয়াবহ। আমি কয়েক মাস আগে কলকাতায় গিয়ে দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়ের সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত কথাবার্তা বলে এসেছি। তিনি বলেছিলেন, খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধান করবেন। কিন্তু কোথায়? তারপরও কয়েক মাস পেরিয়ে গিয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা সরকার ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ঠিকাদাররা সেই টাকা খেয়ালখুশি মতো শ্রমিকদের প্রদান করছেন। এটা গুরুতর অপরাধ।'

এদিন সভায় এসে আলিপুরদুয়ারের পাম্প অপারেটর বিশ্বনাথ সরকার বলেন, 'আমরা সমস্যায় জর্জরিত। ঋণের বোঝা কাঁধে চেপেছে।' সহমত পোষণ করেন উত্তর দিনাজপুর জেলার পাম্প অপারেটর নিরঞ্জন ঘোষ সহ দার্জিলিং জেলার মানস রায়, কোচবিহার জেলার অনিল রায়রা। জলপাইগুড়ি জেলার পাম্প অপারেটর তপন দেবশর্মা বলেন, 'শ্রমিকদের সাম্মানিক ঠিকাদারকে না দিয়ে সরাসরি শ্রমিকদের হাতে দিলে সমস্যা মিটে যায়।' সহমত পোষণ করেন ময়নাগুড়ির পাম্প অপারেটর দেবপ্রসাদ ঘোষ। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপকে এদিন একাধিকবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি। ঠিকাদারদেরও মোবাইলে ফোন করে পাওয়া যায়নি।

জলকষ্ট মিটবে কবে? প্রশ্ন শান্তিপাড়ায়

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপাড়া এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য প্রায় দুই বছর আগে সৌরচালিত দুটি রিজার্ভার বসানো হয়। যদিও চালু হওয়ার কয়েকমাসের মধ্যেই দুটি রিজার্ভারই বিকল হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। এরমধ্যে একটি রিজার্ভার ঠিক করা হলেও, সেটি ১০ দিন পরপর খারাপ হয়ে যাওয়ায় পানীয় জলের কষ্ট নিত্যসঙ্গী বলে জানাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা।

রিজার্ভার খারাপ হয়ে থাকায় বেশিরভাগ সময় কুয়ো বা টিউবওয়েলের জল পান করতে হচ্ছে বলে জানালেন স্থানীয়রা। পাছে পেটের রোগ হয় সেই ভয়ে অনেকেই কেনা জল পান করেন। অনেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্য ওয়ার্ড থেকে জল নিয়ে আসছেন।

ওই এলাকার বাসিন্দা হারাধন দাস বললেন, 'আমাদের এলাকায় পানীয় জলের একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত। পুরনিগমের অন্য ওয়ার্ডগুলিতে যেভাবে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হয়, একইভাবে আমাদের এলাকাতেও জল সরবারাহ করা হোক।'

আরেক বাসিন্দা গৌরাঙ্গ সরকারের কথায়, 'জলের সমস্যা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে অনেকবার বলা হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আমাদের জল আনতে হয়।'

পুরো বিষয়টি নিয়ে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতি রায়ের বক্তব্য, 'এলাকার পানীয় জলের স্থায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। পানীয় জলের পরিষেবা ঠিক করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

হাসির মহামারি

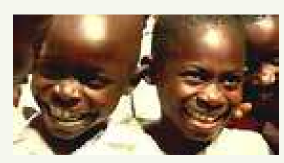

হাসি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, এটা সবাই জানে। কিন্তু হাসতে হাসতে যদি স্কুলই বন্ধ করে দিতে হয়? ১৯৬২ সালে তানজানিয়ায় (তৎকালীন টাঙ্গানিকা) এমনই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল, যা 'তানজানিকা লাফটার এপিডেমিক' নামে পরিচিত। একটি বোর্ডিং স্কুলে তিনটি মেয়ে হঠাৎ হাসতে শুরু করে। সেই হাসি ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে পুরো স্কুলে। ৯৫ জন ছাত্রী টানা হাসতে থাকে—কারও হাসি থামে কয়েক ঘণ্টায়, কারও চলে ১৬ দিন পর্যন্ত! হাসির চোটে তাদের কান্না, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে স্কুলটিই বন্ধ করে দিতে হয়। মেয়েরা বাড়ি ফিরলে গ্রামেও এই হাসি ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ১০০০ মানুষ এতে আক্রান্ত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, এটি ছিল 'মাস হিস্টিরিয়া' বা মানসিক চাপের অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ। হাসি যে সবসময় সুখের নয়, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন গ্রামবাসী।

মঙ্গলে সূর্যাস্ত নীল!

পৃথিবীতে আমরা লাল বা কমলা রঙের সূর্যাস্ত দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু আপনি যদি মঙ্গল গ্রহে বা মার্সে থাকতেন, তবে সূর্যাস্তের সময় আকাশটা দেখতেন নীল রঙের! নাসার রোভার 'কিউরিওসিটি' মঙ্গলের মাটি থেকে সূর্যাস্তের যে ছবি পাঠিয়েছে, তাতে দেখা যায় সূর্যের চারপাশটা নীল আভায় ঘেরা। আসলে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে ধূলিকণা রয়েছে। এই ধূলিকণাগুলো সূর্যের লাল আলো শুষে নেয় কিন্তু নীল আলোকে ছড়িয়ে দেয়। তাই দিনেরবেলা মঙ্গলের আকাশ লালচে থাকলেও, সূর্য ডোবার সময় তা এক মায়াবী নীল রং ধারণ করে। পৃথিবীর ঠিক উলটো এই দৃশ্য মহাকাশপ্রেমীদের কাছে এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

ফুটন্ত জলের নদী

নদীর জল সাধারণত ঠান্ডা হয়, বড়জোর কুসুম গরম। কিন্তু আমাজনের গহিনে পেরু দেশে এমন একটি নদী আছে, যার জল রীতিমতো উনুনে বসানো চায়ের মতো ফুটছে! এর নাম 'শানাই-টিম্পিশকা'। এই নদীর জলের তাপমাত্রা ৪৫ থেকে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। অর্থাৎ, আপনি যদি ভুল করে এই জলে পা হড়কান, তবে জ্যান্ত সেদ্ধ হয়ে যাবেন! দুর্ভাগ্যবশত অনেক ছোট প্রাণী বা সরীসৃপ এই জলে পড়ে মারা যায়। ভূতাত্ত্বিক আন্দ্রেস রুজো এই নদীটি বিশ্বের নজরে আনেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, এর আশেপাশে কোনও আগ্নেয়গিরি নেই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মাটির অনেক গভীরে থাকা ভূ-তাপীয় ফাটল চুইয়ে ফুটন্ত জল এখানে এসে মেশে। স্থানীয় ওঝারা অবশ্য বিশ্বাস করেন, এটি এক পবিত্র সর্পদেবতার বাসস্থান।

বিশ্বের ধীরতম পরীক্ষা

বিজ্ঞানের পরীক্ষা কতক্ষণ চলতে পারে? এক সপ্তাহ? এক বছর? অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে এমন একটি পরীক্ষা চলছে যা ১৯২৭ সাল থেকে শুরু হয়ে আজও শেষ হয়নি! এর নাম 'পিচ ড্রপ এক্সপেরিমেন্ট'। পিচ হল আলকাতরার মতো এক ধরনের পদার্থ, যা দেখতে কঠিন পাথরের মতো, কিন্তু আসলে এটি অত্যন্ত ঘন তরল। অধ্যাপক থমাস পার্নেল প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে এটি সত্যিই তরল। তিনি একটি ফানেলে এই পিচ রাখেন। এই পিচ এতটাই ঘন যে, ফানেল থেকে এক ফোঁটা পড়তে সময় লাগে প্রায় ১০ বছর! গত প্রায় ১০০ বছরে মাত্র ৯টি ফোঁটা পড়েছে। নবম ফোঁটাটি পড়েছিল ২০১৪ সালে। দশম ফোঁটাটি পড়ার অপেক্ষায় বিজ্ঞানীরা এখন সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে বসে আছেন। ধৈর্য পরীক্ষার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর হয় না।

সুপ্রিম দ্বারে

প্রথম পাতার পর

রাজ্যও তাই আগাম ক্যাভিয়েটের পদক্ষেপ করে। বিতর্কের সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার বহু কোটি টাকার কয়লা পাচার মামলার তদন্তে সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দপ্তর এবং প্রতীক জৈনের কলকাতার বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালালে। অভিযান চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও কলকাতার পুলিশ কমিশনারের ঘটনাস্থলে উপস্থিতি ঘিরে শুরু হয় বিতর্ক।

একটি সবুজ ফাইল হাতে মমতার প্রতীকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা এবং পরে আইপ্যাক দপ্তরে তাঁর যাওয়াকে কেন্দ্র করে তদন্তে হস্তক্ষেপের অভিযোগ জোরদার হয়। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি কোনও বেআইনি কাজ করেননি। তাঁর উলটে দাবি, ইডি-ই এক্তিয়ারের সীমা ছাড়িয়েছে। এই অবস্থান নিয়েই রাজ্য সরকার আইনি লড়াইয়ে নেমেছে।

হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে ইডি ঘটনার পরদিন মামলা করলেও আদালত কক্ষে সেদিন অতিরিক্ত ভিড় ও বিশৃঙ্খলার কারণে শুনানি স্থগিত করে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মুলতুবি করে দেন বিচারপতি। পরে প্রধান বিচারপতিও সেই নির্দেশ বহাল রাখেন। তাতে সমস্যায় পড়ে ইডি শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল।

বিজেপি ঘটনাটিকে 'সাংবিধানিক সংকট' বলে দেখাতে চাইছে। তাদের অভিযোগ, সরকারি তদন্ত সংস্থার কাজে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ আসলে গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে বিপজ্জনক। অন্যদিকে, ইডি'র ওই অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচার শুরু করে দিয়েছিল তৃণমূল। পথে নেমেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তার ওপর তল্লাশির পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তৃণমূলের হয়ে থিম গানের ভিডিও ছেড়েছে আইপ্যাক। তাতে তৃণমূলের স্লোগান 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা'কে তুলে ধরার পাশাপাশি মমতাকে বাঘিনী হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে।

পিষে দিল ডাম্পার

প্রথম পাতার পর

তাঁরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে যান। জুতো ও সাইকেল চিনতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। জেলা হাসপাতালে দাঁড়িয়ে উদিতের দাদা অঙ্কিত বলছিলেন, 'আমি ছুটে গিয়ে দেখি, ভাইয়ের সাইকেল পড়ে একপাশে। সেটাকেও পিষে দিয়েছে ডাম্পারটি।' শোকস্তব্ধ বাবা দিলীপ ঝা কথা বলছেন না কারও সঙ্গে। কাকু বিপিন একা একাই আউড়ে গেলেন, 'বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে বলে দুপুরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল। সারাজীবনের মতো হারিয়ে ফেললাম ওকে।'

পদত্যাগ রবি ঘোষের

প্রথম পাতার পর

শুক্রবার আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন দলের সংগঠনের কাজ আরও বেশি করে দেখতে। তাঁর সেই নির্দেশ অনুসারে আমি আজ পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) বলেন, 'ওঁর পদত্যাগের যে ইচ্ছা সেটাকে দল সম্মান জানিয়েছে। ওঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে পুরসভায় এবং দলে কাজে লাগানো হবে।'

রবি পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পরই এদিন দুপুরে কোচবিহার পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদকে কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দীর ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। মহকুমা শাসকের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে তিনি ছাড়াও কোচবিহার পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার ও ফিন্যান্স অফিসার উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে বের হওয়ার পর আমিনা বলেন, 'শনিবার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর পদত্যাগপত্র মহকুমা শাসকের কাছে জমা দিয়েছেন। এই অবস্থায় মহকুমা শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমাকে পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের মিটিং ডাকতে হবে। আগামী ১৩ জানুয়ারি আমরা সেই মিটিং ডাকব। সেখানে পুরসভার নতুন চেয়ারম্যানের বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। আজ থেকে আমি পুরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন হিসাবে দায়িত্ব পালন করব।' যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

গত ১২ নভেম্বর দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁকে পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিতে বলে চিঠি পাঠিয়েছিলেন কোচবিহারের তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। তারপর গত প্রায় দু'মাস ধরে এই নিয়ে অনেক নাটক হয়েছে কোচবিহারে। তাঁকে পদত্যাগপত্র জমা দিতে বলার পরই সরাসরি দলের জেলা সভাপতি এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগ করেছিলেন রবি। কার্যত সাংবাদিক বৈঠক করে দলের দুই নেতার বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি। তবে শুধু তিনিই নন, তাঁর অনুগামী হিসাবে পরিচিত দলের পার্থপ্রতিম রায়, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য নেতা পরিমল বর্মন, তৃণমূল খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁরাও আসরে নামেন। দফায় দফায় তাঁরা বৈঠক করেন। রবিকে চেয়ারম্যানের পদে রাখার পক্ষে জেলায় দলের বিভিন্ন প্রাক্তন, বর্তমান নেতা-কর্মীদের সই জোগাড় করেও রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা। তারপর মনে করা হয়েছিল হয়তো এঁদের চাপে রবি ঘোষের চেয়ার বোধ হয় বেঁচে যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হল না।

দলীয় সূত্রে খবর, কয়েকদিন আগেই দলের রাজ্য নেতৃত্ব রবিকে কলকাতায় ডেকে পাঠান। সেখানে গেলে রবির কাছে তাঁরা জানতে চান, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে দলের জেলা সভাপতি তাঁকে চিঠি পাঠানোর পরেও কেন তিনি পদত্যাগ করেননি। তাঁকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করা হয়। পাশাপাশি কোচবিহারে ফিরেই তাঁকে পদত্যাগ করতে এবং গোষ্ঠীকোন্দল বন্ধ করে দলের হয়ে ভালোভাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে বলা হয়।

সেখান থেকে ফিরে এসেই রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে বছর দেড়েক বাদে গত ৮ জানুয়ারি তাঁকে দেখা যায় দলের জেলা নেতৃত্বের ডাকা দলীয় কর্মসূচিতে রবীন্দ্র ভবনে উপস্থিত থাকতে। শনিবার তিনি চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। রবির পদত্যাগ নিয়ে তাঁর অনুগামী তথা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য নেতা পরিমল বর্মন বলেন, 'রবি ঘোষের মতো একজন বর্ষীয়ান নেতাকে এভাবে চাপ দিয়ে পদত্যাগ করানো কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এতে দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের মন ভেঙে যাবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলকে এর ফল ভুগতে হবে।'

কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি নিখিলরঞ্জন দে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রবি ঘোষকে খুব কাছ থেকে দেখছি। একসময় রাজ্য তৃণমূলকে চালানোর জন্য রবি ঘোষকে প্রচুর টাকা দিতে দেখেছি। কোচবিহারে আজ তৃণমূল যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর মূল কৃতিত্ব রবি ঘোষের। এরপরও তাঁর মতো বর্ষীয়ান নেতাকে এভাবে পদ থেকে সরানো ঠিক হয়নি।'

রংদার রোববার

15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১১ জানুয়ারি ২০২৬ পনেরো

১৬
ট্রাভেল ব্লগ
কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

১৭
ছোটগল্প অনুরাধা সেন
অণুগল্প : উৎপল সরকার ও রাজু রায়
ছড়া ও কবিতা দেবাশিস কুণ্ডু, প্রবীর ঘোষ রায়, উদয় সাহা, হিমাচল দাশ ও শমীক ঘোষ

রামায়ণের আধুনিক পাঠ বলছে, আর্য সাম্রাজ্য প্রসারের বিরুদ্ধাচরণ ও অনার্য শক্তির প্রতিবাদ স্বরূপই রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিলেন। ইলিয়াড বলে ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল শুধুমাত্র একটি কিডন্যাপিংকে কেন্দ্র করে। হালে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপ্রধানকে আমেরিকার তুলে নিয়ে যাওয়া তো একরকম অপহরণই। শুধু টাকার জন্য নয়,
এর আড়ালে রয়েছে বহু না জানা গল্পই।

অপহরণের অন্তরালে

রাজনীতির অন্যতম অস্ত্র, দিশা দেখিয়েছিলেন রাবণ

শৌভিক রায়

বেশ কিছু বছর আগের কথা। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির শিক্ষক-প্রতিনিধি নির্বাচন ঘিরে অদ্ভুত কাণ্ড দেখেছিলাম। হার নিশ্চিন্ত জেনে, বিরোধী পক্ষের দুই শিক্ষককে অপহরণ করেছিল ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। এসএসসি চালু হওয়ার আগে, চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে এসে, অপহৃত হওয়ার ঘটনা সাধারণ ব্যাপার ছিল। কিন্তু পরিচালন সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের 'কিডন্যাপড' হতে হবে, সেটা ছিল অকল্পনীয়। 'রাজনৈতিক অপহরণ' বিষয়টি যে কী মারাত্মক, সেদিনই বুঝেছিলাম। এটি এমনই একটি বিষয়, যা কাউকেই রেয়াত করে না। অতি সম্প্রতি, ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোর অপহরণ, সেরকমই একটি উদাহরণ।

মানব ইতিহাসে অপহরণ বা 'কিডন্যাপিং' কিন্তু নতুন কোনও বিষয় নয়। 'রামায়ণ'-এ সীতাকে অপহরণ করা হয়েছিল। সীতাকে অপহরণের পেছনে শুধুই শূর্পণখার অপমানের জবাব- এরকম ভাবনা ভুল। রামায়ণের আধুনিক পাঠ বলছে, এই অপহরণ আসলে আর্য সাম্রাজ্য প্রসারের বিরুদ্ধে, অনার্য শক্তির প্রতিবাদ।

মধ্যযুগেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে কিডন্যাপিং ছিল অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র। এই বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোনও বিভেদ ছিল না। রাজনৈতিক সুবিধে আদায়ে এটি প্রাচীন একটি পদ্ধতি।

মহাভারতেও এরকম ভূরিভূরি উদাহরণ আছে এবং কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না পাণ্ডব বা কৌরব কোনও পক্ষই। অন্যদিকে, ইলিয়াডে দেখেছি, ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল শুধুমাত্র একটি কিডন্যাপকে কেন্দ্র করে। আর তাতে জড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন রাষ্ট্র। মনে রাখতে হবে, মহাকাব্য একটি যুগের ইতিহাস তুলে ধরে। বলে তখনকার রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার কথা। তাই এটা নিশ্চিন্ত যে, এই অপহরণগুলির কোনওটিই রাজনীতির বাইরে ছিল না।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার শুরুতে প্রাচীন রোমের প্রথম রাজা রম্যুলাস ও তাঁর সৈন্যবাহিনী সাবাইন মহিলাদের অপহরণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই নারীদের অন্তঃসত্ত্বা করে নিজের দলের লোক বাড়ানো। অর্থাৎ পুরোটাই রাজনৈতিক বিষয়। খ্রিস্টপূর্ব ৭৫ সালে সিসিলিয়ান জলদস্যুরা অবশ্য পঁচিশ বছর বয়সি জুলিয়াস সিজারকে শুধুমাত্র টাকার জন্য অপহরণ করে বিপদে পড়েছিল। তৃতীয় ক্রুসেডের পর অস্ট্রিয়ার ডিউক কিডন্যাপ করেন রাজা প্রথম রিচার্ডকে। তাঁকে তুলে দেওয়া হয়েছিল রোমান সম্রাট ষষ্ঠ হেনরির হাতে। শুধুমাত্র বিপুল পরিমাণ টাকার বদলেই নয়, রাজা প্রথম রিচার্ড ছাড়া পান বেশ কিছু রাজনৈতিক শর্তে। মধ্যযুগেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে কিডন্যাপিং ছিল অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র। আর এই বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোনও বিভেদ ছিল না। এককথায়, 'বলে' না পেরে, 'ছলে' ও 'কৌশলে' রাজনৈতিক সুবিধে আদায় করার অত্যন্ত প্রাচীন একটি পদ্ধতি হল অপহরণ। এর বিকল্প নেই। ফলে, সারা দুনিয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, পররাষ্ট্র নীতির তোয়াক্কা না করে, অন্য রাষ্ট্রে ঢুকে রাষ্ট্রপতিকে কিডন্যাপ করে নিজের দেশে আনতে একবারও ভাবে না পৃথিবীর তথাকথিত এক নম্বর শক্তিশালী রাষ্ট্রটি।

আধুনিককালে, গ্লোবাল টেররিজম ডেটাবেসের হিসেব অনুসারে, ১৯৭০ থেকে ২০১৮ অবধি, রাজনৈতিক কারণে, ১২ হাজার ১৩৮টি কিডন্যাপিংয়ের ঘটনা ঘটেছে এবং তাতে মোট ৯২ হাজার ৯৮২ জন অপহৃত হয়েছেন। লক্ষণীয় যে, অপহরণ শুধুমাত্র অপহৃতের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকেই নষ্ট করে না, তাঁর পরিবার ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে 'ট্রমাটাইজড' করে। *এরপর ষোলোর পাতায়*

যদিও না দাও টাকা, তবে তোমার কপাল ফাঁকা!

সৌমেন সিংহ রায়

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে গোটা দেশে প্রবল জনপ্রিয় হওয়া রোজা সিনেমার গল্পের প্লটটাই ছিল একজন সরকারি নিরাপত্তা অফিসারের অপহরণ এবং তাঁকে উদ্ধার করতে তাঁর অতি সাধারণ গ্রাম্য স্ত্রীর নাছোড়বান্দা লড়াইকে কেন্দ্র করে। যদিও সেই গল্পে ছায়া সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিল আর একটি বাস্তব অপহরণের ঘটনা; কাশ্মীরের একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের দ্বারা এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কন্যার অপহরণের ঘটনা। রামায়ণের কাহিনীর টার্নিং পয়েন্টও ছিল একটি অপহরণের ঘটনা; সীতা অপহরণ কাণ্ড ছিল ন্যায় এবং অন্যায়ের যুদ্ধে যাকে বলে একেবারে ইমিডিয়েট কজ অফ কনফ্লিক্ট! সংবাদপত্রের পাতা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে আজকের দিনে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, অনাদায়ে হত্যা এবং রোমহর্ষক পুলিশি অভিযানের পর অপরাধীদের গ্রেপ্তার অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। ২০০০ সালে চন্দনদস্যু বীরাপ্পনের কন্নড় অভিনেতা রাজকুমারের অপহরণ এবং ১০৮ দিন পর অনেক কাঠখড় এবং টাকা দেওয়ার পর সেই অভিনেতার মুক্তি পাওয়া, সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এক ভাবে এ রাজ্যেও ২০০১ সালে খাদিম কর্তা পার্থ রায় বর্মনের অপহরণ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সংযোগ এবং কয়েক কোটি টাকা মুক্তিপণ দিয়ে তাঁর মুক্তি পাওয়া, রাজ্য ও দেশে প্রবল আলোড়ন ফেলেছিল। গোয়েন্দা গল্প, সিনেমার পর্দা থেকে সংবাদ শিরোনাম, অপহরণ আজকের দিনে যাকে বলে ওই জেন জি'র ভাষায় - ইন থিং। অপহরণ কথাটির সহজ অর্থ হল কোনও ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসমূহকে বেআইনিভাবে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং আটকে রাখা। অপহরণ কেন করা হয়? কোন একটি বিশেষ কারণে অপহরণ করা হয় না। ফিলাডেলফিয়ার রিসার্চগেট ফাউন্ডেশনের অনুসন্ধানে অপহরণের কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তা মোটামুটি সব দেশের জন্যই সত্য। তাদের অনুসন্ধানে অপহরণের কারণ হিসেবে উঠে এসেছে আর্থিক লাভ বা মোটা টাকা মুক্তিপণ আদায়, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা, জবরদস্তি যৌনপেশায় নামানো ও শ্রম শোষণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নামানো, নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা, অপরাধী চক্রে শামিল করা, তুলে এনে বিয়ে করা থেকে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার দাবিও খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে বেশিরভাগ অপহরণের উদ্দেশ্য অল্প সময়ে মোটা টাকা মুক্তিপণ আদায় করা, এটা সব দেশের ক্ষেত্রেই সমান। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, স্বৈরাচারী শাসন, দূর্বল আইন রক্ষাকারী ব্যবস্থা, মানসিক হতাশা ইত্যাদি কারণে অপহরণ আজকের দিনে সংঘটিত অপরাধের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে উঠেছে। শুধু দারিদ্র্যপীড়িত, রাজনৈতিক লড়াইয়ে দীর্ণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোই নয়, গ্লোবাল ক্রাইম ইনডেক্সের রিপোর্টে পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশের, নাইজিরিয়ায় সঙ্গে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, বেলজিয়ামের মতো উন্নত দেশগুলোতেও অপহরণ এবং মুক্তিপণ আদায় হামেশাই ঘটছে। এমনকি যে দেশগুলোর নাম হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স এবং ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্সের উপর দিকে থাকে মানে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশে অপহরণ অহরহ ঘটছে। ভারতে

২০০১ সালে খাদিম কর্তা পার্থ রায় বর্মনের অপহরণ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সংযোগ এবং কয়েক কোটি টাকা মুক্তিপণ দিয়ে তাঁর মুক্তি পাওয়া, রাজ্য ও দেশে প্রবল আলোড়ন ফেলেছিল।

প্রতি ১ লাখ অপরাধের ঘটনায় অপহরণ ৫.১, যদিও ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় তা যথাক্রমে ১০.৩ এবং ১৫.১! অবশ্যই এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার সমস্যাদীর্ণ দেশগুলোতে অপহরণের হার অনেক বেশি। ওই তালিকা অনুযায়ী আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভুটানে অপহরণের নথিবদ্ধ অপরাধের সংখ্যা শূন্য, হ্যাঁ এই জন্যই ভুটানকে শান্তির দেশ বলাটা অতিশয়োক্তি হবে না। অপহরণ বন্ধ করা বা অপহরণের ঘটনা কম করার উপায় আছে কি? মনে হয় না। অসাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজে অথবা ব্যাপক গরিবি বেকারত্ব অথবা পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সময়ে অপহরণ পুরোপুরি বন্ধ করা যাকে বলে ওই 'নেক্সট টু ইম্পসিবল'। তবে অপহরণের ঘটনা থেকে বাঁচতে কিছু উপায় নিশ্চয়ই গ্রহণ করা যেতে পারে। নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকা, নিজের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে অহেতুক বারফাট্টাই না করা বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অহেতুক শো আপ না করা, নিজের ভৌগোলিক অবস্থান জনসমক্ষে প্রকাশ করায় সতর্ক থাকা, শিশুদের বিশেষ করে বিদ্যালয়ে যাওয়া শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ শেখানো মানে সবার কাছ থেকে খাদ্যবস্তু না নেওয়া, সবার সঙ্গে না যাওয়া ইত্যাদি। তবে অপহরণ হয়ে যাওয়ার পর মূল ভূমিকা তো পুলিশ এবং গোয়েন্দা দপ্তরের, তাদের কার্যকরী এবং বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা অনেক অপহরণকারীর পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে; অপহৃতকে উদ্ধার করে অপহরণকারীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি বিধান সম্ভব হয়েছে। অপহরণকারীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হলেও অপহৃতের উপর যে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করা হয়, তার ট্রমা তারা অনেকদিন ধরে বয়ে নিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়। অপহরণ থাকবে। বৈষম্যমূলক সমাজে অপহরণ হয়তো পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না কিন্তু নাগরিক সচেতনতা এবং পুলিশ প্রশাসনের সময়োচিত সক্রিয়তা, তা অবশ্যই কম করতে পারে। ভারী ভারী কথার পরে অপহরণ সংক্রান্ত একটা মজার গল্প বলা যাক। জনৈক বন্ধু আশিস (কাল্পনিক নাম) ক্লাস নাইনে পড়ার সময় হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ার পর উধাও হয়ে গেল। প্রথমে মনে করা হয়েছিল বাবার মারের ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। দু'দিন ধরে খোঁজাখুঁজির পরও যখন আশিসকে পাওয়া গেল না, বাড়িতে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। তখন ল্যান্ড ফোন বা মোবাইল ফোন এত সহজলভ্য ছিল না। বাড়িতে কান্নাকাটির রোল, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার মধ্যেই দু'দিন পর আশিসের বাড়ির দরজায় একটা উড়োচিঠি পাওয়া গেল তাতে জানানো হয়েছে আশিসকে অপহরণ করা হয়েছে এবং দু'হাজার (হ্যাঁ, তখন দু'হাজার টাকার বেশ দাম ছিল) টাকা না দিলে ওকে ছাড়া হবে না। ভিড়ে ভিড়াক্কার আশিসের বাড়ির শোওয়ার ঘরে ঢুকে জীবনে প্রথমবারের মতো মুক্তিপণের চিঠি দেখলাম। গোটা গোটা অক্ষরে ছন্দ মিলিয়ে লেখা 'যদিও না দাও টাকা, তবে তোমার কপাল ফাঁকা!' হাতের লেখা এবং এই ছন্দ মিলিয়ে লেখার স্টাইলটা বড্ড চেনা চেনা ঠেকল! ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা হানা দিলাম আরেক বন্ধু সুবোধের (এটাও কাল্পনিক নাম) কোঠাবাড়ির দোতলায়। চেপে ধরতেই স্বীকার করে নিল সবকিছু হয়েছে আশিসের বুদ্ধিতে, নকল করে বাবার মারের হাত থেকে বাঁচতে। তারপর সেখান থেকেই আশিসকে উদ্ধার করে নিজ বাড়িতে দিয়ে আসা। যদিও মারের হাত থেকে পুরোপুরি না বাঁচলেও, কম মার খেয়েছিল সে যাত্রায়! সামাজিক মাধ্যমেও এই অপহরণ এবং তা নিয়ে অনেক মজার গল্প খুঁজে পাওয়া যায়। একজনের স্ত্রীকে অপহরণ করেও মুক্তিপণ পাওয়া তো দূরের কথা, উলটে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কীভাবে অপহরণকারী তাকে ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছিল, সে ঘটনা নির্মল হাসির উদ্রেক করে।

চিন্তা বাড়িয়ে তুলছে সাইবার কিডন্যাপিং

ইন্দ্রনীল দত্ত

নতুন বছরের শুরুতেই ঘটনার ঘনঘটা! ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক কিডন্যাপ করল মার্কিন সেনা। এমন অভূতপূর্ব ঘটনায় বিশ্ব উত্তাল। তবে আমি রাজনৈতিক উত্তর সম্পাদকীয় লিখতে বসিনি, তাই ট্রাম্প বনাম মাদুরো তর্জায় ঢুকছি না। তার চেয়ে বরং 'অপহরণ' বা 'কিডন্যাপিং' শব্দটিকে নিয়ে কিঞ্চিৎ কাটাছেঁড়া করার পাশাপাশি এআই জমানায় শব্দটির নব-কলেবর ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে স্বল্পবিস্তর আলোচনার চেষ্টা করি।

'কিডন্যাপিং' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে। শব্দটি এসেছে 'কিড' ও 'ন্যাব' থেকে। 'কিড' অর্থ শিশু, 'ন্যাব' অর্থ কেড়ে নেওয়া। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে শিশু ও নাবালক ছেলেদের পাচারের রমরমা ব্যবসা ছিল। তাদের চুরি করে পাচার করা হত আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ব্রিটিশ উপনিবেশে। সেখানে তাদের দাস হিসেবে খাটানো হত। অশিক্ষিত শিশুচোরেরা 'ন্যাব'-কে বলত 'ন্যাপ' (ধ্বনি বিপর্যয়), আর এইভাবে 'কিডন্যাপ' ও 'কিডন্যাপিং' শব্দের উৎপত্তি।

বাংলায় 'কিডন্যাপিং'-এর উপযুক্ত প্রতিশব্দ নেই। 'অপহরণ' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে, যার আভিধানিক অর্থ অন্যের জিনিস হরণ করা অর্থাৎ লুণ্ঠন। তাই 'কিডন্যাপিং' যে

আটের দশক পর্যন্ত কিডন্যাপিং-এর রূপ ছিল এমনই একমাত্রিক। কিন্তু নয়ের দশক পরবর্তী সময়ে পৃথিবী পুরোপুরি পালটে গেল, সেইসঙ্গে পালটে গেল কিডন্যাপিং-এর রকমসকম।

অর্থ বহন করে, 'অপহরণ' তা করে না। তবুও সঠিক প্রতিশব্দের অভাবে 'অপহরণ' দিয়ে আমাদের 'কিডন্যাপিং'-এর অভাব মেটাতে হচ্ছে।

ছোটবেলায় 'কিডন্যাপিং' বা 'অপহরণ' শব্দটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল গোয়েন্দা গল্পে। 'কিডন্যাপিং' মানেই যেন ভয়ংকর চেহারার একদল ষণ্ডা-গুন্ডা, তাদের পকেটে থাকে কানপুরি চাকু, তারা স্কুল ফেরত ছোটদের মুখে ক্লোরোফর্ম দেওয়া রুমাল চেপে ধরে, তারপর কালো অ্যাম্বাসাডরে তুলে নিয়ে হুস করে পালিয়ে যায়।

আটের দশক পর্যন্ত কিডন্যাপিং-এর রূপ ছিল এমনই একমাত্রিক। কিন্তু নয়ের দশক পরবর্তী সময়ে পৃথিবী পুরোপুরি পালটে গেল, সেইসঙ্গে পালটে গেল কিডন্যাপিং-এর রকমসকম। ইন্টারনেট এল, সঙ্গে এল স্মার্ট ফোন এবং তারও এক দশক পরে ভয়ংকর সাড়া জাগিয়ে এল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। *এরপর ষোলোর পাতায়*

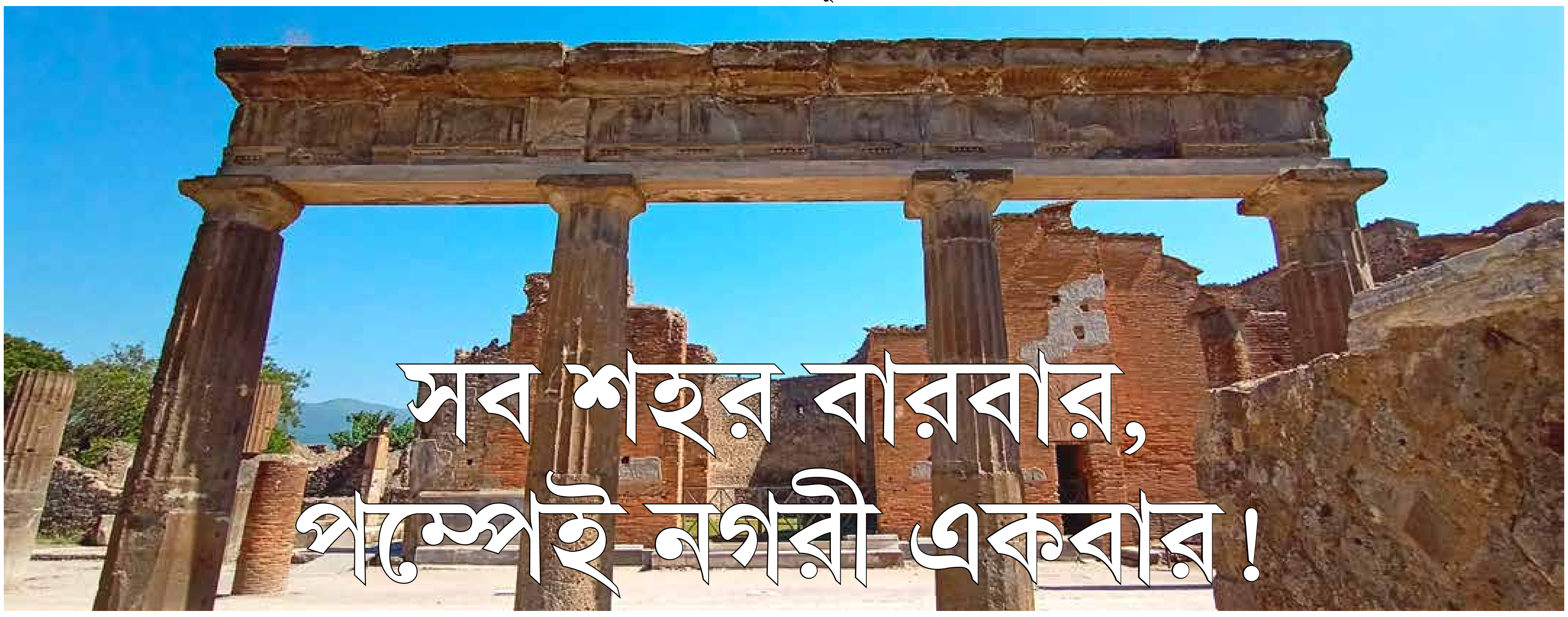

সব শহর বারবার, পম্পেই নগরী একবার!

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

ছোটবেলায়, ইতিহাস বইয়ে যেমন রোমান কলোসিয়ামের ছবি থাকত, তেমনি পম্পেই নগরীর কথাও থাকত। বছর তিনেক আগে প্রথম ইউরোপ সফরে গিয়ে ইতালির রোম শহরের সেই আশ্চর্যতম ও দৈত্যাকার, গোলাকার একটি চারতলা প্রেক্ষাগৃহ, 'রোমান কলোসিয়াম' দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এটাই পৃথিবীর সবচাইতে প্রাচীন রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটার! কিন্তু ইতালিরই আরেক বিস্ময়, রোম শহর থেকে মোটামুটি ২০০ কিলোমিটার দূরে, ইউনেসকো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, পম্পেই নগরীতে গিয়ে ভুলটা ভেঙেছিল; অধিক বিস্মিত হয়েছিলাম। রোমের 'রোমান কলোসিয়াম' ১৯৫৩ বছরের পুরোনো; আর পম্পেই নগরীতে যে 'পম্পেই অ্যাম্ফিথিয়েটার'-টির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, সেটা তারও ১৫০ বছর আগে নির্মিত হয়েছিল। ৮০ খ্রিস্টাব্দে রোমান কলোসিয়ামের প্রাথমিক নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়, আর পম্পেই নগরীর অ্যাম্ফিথিয়েটারটি নির্মিত হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের জন্মের ৭০ বছর আগে। এই হল পম্পেই নগরীর রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিকতা!

বিশেষজ্ঞদের মতে পম্পেই, ২০০০ বছরেরও প্রাচীন পৃথিবীর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ রোমান শহরের ধ্বংসাবশেষ। খ্রিস্টপূর্ব ৭ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই শহরের উত্থান হয়েছিল বলে জানা যায়। ৭৯ খ্রিস্টাব্দে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত অগ্ন্যুৎপাতে শহরটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বলা হয় দু'দিন ধরে চলা এই ধ্বংসলীলায় পম্পেই নগরীর ২০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে অন্তত ২ হাজার অধিবাসীর মৃত্যু হয়। প্রায় ১৭০০ বছর ধরে মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা এই পম্পেই নগরীর আবিষ্কার-কাহিনী, আমরা ছোটবেলায় ইতিহাস বইতে পড়েছিলাম। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে স্থপতি ডোমেনিকো ফন্টনো প্রথম পম্পেইয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। ১৭৪৮ সালে, মানে, ধ্বংস হওয়ার ১৬৬৯ বছর পর, নেপোলির রাজার বদান্যতায় স্প্যানিশ প্রকৌশলী, রোক জোয়াকিন ডি আলকুরিয়ের-এর নেতৃত্বে পম্পেই-এ খননকার্য শুরু হয়। খননকাজ শুরুর ১৫ বছর পর একটি শিলালিপি থেকে পাওয়া সূত্র অনুযায়ী শহরটিকে পম্পেই রিপাবলিক বলে শনাক্ত করা হয়। তারপর প্রায় সওয়াশো বছর ধরে ধাপে ধাপে খননকাজ চলার পর বিস্ময়কর প্রাচীন রোমান নগরীটির ধ্বংসাবশেষ জেগে ওঠে। জেগে ওঠে জনপদ, মন্দির, গির্জা, স্নানাগার, কুয়ো, নানান পুরাকীর্তি, ভাস্কর্য, স্টেডিয়াম, ব্রথেল, বাজার, লন্ড্রি, বাংলোবাড়ি ও অনেক আবালবৃদ্ধবনিতার মৃতদেহ সহ নানান কীর্তি। খননকারী ও পুরাতাত্ত্বিকরা এই প্রাচীন নগরী দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। বলা হয়, পম্পেই নগরী আবিষ্কার আধুনিক পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

১৮৭৪-এর পর থেকে ইতালির ক্যাম্পানিয়া প্রদেশের নেপলস-এর অন্তর্গত ভিসুভিয়াস পাহাড়তলির পম্পেই নগরীর সেই বিস্ময়কর ধ্বংসাবশেষকে স্বচক্ষে দেখার জন্য ১৭০ একরের আদি নগরীটিকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তারপর বিগত প্রায় ২৫০ বছর ধরে বিশ্বের মানুষ পম্পেই নগরীতে আসছেন আর এই একটুকরো আদিম ও আধুনিক শহর দেখে বিস্মিত হচ্ছেন। দু'হাজার বছরের প্রাচীন শহরের প্রায় রেপ্লিকা চাক্ষুষ করা আধুনিক পৃথিবীর কাছে স্বপ্ন ছিল। সরকারি হিসেবে এখন বছরে ২.৫ থেকে ৪ মিলিয়ন পর্যটক আসেন, পম্পেইয়ে। টিকিট ১৮ ইউরো। ২০২৫-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, সেদিনের হিসেবে ভারতীয় টাকায় পম্পেই-এর টিকিটের মূল্য দাঁড়ায় মাথাপিছু ১৮৯২ টাকা। আমাদের চারজনের ওই প্রায় ৮ হাজার টাকার মতো টিকিট লেগেছিল। স্বপ্নের মতো এই পম্পেই সফর সম্ভব হয়েছিল আমাদের নেদারল্যান্ডসবাসী কন্যা, পৃথার আনুকূল্যে।

রোমা টার্মিনি সেন্ট্রাল (রোম টার্মিনাল) থেকে একটি হাইস্পিড ইটালো ট্রেনে প্রায় দেড় ঘণ্টায় আমরা নেপোলি সেন্ট্রালে পৌঁছোই। তারপর সেখান থেকে আবার একটি লোকাল ট্রেনে ৪০ মিনিটের জার্নি করে পম্পেই স্টেশনে পৌঁছোই। পম্পেই পৌঁছোনোর একটু আগে থেকেই ভিসুভিয়াস পাহাড়ের জোড়াচূড়া দেখা যায়। পম্পেই স্টেশনের যত কাছে ট্রেন যায়, ভিসুভিয়াসও ততই স্পষ্টতর হয়। আমরা একটি খলনায়ক আগ্নেয়গিরিকে প্রত্যক্ষ করতে করতে এগিয়ে যাই, দু'হাজার বছরের প্রাচীন পম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষের দিকে। পম্পেই স্টেশন থেকে পম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষে হাঁটা পথে পৌঁছাতে ৩০ মিনিট সময় লাগে।

আয় মন বেড়াতে যাবি

ফলে আমাদের রোম শহরের এআরবিএনবি থেকে পম্পেই নগরীতে পৌঁছোতে সময় লেগেছিল প্রায় তিন ঘণ্টা। পম্পেই নগরী ওয়ান-ডে ট্রিপ। আমরাও সেদিনই পম্পেই ঘুরে রাতে ফের রোমে ফিরে এসেছিলাম।

এবার খুব, সংক্ষেপে, পম্পেইয়ে কী কী দেখলাম? পম্পেই নগরীর প্রাণকেন্দ্র হল, পম্পেই ফোরাম। পর্যটকরা এখানেই ভিড় জমান। পম্পেইয়ের এই প্রাণকেন্দ্রের ঠিক পেছনে আজও দাঁড়িয়ে ভিসুভিয়াস পাহাড়ের দুটি চূড়া। এখানে জুপিটার, মানে রোমানদের বৃহস্পতি, বজ্র ও আকাশের দেবতা, জুনো, মানে প্রাচীন রোমান দেবতাদের রানি এবং মিনার্ভা, মানে প্রজ্ঞা, ন্যায়, আইন ও যুদ্ধের রোমান দেবীর মন্দির ছিল। পম্পেই ফোরামে ছিল গ্রিক দেবতা, জিউস ও আইসিসের মন্দির ও গির্জার ধ্বংসাবশেষ। এসবের ধ্বংসাবশেষ আপনাকে নিয়ে যাবে ২ হাজার বছর অতীতের রোমান নগরীটিতে। গোটা শহরটিতে ছড়িয়ে আছে মোজাইক করা পাকা বাড়িঘর, কমিউনিটি হল, বেকারি, চিত্র ও ভাস্কর্যের গ্যালারি, গণ-স্নানাগার, কুয়ো ও ব্রথেল বা প্রচুর অশ্লীল দেওয়াল চিত্র সহ পতিতালয়ের বিস্ময়কর কিছু ধ্বংসাবশেষ। ২০ হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট উন্মুক্ত স্টেডিয়ামের কথা আমরা আগেই বলেছি, যাকে পম্পেই অ্যাম্ফিথিয়েটার বলা হয়। এই অ্যাম্ফিথিয়েটারে গ্ল্যাডিয়েটারদের লড়াই হত।

অনেকেই জানেন, পম্পেই নগরীর রোমান জীবনযাপন কল্পনা করে লেখা, ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, উনিশ শতকের বিশিষ্ট ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার, এডওয়ার্ড জর্জ আর্ল বুলওয়ার লিটন-এর লেখা 'দ্য লাস্ট ডেজ অফ পম্পেই' উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। শিলিগুড়িতে, একটি ইংরেজি বইয়ের দোকানে বইটি দেখে বেশ রোমাঞ্চই হল! পম্পেই নগরীকে কেন্দ্র করে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোও রোমান নগরী পম্পেইয়ের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করেছে। যার মধ্যে ২০১৪ সালে ডব্লিউএস অ্যান্ডারসনের পরিচালনায় 'পম্পেই' ছবিটি অন্যতম।

জানা যায়, ইতালি তাদের দেশের এই দ্বিতীয় জনপ্রিয় পুরাতাত্ত্বিক পর্যটনকেন্দ্র থেকে বছরে ২০ লক্ষ ইউরো আয় করে। পম্পেই নগরীতে যেদিন ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তখন নাকি পম্পেইবাসীরা এই ভিসুভিয়াস পাহাড় ও আগ্নেয়গিরির দেবতার উদ্দেশ্যে পুজো ও উৎসব করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী কারণে, কোন পাপের শাস্তি হিসেবে এই ভিসুভিয়াসই পম্পেইকে ধ্বংস করেছিল, সেটা আজও রহস্যাবৃত। এই কারণে অভিশপ্ত পম্পেই নগরী থেকে সুভ্যেনির হিসেবে পাথর কুড়িয়ে আনা অমঙ্গলসূচক বলে বিশ্বাস করেন অনেক পর্যটক। স্বচক্ষে উদ্ধারকৃত পম্পেই নগরী দেখে এই লেখকের যেমন খলনায়ক, ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরিকে রহস্যময় মনে হয়েছে, তেমনি পম্পেই ফোরামে স্থাপিত বল্লম হাতে একটি নরাশ্ব বা নরঘোটকের ব্রোঞ্জমূর্তিটিকেও (Equestrian Statue) রোমানদের বীরত্ব ও দৈবশক্তি-নির্ভরতার একটি অধিক রহস্যময় প্রতীক বলে মনে হয়েছে। আর ইতালীয় পুরাতাত্ত্বিক বাহিনী দ্বারা পুনর্নির্মিত পম্পেই নগরীতে সবচাইতে বেশি যে ভাস্কর্যটি প্রাচীন এই শহরটির ট্র্যাজেডির চিহ্ন হয়ে জেগে আছে, সেটি হল একটি কাচের বাক্সে সংরক্ষিত দুটি পুরুষের দেহাবয়ব, যাদের একজনের বয়স ছিল ৪৫, আরেকজন ছিল ১৮ বছরের কিশোর। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে আছে। এই প্লাস্টার-পুনর্নির্মাণ দেখে কেউ কেউ এটাকে পম্পেইয়ের শেষ প্রেমিক-প্রেমিকাও বলে থাকেন! দু'হাজার পম্পেইবাসীর মধ্যে এই দুজন হতভাগ্যও ৭৯ খ্রিস্টাব্দে ঘটে যাওয়া ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে মারা গিয়েছিল।

দিশা দেখিয়েছিলেন রাবণ

পনেরোর পাতার পর

অপহরণের সঙ্গে মিশে থাকে হত্যা, ধর্ষণ, অত্যাচার কিংবা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার মতো বিষয়। অপহরণকারীদের দাবি যদি মেনে না নেওয়া হয়, তবে তার ফল কী হতে পারে, সেটি সহজেই অনুমান করা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, কাশ্মীরে বা ভারতের উত্তর-পূর্বের বেশ কিছু রাজ্যের কথা, যেখানে রাজনৈতিক সুবিধে লাভের জন্য জঙ্গীগোষ্ঠীগুলি একসময় রাজনৈতিক নেতা থেকে সাধারণ মানুষকেও কিডন্যাপ করত। জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট যেমন ১৯৮৯ সালে কিডন্যাপ করেছিল তদানীন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুফতি মোহাম্মদ সৈয়দের মেয়ে রুবাইয়াকে। রাজনৈতিকভাবে তারা সফল হয়েছিল। মুক্তি দিতে হয়েছিল ভারতের জেলে বন্দি পাঁচ উগ্রবাদীকে। আবার জামাতা ও আরও দুজনের সঙ্গে, কন্নড় ছায়াছবির সুপারস্টার

একটা সময় কালো মানুষজনকে অপহরণ করে বিভিন্ন কাজে লাগানোর দোষে অভিযুক্ত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের অপহরণের তালিকায় আবু ওমর, আলভারেজ মাচেন থেকে শুরু করে সাদ্দাম হোসেন সহ অনেকেই আছেন।

ডঃ রাজকুমার অপহৃত হয়েছিলেন। সৌজন্যে চন্দনদস্যু বীরাপ্পন। দাবি ছিল 'টাডা' আইনে যাদের ধরা হয়েছে তাদের মুক্তি, কর্ণাটকে তামিল ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার স্বীকৃতি ও তামিলনাড়ুকে কাবেরীর জলের সমভাগ। এই কিডন্যাপের দুই রাজ্যের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকে। সুতরাং বলা যায়, রাজনৈতিক অপহরণের ফল সুদূরপ্রসারী। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি মাদুরোর অপহরণও ঠিক সেরকমই একটি ঘটনা। এর ফলে, আগামীদিনে বিশ্ব রাজনীতি কোনদিকে বাঁক নেবে, দেখার বিষয় সেটিই।

যে রাজনৈতিক অপহরণগুলি দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে নাৎসি অফিসার অ্যাডলফ ইচম্যানের কিডন্যাপিং অন্যতম। ১৯৬০ সালে ইজরায়েলের গুপ্তচরবাহিনী মোসাদ তাঁকে আর্জেন্টিনায় অপহরণ করে। যুদ্ধ অপরাধী ও মানবতার শত্রু হিসেবে বিচারের পর, ১৯৬২ সালে, ইজরায়েলের রমলা শহরে, তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। আবার, ১৯৩৬ সালে চিয়াং-কাই-শেক কিন্তু কিডন্যাপড হয়েছিলেন সম্পূর্ণ কারণে। জাপানের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তিনি যাতে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে হাত মেলান, সেটাই ছিল অপহরণকারী ঝ্যান খুয়েলিয়াঙ এবং ইয়াং হুচেনের উদ্দেশ্য। মজার কথা হল, এই দুজনই ছিলেন চিয়াং-কাই-শেকের নিজের দলের লোক ও তাঁর অধস্তন। দুই সপ্তাহ পরে তিনি অবশ্য মুক্তি পান এবং মৌখিকভাবে জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়তে রাজি হন।

১৯৭৪ সালে গোটা বিশ্বের সংবাদপত্রে শিরোনাম হয়ে উঠেছিলেন আমেরিকার অভিনেত্রী প্যাটি হার্স্ট। ধনকুবের উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্স্টের কন্যাকে উগ্র বামপন্থী সিম্বিওনিজ লিবারেশন আর্মি অপহরণ করেছিল। কয়েক সপ্তাহ পর প্যাটি নিজেই অপহরণকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যাংক ডাকাতি করেন। ধরা পড়বার পর অবশ্য তাঁকে 'স্টকহোম সিনড্রোমে' আক্রান্ত বলে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু ইতালির প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আলদো মোরো-কে শেষ পর্যন্ত হত্যা করেছিল 'রেড ব্রিগেড'। ১৯৭৮ সালে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল। তদানীন্তন ইতালি সরকার তাঁর মুক্তির ব্যাপারে কোনও সমঝোতায় আসতে চায়নি। রাজনৈতিক অপহরণের আর একটি চমকপ্রদ উদাহরণ হল, লেবানিজ প্রধানমন্ত্রী সাদ হাইরির অপহরণ। রিয়াধ পরিদর্শনের সময় তাঁকে অপহরণ করে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। তেহরানের আমেরিকান এমব্যাসির দখল নিয়ে ৪৪৪ দিন ধরে বন্দি শাহ-কে প্রত্যর্পণের দাবিতে ৫২ জন কর্মীকে অপহরণ করে রাখা, সম্ভবত অন্যতম দীর্ঘ কিডন্যাপিংয়ের ঘটনা।

এরকম উদাহরণ প্রচুর। কী করে ভোলা যায় নাইজিরিয়ার কুখ্যাত বোকো হারেমের অপহরণের ঘটনাগুলি? কিংবা অপহরণের পর, অপহৃতের মাথা কেটে ফেলে দুনিয়াকে দেখানো অতি উগ্রবাদী আইসিস জঙ্গিদের? ল্যাটিন আমেরিকা, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু রাষ্ট্রে গল্পটা আবার অন্য। এই সব দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক নানা কারণে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। ফলে অপহরণ সেখানে অত্যন্ত সাধারণ বিষয়। কিন্তু সমস্যা হল, সেই অপহরণের লক্ষ্য থাকে শিশু-কিশোররা। অপহরণের পরে তাদের জোর করে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করার ঘটনাও অজানা নয় কারও। এই সব অঞ্চলে ২০০৫ থেকে ২০২৩ অবধি অপহরণ ও অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা মোট ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার। বাস্তবে এই সংখ্যাটি আরও বেশি। কেননা বহু ঘটনা সামনেই আসেনি। একই কথা বলা যায় শ্রীলঙ্কার এলটিটিই-দের প্রসঙ্গেও। একই উদ্দেশ্যে তারাও সাধারণ নাগরিকদের অপহরণ করত। রাজনৈতিক দরকষাকষির জন্য আরও বহুজনকেই কিডন্যাপ করেছিল তারা।

একটা সময় কালো মানুষজনকে অপহরণ করে বিভিন্ন কাজে লাগানোর দোষে অভিযুক্ত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের অপহরণের তালিকায় আবু ওমর, আলভারেজ মাচেন থেকে শুরু করে সাদ্দাম হোসেন সহ অনেকেই আছেন। এই তালিকায় ওসামা বিন লাদেনকে হয়তো যোগ করা যাবে না, তাঁর ঘৃণ্য কাজের জন্য। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সেই হত্যাকাণ্ডের তাৎপর্য নিঃসন্দেহে আলাদা ছিল। রাজনৌতিক অপহরণের কুটিল খেলায় পিছিয়ে নেই বিশ্বের অন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও।

আসলে 'রাজনৈতিক অপহরণ' বিষয়টি শুধুমাত্র গল্প, সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের বিষয় নয়। বাস্তবের কিডন্যাপিং অনেক বেশি নাটকীয় ও নির্মম। স্বাভাবিকভাবেই এর পক্ষে ও বিপক্ষে জনমত রয়েছে। প্রেসিডেন্ট মাদুরোর কিডন্যাপ ঘিরেও সারা বিশ্ব স্পষ্ট দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য কিছুই যায় আসে না। বরং যতদিন রাজনীতি-পররাষ্ট্রনীতি থাকবে, রাজনৈতিক অপহরণ চলবেই। তার জন্য আমরা কী বললাম তার তোয়াক্কা করে কে!

চিন্তা বাড়িয়ে তুলছে সাইবার কিডন্যাপিং

সাইবার কিডন্যাপিং-এর বাড়বাড়ন্ত পুলিশের পাশাপাশি সাইবার অপরাধ বিশেষজ্ঞদের কপালেও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। চিন্তার অন্যতম কারণ সহজলভ্য এআই প্রযুক্তি।

পনেরোর পাতার পর

গত তিন দশকে আমাদের যাপন আমূল প্রযুক্তি-নির্ভর হয়েছে। প্রযুক্তির খবরদারির জেরে দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে পেশাগত কাজে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি পালটে গিয়েছে অপরাধীদের কর্মপন্থা বা মোডাস অপারেন্ডি। তাই কিডন্যাপিং বা অপহরণও হয়ে উঠেছে ডিজিটাল, স্মার্ট ও এআই নির্ভর!

বছর দুয়েক আগের ঘটনা। আমেরিকায় পড়তে গিয়েছিল চিনের কিশোর কাই জুয়াং। আচমকা একদিন সে উধাও হল। তার মোবাইল ফোনও সুইচড অফ। চিনে কাই-এর বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা যখন চরমে, তখন তাদের কাছে অপহরণকারীর ফোন গেল। ছেলেকে জীবিত ফিরে পেতে হলে চাই প্রায় কোটি টাকা মুক্তিপণ। দুশ্চিন্তায় কাতর কাই-এর বাবা-মা দ্বিরুক্তি করেননি, অপহরণকারীদের দাবি মেনে $৮০,০০০ (প্রায় ৭২ লাখ ভারতীয় রুপি) মুক্তিপণ দিলেন।

মুক্তিপণ দেওয়ার কয়েক দিন পর কাই-কে খুঁজে পাওয়া গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা এলাকার জনহীন পার্বত্য অঞ্চলে এক তাঁবুতে। কে অপহরণ করেছিল তাকে? পুলিশি তদন্তে জানা গেল, ঘটনার সপ্তাহ দুয়েক আগে কাই-এর সঙ্গে কয়েকজনের অনলাইনে পরিচয় ঘটেছিল। কথাবার্তায় তারা অতি মার্জিত, মিষ্টভাষী। কাই-এর সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব জমে উঠতে দেরি হয়নি। তারা কথায়-কথায় জেনে নিয়েছিল কাই-এর বাবা-মায়ের উপার্জনের পরিমাণ, ছেলেকে তারা কত হাতখরচ পাঠান ইত্যাদি। এরপর একদিন তারা কাই-কে ফোন করে বলে, দেশে তার বাবা-মায়ের খুব বিপদ। অপরাধীরা তার পরিবারের চরম ক্ষতি করতে পারে। তাই কাই যেন আপাতত বাবা-মাকে ফোন না করে এবং নিজের ফোন সুইচড অফ করে কোনও জনহীন এলাকায় গিয়ে কিছুদিন লুকিয়ে থাকে, না হলে অপরাধীরা তার ফোনের লোকেশনের সূত্র ধরে তারও ক্ষতি করতে পারে। দুষ্কৃতীদের সুচতুর কথাবার্তায় কাই ভয় পেয়ে, ফোন বন্ধ করে উটার এক নির্জন অঞ্চলে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল।

কাই-এর সঙ্গে যা ঘটেছিল তা আসলে 'সাইবার কিডন্যাপিং'। শব্দটি অচেনা লাগা স্বাভাবিক, কারণ ডিজিটাল দুনিয়ায় এ এক নতুন ধরনের অপরাধ, যেখানে দুষ্কৃতীরা বাস্তবে কোনও ব্যক্তিকে অপহরণ না করেও মোটা টাকা মুক্তিপণ আদায় করে নেয়। এক্ষেত্রে দুষ্কৃতীরা মূলত অনলাইনে তাদের শিকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। তারপর সেই ব্যক্তির বিশ্বাস অর্জন করে দুষ্কৃতীরা জেনে নেয় তার বা তার পরিবারের উপার্জনের পরিমাণ, ঠিকানা, পরিবারের অন্য সদস্যর প্রয়োজনীয় তথ্য। এরপর তারা সেই ব্যক্তির এমনভাবে মগজধোলাই করে, যাতে সে ভয় পেয়ে বা অন্য কোনও কারণে কিছুদিনের জন্য পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় কিংবা অনেক ক্ষেত্রে তারা সেই ব্যক্তির ফোনটি চুরি করে বা সেটি নষ্ট করে, যাতে সে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে। এরপর দুষ্কৃতীরা সেই ব্যক্তির পরিবারকে ফোন করে অপহরণের গল্প ফাঁদে এবং মোটা মুক্তিপণ আদায় করে।

কাই জুয়াং-এর মতো ঘটনা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যে ঘটেছে। সাইবার কিডন্যাপিং-এর এই বাড়বাড়ন্ত পুলিশের পাশাপাশি সাইবার অপরাধ বিশেষজ্ঞদের কপালেও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। চিন্তার অন্যতম কারণ সাম্প্রতিককালে সহজলভ্য এআই প্রযুক্তি। কারণ অপহরণের গল্পকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে, আগামীতে দুষ্কৃতীরা 'গুগল ভিও'-এর মতো এআই প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারে। 'অপহৃত' ব্যক্তি তাদের হেপাজতে রয়েছে বা তার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এমন বাস্তবধর্মী ডিপফেক ভিডিও তারা সহজেই তৈরি করে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিবারকে পাঠিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে পারে।

শুধু ডিপফেক ভিডিও নয়, এআই প্রযুক্তির সাহায্যে যে কোনও ব্যক্তির গলার স্বরও ক্লোন অর্থাৎ প্রায় হুবহু নকল করা সম্ভব। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে রিল বা ওই জাতীয় ভিডিও পোস্ট করেন। এমন ভিডিও থেকে সহজেই সেই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর কপি করে, তারপর এআই-এর সাহায্যে সেটি ক্লোন করা সম্ভব। এভাবে দুষ্কৃতীরা এআই-এর সাহায্যে 'অপহৃত' ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ক্লোন করে, তা সেই ব্যক্তির পরিবারকে ফোনে শুনিয়ে মুক্তিপণ দাবি করতে পারে। এই ধরনের ভিডিও বা অডিওর সাহায্যে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা মোটেই কঠিন নয়। তাই আগামীদিনে সাইবার কিডন্যাপিং যে ভয়ংকর মাত্রায় পৌঁছাতে চলেছে, তা নিয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই।

অনলাইন দুনিয়ায় আরও এক ধরনের কিডন্যাপিং রয়েছে, তা হল 'ডিজিটাল কিডন্যাপিং'। এই ধরনের কিডন্যাপিং-এর প্রধান কারণ মানসিক বিকার, মুক্তিপণ আদায় নয়। 'ডিজিটাল কিডন্যাপিং' হল, যখন কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা অন্যের বাচ্চার ছবি চুরি করে এবং সেগুলোকে নিজেদের টাইমলাইনে এমনভাবে পোস্ট করে, যাতে লোকজন মনে করে যে, শিশুটি তার নিজেরই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই শিশুটির বাবা-মা হিসাবে নিজেদের দাবি করতে দুষ্কৃতীরা নকল প্রোফাইলও তৈরি করে।

মনোবিদদের মতে, এমনটা করার পিছনে প্রধান কারণ আত্মপ্রচার। শিশুদের ছবির পোস্টের এনগেজমেন্ট বেশি। তাই অনেকেই বেশি লাইক, কমেন্ট পাওয়ার জন্য এবং ফলোয়ারের সংখ্যা, পোস্টের এনগেজমেন্ট বাড়াতে অন্যের শিশুর ছবি অনলাইনে পোস্ট করে থাকে। অর্থ আদায় উদ্দেশ্য না হলেও, অনুমতি ছাড়া এবং মিথ্যে পরিচয় দিয়ে অন্যের বাচ্চার ছবি পোস্ট করাও কিন্তু গুরুতর অপরাধ।

অপরাধ সম্পর্কে তো জানলেন, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করবেন কীভাবে?

সবচেয়ে বড় অস্ত্র সচেতনতা। সাইবার ও ডিজিটাল কিডন্যাপিং সম্পর্কে নিজের পরিবার, পরিচিতদের সচেতন করুন। বিকল্প নম্বরের ব্যবস্থা করুন, যাতে মোবাইল ফোনে পরিবারের কারও সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব না হলে বিকল্প নম্বরে যোগাযোগ করা যায়। অনলাইনে (অফলাইনেও) অপরিচিতদের সঙ্গে নিজের ও পরিবারের উপার্জন ও অন্যান্য তথ্য শেয়ার করবেন না। যতই উপার্জন করুন না কেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবিতে তা কাউকে বুঝতে দেবেন না। অপহরণের দাবি করে কেউ আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের ভিডিও বা অডিও পাঠালে তা অনলাইন এআই টুল দিয়ে চেক করুন এবং পুলিশে যোগাযোগ করুন। সতর্ক থাকুন, নিরাপদ থাকুন।

একদিন প্রতিদিন

অনুরাধা সেন

ছবি : এআই

উল বুনতে বুনতে বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন কনকময়ী। এ মরশুমে ছেলেটার জন্য এই সোয়েটারটা শেষ করতেই হবে। মেয়েরগুলো পরিয়ে চার বছর বয়স পর্যন্ত পার করেছেন। সামনের মাসে ননদের বিয়ে। এই প্রজন্মের প্রথম পুত্রসন্তান। শ্বশুর-শাশুড়ি বেশ খুশি। হসপিটালে দেখতে গিয়ে শ্বশুর রসিকলালের মনে হয়েছিল– এ শিশু গাড়ি চড়ে ঘুরবে। উঁচু পদে থাকবে। মেয়ের পরে ছেলে, সকলেই যেন একটু বেশি খুশি- মেয়ে হলে সমস্যা বাড়ত। শাশুড়ি প্রতিদিন নিয়ম করে নাতনিকে দিয়ে তুলসী গাছে জল দিয়ে ভাই চাইতে বলতেন। যাক ঠাকুর শুনেছেন প্রার্থনা। হিরণমালার আটটি মেয়ে, তাদের পাত্রস্থ করতে তো কম বেগ পেতে হচ্ছে না। রাতে হাতজোড় করে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামই ভরসা।

আজ প্রায় পাঁচ বছর ধরে ডুয়ার্সের এই স্কুলে আছেন। স্কুলটি এখনও সরকার অনুমোদিত হয়নি, তাই বেতন বলতে যা বোঝায় তা পান না। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল বসাক একরকম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে এ বিদ্যালয়ের চলার রসদ সংগ্রহ করেন। তবে স্থানীয় মানুষেরা অধিকাংশই '৭১-এ বাংলাদেশ থেকে এদেশে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু মানুষ। যারা কোনওরকমে একবস্ত্রে এদেশে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু শিক্ষাই একমাত্র ফেলে আসা সোনালি জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবে– স্কুলটা তাই খুব প্রয়োজনীয় তাদের কাছে। তাদের কৃপাতেই মাঝে মাঝে কখনও ক্যাশ বা কাইন্ড জোটে। যেমন স্কুলের সেক্রেটারি সুনীলবাবু একটা গাছ কেটে তার গুঁড়িটা খণ্ড খণ্ড করে এক-একটা টুকরো শিক্ষকদের দিলেন বেতন হিসাবে। তারপর আর ছয় মাস কিছুই পাননি বেতন হিসাবে। হাতে টানাটানির সময় পার হচ্ছেন। তাই পুরোনো সোয়েটার খুলে তার সঙ্গে সাদা ক্রচেট মিশিয়ে যুদ্ধ জয়ের অদম্য প্রয়াস কনকময়ীর।

ঢাকা থেকে বারো বছর বয়সে এদেশে এসেছেন একরকম পালিয়ে। তারপর ষোলো বছর আর বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখাই হয়নি। তাই হয়তো নিজের ইচ্ছার সঙ্গে সময়ের গুরুত্ব দিতে শিখেছেন। স্ট্যান্ডে বসে সোয়েটার বোনেন প্রায় সারাবছর। অপেক্ষার সদ্ব্যবহার। বড় পরিবারের বড় বৌ। সকলেই তাঁর হাতে বানানো সোয়েটার পরতে পছন্দ করে। বাড়িতে সময় কোথায়? ভোরে উঠে গোবর কুড়িয়ে আনেন ধ্রুবপদ আর সেই গোবরের সঙ্গে কয়লার গুঁড়ো আর ভাতের মাড় মিশিয়ে টিন বা কাঠের ওপর গোলাকার আকৃতির গুল দেন কুপি জ্বালিয়ে। উনুন জ্বালাতে এগুলো বেশ কাজ দেয়। সাশ্রয়ও হয়। অভাবের সংসারে এ রকম ছোট ছোট ট্রিকস অনেক কাজে আসে। অন্তত মাসের শেষ সপ্তাহে র‍্যাশন তোলার টাকাটা যদি বাঁচানো যায়।

বাসস্ট্যান্ডে বসে থাকতে হয় অনেকটা সময়। বাসের সংখ্যা কম। স্ট্যান্ড বলতে চারটে বাঁশের খুঁটির ওপর খড়ের ছাউনিতে একটি বাঁশের মাচা। বর্ষায় ছাট আর শীতের হাওয়ার ঝাপটা, সবেরই মুক্তাঙ্গন। হাতিমার্কা সরকারি বাস আর ধ্যাড়ধেড়ে হাটবাসই চলে। তাই বাড়ির সকলের

ছোটগল্প

সোয়েটার এভাবেই তিনি বুনেছেন। এখনও মেশিনে বোনা সোয়েটার বড় দুর্লভ। আর সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নয়। পাশের বাড়ির মেয়েটার একটা নীল-হলদে সোয়েটার আছে। সেটা দেখে মেয়েটাও বায়না ধরেছে পিসির বিয়ের আগে ওই রকম একটা সোয়েটার চাই। কনকময়ী জানেন হাতে যে ক'টা টাকা আছে তা দিয়ে দিতে হবে ননদের বিয়েতে। মনটা খারাপ হয় বাচ্চাদের আবদার মেটাতে না পারলে। ছেলে এখনও বায়না করতে শেখেনি কিন্তু নয় বছরের মেয়েটা। হরেকৃষ্ণ চুড়ি, কুরবানি জামা, সবই চাই। দিতে না পারলে রাগ ও জেদ দুটোই করে। ওইটুকু মেয়ে প্রিন্টেড ছাতা ছাড়া ব্যবহার করতে চায় না। ওর বাবা ওকে ওই ছাতা কিনে দেবে না। তাই ও ছাতা ছাড়াই সর্বত্র চলাফেরা করে। কনকময়ীর শাসন সে খুব একটা মানতে চায় না- মুখে মুখে তর্ক করে। অসহ্য বেপরোয়া মনে হয় কনকময়ীর-- অনেকটা যেন পিসিদের মতো অহংকারী।

> সন্ধ্যার মুখে কনকময়ী বাড়ি ঢুকতেই কোথা থেকে এক পা ধুলো নিয়ে এসে উপস্থিত হল মেয়েটা, গায়ে একটা গরম জামাও নেই। মাকে দেখেই বলল– খেতে দাও, পড়তে বসব। বাড়ির কাজে কোনও মন নেই কিন্তু পড়ার কাজটা সে ভালোবেসেই করে। ছেলেটা লীলার কোলে। লীলার মা নেই। বাবা পূর্ব বাংলায় ফিরে গেছে।

বাস এল প্রায় এক ঘণ্টা বাদে। নাম তার মাটটু। চলে ধীরগতিতে। ছাগল, হাঁস-মুরগির খাঁচা, শাকসবজি, মাটির হাঁড়ি, অ্যালুমিনিয়ামের কড়াই-কেটলি, মানুষ সবেরই সহাবস্থান। আর একটি বস্তু এখানে খুবই সহজলভ্য- হাঁড়িয়া। তারও ঠাঁই হয় বাসের পেছনের দিকে। খদ্দের পেলে বেচাকেনাও সেরে নেয় হাঁড়িয়া রমণীরা। বাসের দুটি দরজা। অলিখিতভাবে হলেও সামনের আর পেছনের দরজার যাত্রীদের ফারাক আছে। কনকময়ীরা কখনও পেছনের দরজা খুব দরকার না হলে ব্যবহার করেন না। মাসপয়লা হাটের দিনে তো নয়ই। এদিন চারপাশে দিলদরিয়া বাগিচা শ্রমিকের ছড়াছড়ি। মদেশীয় হাঁড়িয়া রমণী বুধনীর কালো চোখের তারায় মায়াময় আবেশ। ঘরে যক্ষ্মা আক্রান্ত মা, অভুক্ত রাজি-খুশির সন্তান। মাসের আধাআধিতেই এদের হাতে আর পয়সা থাকবে না কিন্তু নেশা থাকবে। হাঁড়িয়া দেবার জন্য হাটে-মাঠে ক্যাচাল করবে। বাসের ছাদেও যাত্রীরা বসে-- যারা সাইকেল বেঁধে নেয় বাসের পেছনে, রেডিওর নব ঘুরিয়ে খোলা আকাশের নীচে হাওয়া খেতে খেতে হিন্দি গান শুনতে যাতায়াত করতে ভালোবাসে – বছরভরই। ভেতরে খালি থাকলেও বসবে না।

উল বোনা বন্ধ করেন কনকময়ী। বাস ছাড়বে তখনই যখন দরজাটা আর বন্ধ হবে না। কনডাক্টর চিৎকার করবে- – অউর থোরা ঘুস জাও, অন্দর খালি হ্যায়। ব্যাগের ভেতরে পরীক্ষার খাতাগুলোর পাশে আলাদা একটি কাপড়ের ব্যাগে পেঁচিয়ে চটের ব্যাগে রাখলেন। বাসটাতে পেছনের অর্ধেকটা ভরে গেছে। এবার উঠে না বসলে জায়গা পেতে মুশকিল হবে; এতক্ষণে লক্ষ করলেন ধানখেতের ওপারে মুজনাই নদীর পশ্চিম পাড়ে সূর্য ঢলে পড়ছে একটু একটু করে।

কনকময়ী এই স্কুলে চাকরি করছেন আশায় বুক বেঁধে, একদিন হয়তো সরকার তাঁদের বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করবে। সংসার আরেকটু সচ্ছল হবে- সম্পর্কে উষ্ণতা বাড়বে। ধুলো উড়িয়ে মাটটুও চলতে শুরু করল চা বাগানের বুক চিরে। বিয়ের আগে প্রথম চাকরি পেয়েছিলেন বারবিশা হাইস্কুলে। সুনীতি অ্যাকাডেমির ভালো ছাত্রী ছিলেন। তবে বই কেনা বা স্কুলের ফিটুকুও সহৃদয় দিদিমণিরা দিয়ে দিতেন। আর কনকময়ী তাঁদের ফরমাশ মতো কখনও ব্লাউজের হাতায়, বালিশের কভারে আড়ি কাঁথাস্টিচ এমব্রয়ডরি, পিঠের জন্য চালের গুঁড়ো করা ইত্যাদি কাজ করত। দিদিমণিরাই শিখিয়ে দিতেন এমব্রয়ডরি, উল বোনা, ক্রুশকাঁটা বোনা। আজও মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে বকুলফুল কুড়োনো, মালা গাঁথা– স্বপ্নের মতো মনে হয়। গাড়ি চলছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে। দু'পাশে চায়ের বাগান। এখন পৌষ মাসের বিকেল। রোদটা মরে এসেছে। শেড ট্রির ছায়াগুলো লম্বা হতে হতে একসময় মিলিয়ে যাবে। চোখ ঘুমে বুজে এল। বীরপাড়া চৌমাথায় এসে ঘুমটা ভাঙল কনডাক্টরের ডাকে। সামনেই হরিমন্দির– কনকময়ীর গন্তব্য।

সন্ধ্যার মুখে কনকময়ী বাড়ি ঢুকতেই কোথা থেকে এক পা ধুলো নিয়ে এসে উপস্থিত হল মেয়েটা, গায়ে একটা গরম জামাও নেই। মাকে দেখেই বলল– খেতে দাও, পড়তে বসব। বাড়ির কাজে কোনও মন নেই কিন্তু পড়ার কাজটা সে ভালোবেসেই করে। ছেলেটা লীলার কোলে। লীলার মা নেই। বাবা পূর্ব বাংলায় ফিরে গেছে। পরিবারের লোকেরা এখনও ওখানেই। লীলা অবসরে পড়াশোনা করে। বারো-তেরো বছরের শ্যামলা মেয়েটা কনকময়ীকে ঘরের কাজে সাহায্য করে। লীলার বাবা ফিরে আসবে বলেছে– তখন লীলাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু কবে? কেউ জানে না। ব্যাগটা তারকাঁটায় ঝুলিয়ে রাখলেন। কোনওরকমে হাত-পা ধুয়ে মেয়েকে একটা বাটিতে খানিকটা মুড়ি আর গুড় দিলেন। তারপর কাপড় ছেড়ে নিত্যদিনের মতো সন্ধ্যাবাতি দিতে গেলেন। তুলসীতলায় মাটির ধূপতি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। দু'হাত জোড় করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন কনকময়ী– স্কুলটার সরকারি অনুমোদনের চিঠিটা যেন আগামী মাসেই আসে। ছেলেটা কাঁদছে। সারাদিন মাকে পায়নি। কনকময়ী হ্যারিকেনের আলোয় ছেলে কোলে লীলাকে বলেন, 'আলু-পেঁপে সেদ্ধ দিয়ে ভাত বসা। ও বেলার ফুলকপির ঝোল, মশুরের ডাল আছে।' লীলা নিঃশব্দে হালকা পায়ে চলে যায়। উনুন জ্বালবে। সেখানেও ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কনকময়ী কিছু ছাত্রকে ইংরেজি পড়াচ্ছেন। ছেলেটি কোলে। মেয়েটি ঘুম চোখে ভাত খাচ্ছে। বাড়ির সামনের মাঠে কুয়াশা। দূরে কোথাও শেয়াল ডেকে উঠল একসঙ্গে প্রতিদিনের মতো।

উত্তরের ছড়াকার

দেবাশিস কুণ্ডু

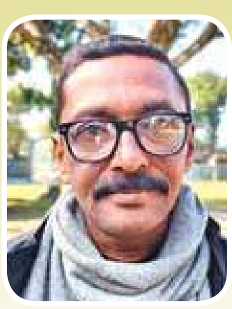

জলপাইগুড়িতে জন্ম ও বেড়ে ওঠা দেবাশিস কুণ্ডুর। বর্তমানে একটি প্রাথমিক স্কুলের সহ শিক্ষক। লিখতে ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসা দেবাশিসের লেখা নানা ছড়ায় প্রতিনিয়ত ফুটে ওঠে। 'প্রেমের চটুল ছড়া', 'কট্টরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের ZONE KNOW' নামে দুটি একক ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও লেখক ও ছড়াকার শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে 'অম্ল ক্ষারক' ও 'টক ঝাল' নামে দুটি ছড়ার বইও ইতিপূর্বে পাঠক দরবারে হাজির হয়েছে। 'মিছিলে সতর্ক ময়ূর' ও গত বছরে প্রকাশিত 'কথা কমে আসছে' নামে দুটি কবিতার বইও আছে। সমস্ত বই-ই পাঠক মহলে বেশ প্রশংসিত। প্রচারের আড়ালে থাকতে পছন্দ করা দেবাশিস এভাবেই লেখালেখিটা আজীবন চালিয়ে যেতে চান।

মার্চে লাচুঙে

জল না চাইতে শরবত,
(আজ) ঘরের দুয়ারে পর্বত;
শিখরে বরফে রোদ্দুর মেঘ...
কাকে ছেড়ে কাকে ধরব?

রোদ্দুর এসে আমাতে মাখছে,
ফের কুয়াশার চাদরে ঢাকছে;
বরফের ফেনা চশমার কাচে,
বুকে ভরে ওঠে গর্ব...
খরচ করেছি, হানিমুনে গেছি
আমরা দুজনে, বর-বউ!!

অণুগল্প

পুরোনো ডায়েরি

রাজু রায়

চারিদিকের ফাঁকা মাঠে রবিশস্যের নরম কোমল সবুজ গালিচা বিছিয়ে আছে। দিকচক্রবালরেখা এখন আর দেখা যায় না। একটা পাণ্ডুর সাদা রঙে আকাশপাতাল মিলিয়ে আছে। নদীর বুকে ফুটে উঠেছে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া খানাখন্দ থেকে শাপলার কন্দমূল উপড়ে ছিঁড়ে পাগলিবুড়ি খোরাকির আয়োজনে ব্যস্ত। ঝোপঝাড়ে কিছু ঢোল কলমি, ভুরভুসি ফুলের ঝাড় চোখে পড়ে। তবে গাছপালার ধূসর চেহারা ও মরা পাতার মাঝে সেসব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।

ছেলেটি গায়ে সোয়েটারের ওপর সুতোর কারুকাজ করা শাল জড়িয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে রোদের অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ কী মনে হতে ঘরে ঢুকে পুরোনো তোরঙ্গ বের করে জংধরা পাল্লাটা মেলে ধরল। ঘেঁটেঘুঁটে টেনে বের করল সুতোয় বাঁধা একটা পুরোনো ডায়েরি। মলাট ছিঁড়লেও বাকিটা অক্ষত। ডায়েরি নিয়ে দেশলাই হাতে ঘরের পিছনের শিউলি গাছের তলায় বসল। প্রথম পাঁচ পাতায় ছিল আঁকাবাঁকা বানান ভুলে ভরা অক্ষরে জ্যাঠতুতো দাদার লজেনচুস দিয়ে চোখের ইঙ্গিতের কথা। টেনে ছিঁড়ে দেশলাই জ্বালিয়ে দিল।

পরের পাঁচ পাতায় ছিল রান্নাবাটি, বরবৌ, কনেসাজা, চুল বাঁধা ইত্যাদি। পাতা ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর ছিল চোদ্দো বছরের স্কুলজীবন। স্যারের ব্যাড টাচ। একবার, না বহুবার সুইসাইড অ্যাটেম্পট। বন্ধুহীন একা নির্বাক চলতে শেখা। আগুনে আহুতি দিল। এর পরের একশো পাতা ছিল যৌবনের। গল্পের পরিসর বেড়েছে খানিক। তবে ওঁদের দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল বকুলতলায়, ছাঁদনাতলায় নয়! তাই কেউ মনে রাখেনি। ছেলেটিই বা একা মনে রেখে দুঃখ পুষে রাখবে কেন! জ্বলে যাক সব। সে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'উফ! যা কনকনে শীত, একটু হাত গরম করে নিই এবার।'

উপসংহার

উৎপল সরকার

আলিপুরদুয়ারের এডওয়ার্ড লাইব্রেরিতে বসে অবিনাশবাবু তাঁর জীবনের শেষ লেখা গল্পের পাণ্ডুলিপির নীচে মোটা অক্ষরে লিখলেন— 'ইতি'। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের লেখক জীবনে আজই প্রথম তার মনে হল, সবটুকুই তো বলা সাঙ্গ হল। শেষ দশ বছর ধরে একাকিত্বের এই বিষণ্ণ পৃথিবীতে চলতে চলতে বৃদ্ধের মনে হচ্ছিল, জীবনের সব সার্থকতা বোধহয় এখানেই থমকে গেল।

লাইব্রেরি থেকে বেরোনোর সময় ফুটপাথে কাল্টুকে দেখতে পেলেন। এই পৃথিবীতে কাল্টু একদম একা। অনাথ এই ছেলেটিকে বেশ কয়েকবছর আগে অবিনাশবাবু একটি সরকারি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ছেলেটি ছেঁড়া কাগজে আপনমনে কলম দিয়ে আঁকিবুকি করার চেষ্টা করছিল। অবিনাশবাবুকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'দাদু, আমার খাতাটা শেষ, তুমি কি শেষ পাতায় কিছু লিখে দেবে?'

অবিনাশবাবুও হেসে ফেললেন। সাইড ব্যাগ থেকে একটা নতুন ডায়েরি বের করলেন। কাল্টুর হাতে দেওয়ার আগে নতুন ডায়েরিতে লিখে দিলেন, 'স্বপ্ন দেখার নতুন শুরু।' হঠাৎ তিনি উপলব্ধি করলেন, একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি মানেই সব সমাপ্ত নয়, বরং অন্য কোনও সম্ভাবনার উন্মোচন। তিনি বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে খুব হালকা ভলিউমে একটা রবীন্দ্রসংগীত চালিয়ে বসলেন। ব্যাগ থেকে পাণ্ডুলিপিটা পরম মমতায় বের করলেন। সদ্যোজাতকে বাবা ঠিক যেমনভাবে প্রথম কোলে নেয়, ঠিক সেভাবেই ওটা টেবিলে রাখলেন। নিজের পাণ্ডুলিপি থেকে 'ইতি' শব্দটি মুছে দিয়ে নতুন করে কলম ধরলেন। লিখলেন, 'আবারও হোক শুরু।'

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

কবিতা

বাবা

শমীক ঘোষ

পুরানো জামা, পুরানো ঘড়ি, কোয়ার্টারের ছোট্ট ঘর--
সাদামাঠা জীবন যাপন
লোকটা নাকি ভারী কৃপণ
বিষয় আশয় কিছুই বোঝে না
লোকটার দাবিদাওয়া শূন্য,
শেষকালে সমস্ত দিয়ে গুছিয়ে গেলেন সংসার
তার ছবিটা এখন দেওয়ালে ঝোলানো
বাৎসরিকে সবাই একটু চেয়ে দেখে, মুছে দেয় ধুলো
দূরের ওই ট্রেনের হুইসেলে ডিজেল শেডের রাস্তায়
সাইকেলে চেপে আজও মনে হয় ঘুরে বেড়ায় বাবা।

উন্মোচন

হিমাচল দাশ

তখনও উন্মুক্ত গর্ভগৃহের
গহন অন্ধকারের সাথে বাঁধন ছিন্ন হল আমার
স্বচ্ছ ভেজা সাদা ওড়না জড়ানো শরীরময়
পবিত্র আঁশটে সুবাস জানান দেয়
দশ মাস কঠোর তপস্যা,
লালিত্যের আর নিরাপত্তার
চিৎকার করে সম্ভাষণ জানাই তোমাদের -
আমি এলাম...
থাকব লড়াই করে তোমাদের সাথে
তোমাদের এই আহ্লাদিত মুখগুলি
পাথেয় করে.....

অনিমিখ

প্রবীর ঘোষ রায়

মানতে যদি না চাও তবু বলছি যা তাই ঠিক,
একটু তোমায় দেখতে চেয়ে এমন অনিমিখ।
দুপুরবেলা প্রখর রোদে পুড়ছে মনের বাড়ি,
মিছিমিছি বারান্দায় শুকোচ্ছে নীল শাড়ি।
ভেবেছিলাম জ্বলতে জ্বলতে কলকাতাতে যাই,
কিন্তু এখন আগের মতো দোতলা-বাস নাই।
একতলাতে শ্রীরাধিকা, দ্বিতলে ত্রিভঙ্গ,
ফঙ্গবেনে বঙ্গদেশ, তবু কতই রঙ্গ।
সেসব দিনে ল্যাম্পপোস্টে লটকানো চিল-ঘুড়ি,
দেখতে পেলেই ওঠ বলতে উঠে পড়তেন ছুড়ি।
চিলেকোঠার সেপাইরা সব কলম নিয়ে হাতে
সারাদুপুর কাটাকুটি খেলতো মেঘের সাথে।
মুঠোয় ধরা লাল নিশান, দিনবদলের ডাক,
গুলির শব্দে ঝুপ-কুয়াশায় উড়ত পাখির ঝাঁক।
জলের ভেতর জ্বলত আগুন, শীতল চিতা-দাহন,
সত্যিটাকে মনে হ'ত রূপকথা সাতকাহন।
ঘরের মধ্যে পথ ঢুকতো, নামতো পথে ঘর,
পথের হদিস হারিয়ে যেত উঠলে বালির ঝড়।
অন্য মানুষ, গল্প একই, অনন্ত প্রতীক্ষা,
সেই অনিমেষ চাইছে আজও দর্শন-ভিক্ষা।

কুয়াশার ক্যালিগ্রাফি

উদয় সাহা

নদীর জলের উপর এক অশরীরী
আত্মার মতন ভেসে চলেছ আজকাল
দেখছি। কিন্তু ছুঁতে পারছি না ...

রাত হলেই সহস্র সাপের শিসের মতো পৌষ উড়ে আসে
বনফায়ারের পাশে কমে আসে লোক

নিশ্চিন্তে ঘুমাও সাধুখাঁ
সব প্রতীক্ষাদের আমি স্নো-ফলের গল্প শোনাই

নিজে থেকে শীত কে-ই বা চায় বলো?

অলিম্পিক স্বপ্ন বনাম ডোপিংয়ের বাস্তব

বিশ্ব ক্রীড়ার মানচিত্রে ভারত যখন ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্নে বিভোর, ঠিক তখনই ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি (ওয়াডা)-র সাম্প্রতিক রিপোর্ট (২০২৪) অনুযায়ী, ভারত টানা তিনবার ডোপিং-এ বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ডোপিংয়ের এই লজ্জাজনক পরিসংখ্যান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে এক রূঢ় বাস্তব। আলোচনায় কুশল হেমব্রম।

কল্পনা করুন ২০৩৬ সাল। আহমেদাবাদ বা দিল্লির বুকে জ্বলছে অলিম্পিকের মশাল। বিশ্ব তাকিয়ে আছে ভারতের দিকে। এক উদীয়মান মহাশক্তিধর দেশ হিসেবে নিজেদের প্রমাণের এর চেয়ে বড় মঞ্চ আর কী হতে পারে? এই স্বপ্ন এখন আর কেবল কল্পনা নয়, ভারত সরকার এবং ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা কোমর বেঁধে নেমেছে এই মহাযজ্ঞ আয়োজনের বিড়ে অংশ নিতে। কিন্তু এই সোনালি স্বপ্নের ঠিক পেছনেই লুকিয়ে আছে এক কুৎসিত অন্ধকার, এক বিষাক্ত সত্য-যা আমাদের ক্রীড়াঙ্গনের মেরুদণ্ডকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সেই অন্ধকারের নাম 'ডোপিং'।

বিশ্বের দরবারে আমরা যখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইছি, ঠিক তখনই এক লজ্জাজনক 'হ্যাটট্রিক' আমাদের ক্রীড়াভিমানকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি (ওয়াডা)-র সাম্প্রতিক রিপোর্ট (২০২৪) অনুযায়ী, ভারত টানা তৃতীয়বারের মতো ডোপিং বা নিষিদ্ধ ওষুধ সেবনের তালিকায় বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। খেলার মাঠে আমাদের অ্যাথলিটরা সোনা-রুপোর হ্যাটট্রিক করুন, এটাই আমরা চাই। কিন্তু ডোপিংয়ের মতো একটি নেতিবাচক সূচকে এই ধারাবাহিক শীর্ষস্থান আমাদের জাতীয় সম্মানের পক্ষে এক বিশাল বড় আঘাত।

পরিসংখ্যানের আয়নায় লজ্জার ছবি

পরিসংখ্যানগুলো কেবল সংখ্যা নয়, এগুলো আমাদের ক্রীড়া সংস্কৃতির গভীর অসুখের লক্ষণ। ওয়াডার রিপোর্ট বলছে, ভারতে সংগৃহীত ৭,১১৩টি নমুনার মধ্যে ২৬০টি পজিটিভ কেস পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ, ডোপিং পজিটিভ হওয়ার হার ৩.৬ শতাংশ। এই সংখ্যাটি কতটা ভয়াবহ তা বোঝা যায় যখন আমরা বিশ্বের বাকি দেশগুলোর দিকে তাকাই। যেখানে বিশ্বজুড়ে গড় পজিটিভ হার ১.৭৫ শতাংশের গণ্ডি পেরোয়নি, সেখানে ভারতের হার দ্বিগুণেরও বেশি।

ক্রীড়া বিশ্বের পরাশক্তি বলে পরিচিত আমেরিকা, চিন, রাশিয়া, ফ্রান্স বা ইতালির মতো দেশগুলো এই তালিকায় আমাদের চেয়ে যোজন যোজন দূরে। সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য চোখে পড়ে আমাদের প্রতিবেশী এবং ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী চিনের সঙ্গে। চিন যেখানে ২৪,০০০-এর বেশি নমুনা পরীক্ষা করেছে-যা ভারতের প্রায় তিনগুণ-সেখানে তাদের পজিটিভ কেসের সংখ্যা ভারতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

এই পরিসংখ্যান একটা ভ্রান্ত ধারণাকেও ভেঙে দেয়। অনেকেরই দাবি, ভারতে বেশি পরীক্ষা হচ্ছে বলেই বেশি ধরা পড়ছে। কিন্তু চিনের উদাহরণ প্রমাণ করে, সমস্যাটা কেবল 'বেশি পরীক্ষা'র নয়। বরং সমস্যাটা অনেক গভীরে। আমাদের ক্রীড়া সংস্কৃতির মজ্জায় কোথাও একটা বড় গলদ রয়ে গিয়েছে, যা আমরা অস্বীকার করতে পারছি না।

শর্টকাট সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট

প্রশ্ন হল, ভারতের মতো একটি উঠতি ক্রীড়াশক্তির দেশে, যেখানে প্রতিভার কোনও অভাব নেই, সেখানে কেন অ্যাথলিটরা সাফল্যের জন্য এমন আত্মঘাতী শর্টকাট বেছে নিচ্ছেন? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের তাকাতে হবে দেশের আর্থসামাজিক কাঠামোর দিকে। ভারতে আজও ক্রিকেট বাদে অন্য যে কোনও খেলায় অধিকাংশ অ্যাথলিট উঠে আসেন গ্রাম, মফসসল বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। এঁদের অনেকের কাছেই খেলাধুলো কেবল প্যাশন বা শখ নয়, বরং দারিদ্র্যের চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র চাবিকাঠি। একটি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পদক মানেই একটি সরকারি চাকরির নিশ্চয়তা, পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর সুযোগ। 'মেডেল পেলেই চাকরি, আর চাকরি পেলেই জীবন সেট'-এই সমীকরণটি তরুণ প্রতিভাদের ওপর এক মারাত্মক মানসিক চাপ তৈরি করে। তাঁরা দ্রুত সাফল্য চায় আর এই মরিয়া ভাবের সুযোগ নেয় এক শ্রেণির অসাধু কোচ এবং লোকাল ট্রেনার। তারা দ্রুত পেশী গঠন বা স্ট্যামিনা বাড়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে শিষ্যদের হাতে তুলে দেয় নিষিদ্ধ স্টেরয়েড বা হরমোনের ইঞ্জেকশন। অনেক সময় অ্যাথলিটরা নিজেরাও জানেন না যে 'সাপ্লিমেন্ট'-এর নামে তাঁরা আসলে কী বিষ শরীরে ঢোকাচ্ছেন।

সমস্যাটি যে কেবল এলিট লেভেলে সীমাবদ্ধ, তা ভাবলে ভুল হবে। বরং তৃণমূল স্তরে এর শিকড় আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের ইউনিভার্সিটি গেমসে যা ঘটেছে, তা যে কোনও থ্রিলার সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে। অ্যান্টি-ডোপিং কর্মকর্তারা স্টেডিয়ামে পৌঁছতেই ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্ট থেকে প্রতিযোগীরা দৌড়ে পালাতে শুরু করেন! ১০০ মিটার স্প্রিন্টের মতো ইভেন্টে মাত্র একজন প্রতিযোগী লাইনে দাঁড়িয়ে রইলেন, বাকিরা উধাও।

এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, আমাদের নতুন প্রজন্মের অ্যাথলিটদের মধ্যে পরীক্ষাভীতি এবং সচেতনতার অভাব কতটা প্রবল। তাঁরা জানে তাঁরা ভুল করছে, তাই ধরা পড়ার ভয়ে তাঁরা প্রতিযোগিতা ছেড়ে পালাতেও দ্বিধা করছে না। স্কুল-কলেজ পর্যায় থেকেই যদি এই মানসিকতা তৈরি হয়, তবে অলিম্পিকের মঞ্চে আমরা স্বচ্ছতার আশা করি কীভাবে?

নাডা'র ভূমিকা ও সাপ্লিমেন্টের কালো বাজার

ন্যাশনাল অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি (নাডা) দাবি করছে, ধরা পড়ার সংখ্যা বাড়ার অর্থ হল তাদের নজরদারি ব্যবস্থা বা 'ডিটেকশন মেকানিজম' উন্নত হয়েছে। এই যুক্তি আংশিক সত্য হতে পারে। কিন্তু উন্নত নজরদারি থাকলে তো পজিটিভ কেস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একসময় সেটা কমে আসারও কথা, অ্যাথলিটদের মধ্যে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না।

অ্যাথলেটিকস (৭৬টি কেস), ভারোত্তোলন (৪৩টি) এবং কুস্তির (২৯টি) মতো শক্তি-নির্ভর খেলাগুলোতে ডোপিংয়ের হার উদ্বেগজনক। প্যারিস অলিম্পিকের কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট এবং অনূর্ধ্ব-২৩ কুস্তি চ্যাম্পিয়ন রীতিকা হুডার মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছনো অ্যাথলিটদের সাম্প্রতিক সাসপেনশন প্রমাণ করে যে, এলিট লেভেলও এই ছায়া থেকে মুক্ত নয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশে অনিয়ন্ত্রিত 'ফুড সাপ্লিমেন্ট'-এর কালো বাজার। জিম কালচারের বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে ছেয়েছে নানা ধরনের প্রোটিন পাউডার ও সাপ্লিমেন্ট। এর সিংহভাগই পরীক্ষিত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই এতে মেশানো থাকে নিষিদ্ধ স্টেরয়েড। উঠতি খেলোয়াড়রা না জেনে এই ফাঁদে পা দিচ্ছেন।

অলিম্পিক স্বপ্ন ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি

এই বিষাক্ত পরিস্থিতির সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে আছে ভারতের ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের মহৎ আকাঙ্ক্ষা। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) ইতিমধ্যেই ভারতকে তাদের 'ঘর গোছানোর' কড়া বার্তা দিয়েছে। একটি দেশ যদি ডোপিংয়ের তালিকায় ধারাবাহিকভাবে শীর্ষে থাকে, তবে বিশ্ব তাদের আয়োজক হিসেবে কতটা বিশ্বাস করবে?

অলিম্পিক আয়োজন কেবল স্টেডিয়াম বানানো নয়, এটি একটি দেশের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তুলে ধরার মঞ্চ। ডোপিংয়ের এই কলঙ্কতিলক নিয়ে বিডিংয়ের টেবিলে বসাটা ভারতের জন্য খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা হবে না। এটি এখন আর কেবল খেলার নিয়ম ভাঙার বিষয় নয়, এটি ভারতের 'গ্লোবাল ইমেজ' বা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ভ্যালুর প্রশ্ন। আমরা দেখেছি রাশিয়ার মতো ক্রীড়া পরাশক্তিকেও ডোপিংয়ের দায়ে কীভাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছে। ভারতের সামনে সেই উদাহরণ সতর্কবার্তা হিসেবে থাকা উচিত।

তবে আশার আলো যে একেবারেই নেই, তা নয়। সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বলেই 'ন্যাশনাল অ্যান্টি-ডোপিং (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫' পাস হয়েছে। এই বিলে আইনকানুন আরও কঠোর করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নাডা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কেবল আইন বা পুলিশি নজরদারি দিয়ে এই ব্যাধি সারানো সম্ভব নয়। প্রয়োজন এক আমূল 'কালচারাল শিফট' বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। স্কুল ও জেলা স্তর থেকে অ্যাথলিটদের মগজধোলাই করতে হবে। তাঁদের বোঝাতে হবে যে, ক্ষণিকের সাফল্যের জন্য শরীরের ক্ষতি করা এবং দেশের নাম ডোবানো-কোনোটাই লাভজনক নয়। কোচদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

আমাদের লক্ষ্য হতে হবে স্বচ্ছ খেলা। পদকের সংখ্যায় চীন বা আমেরিকাকে টেক্কা দেওয়া সময়সাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু সততার দৌড়ে পিছিয়ে থাকাটা আমাদের মতো যুবশক্তির দেশের জন্য মানায় না। ডোপিংয়ের এই 'বিষাক্ত দৌড়' থামাতে না পারলে, অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে যাবে, বাস্তবে ধরা দেবে না।

রোকোর মঞ্চে চোখ থাকবে শ্রেয়সেও

ভদোদরা, ১০ জানুয়ারি : শিয়রে টি২০ বিশ্বকাপ। মাঝে মাসখানেকেরও কম সময়। ক্রিকেট বিশ্বও ক্রমশ বিশ্বকাপের মোড়ে। তার মাঝেই ওডিআই ফরম্যাটে রোকো মৌতাতে মেতে ওঠার হাতছানি। বিশ্বকাপ ভুলে আপাতত যার স্বাদ নিতে মুখিয়ে আসমুদ্র হিমাচল।

গত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে বোলারদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন বিরাট কোহলি। পিছিয়ে ছিলেন না রোহিত শর্মাও। এবার প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। তিন ম্যাচের দ্বৈরথে আবারও রিংটোন সেট করে দেওয়ার দায়িত্ব। একইসঙ্গে ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলার দরজা খুলে রাখাও।

বিরাট, রোহিতের যে ইচ্ছেডানায় ভর করে শুভমান গিল ব্রিগেড ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। ভদোদরার নতুন রূপে সেজে ওঠা কোটাম্বি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে রবিবার যে কাজ শুরু করার মেজাজে টিম ইন্ডিয়া।

নজরে শ্রেয়স আইয়ারও। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে পেটে চোট পেয়ে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন। বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফিরে জোড়া ম্যাচে রানও পেয়েছেন। এবার ভারতীয় জার্সিতে প্রত্যাবর্তনের পালা। তবে আরেকটু হলে সহ অধিনায়কের অপেক্ষা আরও লম্বা হত। বিমানবন্দর থেকে গাড়ি ধরার আগে এক সই শিকারির ইচ্ছেপূরণ করতে গিয়ে কুকুরের কামড় খেতে খেতে বেঁচে যান।

নেটে ব্যাটিং প্র্যাকটিসে লম্বা হিটে উত্তাপ বাড়ালেন ঋষভ পন্থ। ভদোদরায় শনিবার।

প্র্যাকটিসে চোট ঋষভের

ভদোদরায় পা রেখে বিরাট, রোহিত বিন্দাস মেজাজে। গতকাল টিমের আগেই মাঠে এসেছিলেন বিরাট। বাড়তি অনুশীলনের তাগিদ। রোহিতও হিটম্যানসুলভ মেজাজে। শনিবারের প্র্যাকটিসে আবার ‘কোচের’ ভূমিকাতেও দেখা গেল। ছাত্র মহম্মদ সিরাজ। বিগহিটের মূল্যবান টিপস দিতে দেখা গেল হিটম্যানের থেকে।

লোকেশ রাহুলের সঙ্গে পাশাপাশি নেটে লম্বা সময় কাটালেন শ্রেয়সও। শেষ তুলির টানে কোনও খামতি রাখতে রাজি নন। ঋষভ পন্থও লম্বা লম্বা হিটে নেটের উত্তাপ বাড়াচ্ছিলেন। যদিও দল ও সমর্থকদের চিন্তা বাড়িয়ে ব্যাটিংয়ের মাঝে কোমরের ওপরের অংশে চোট পেয়েছেন। মেডিকেল স্টাফরা ছুটে আসেন মাঠে। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর মাঠ ছাড়েন ঋষভ। সম্ভবত সিরিজ থেকেই তিনি ছিটকে গিয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর ২২ দিনের লম্বা ব্যবধান। ব্যস্ত সূচিতে লম্বা ছুটি খুব বেশি মেলে না। তবে বিশ্রাম নয়, বিরাট, রোহিতরা যে সময় কাজে লাগিয়েছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যাটে শান দিতে। আগামীকাল সেই শান দেওয়া ব্যাটে প্রতিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করার পালা।

টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে চোট সারিয়ে ফেরার আগে কোচ গৌতম গম্ভীরের ক্লাসে সহ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। শনিবার।

ব্ল্যাক ক্যাপসরা যদিও যে কোনও ফরম্যাটে সমীহ জাগানো দল। তবে মাইকেল ব্রেসওয়েলের ১৫ জনের ওডিআই দলের মধ্যে আটজনেরই প্রথম ভারত সফর। দুইজনের আবার এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অভিষেকই হয়নি। সবমিলিয়ে অনভিজ্ঞতা কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ থাকবে অতিথি নিউজিল্যান্ডের জন্য।

মিচেল স্যান্টনার, ম্যাট হেনরি, মার্ক চ্যাপম্যানের চোট। টম ল্যাথাম বর্তমানে পিতৃত্বকালীন ছুটিতে। সবকিছু ছাপিয়ে সফরে নেই নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ‘মুখ’ কেন উইলিয়ামসন। সমস্যার প্রাচীর ডিঙিয়ে ভারতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়া নামক হার্ডল পেরোনোর পরীক্ষা। তবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আদিত্য অশোকের মতো ‘অচেনা অস্ত্র’ শুভমানদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

হোম অ্যাডভান্টেজ, অপ্রস্তুত প্রতিপক্ষ, সবমিলিয়ে এগিয়ে মেন ইন ব্লু। কিন্তু নিজেদের শেষ পাঁচ ম্যাচের হিসেবনিকেশে কিউয়িরা যেখানে প্রতিটিতেই জিতেছে, সেখানে ভারতের স্কোর ৩-২। অবশ্য শুভমানের কথায় নতুন লড়াই, নতুন প্রতিপক্ষ। শুরুটা নতুনভাবেই করতে হবে।

প্রথমবার ঘরের মাঠে ওডিআই দলকে নেতৃত্বের সম্মান। উত্তেজনায় ফুটছেন শুভমান। এদিন ব্যাটিং অনুশীলনের পাশাপাশি দীর্ঘসময় দেখা গেল মাঠে উপস্থিত নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সঙ্গে কথা বলতে। দুজনের আলোচনায় যোগ দেন গৌতম গম্ভীরও। হয়তো আগামীকাল শুরু সিরিজের রূপরেখা তৈরির কৌশল তৈরি।

দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেও শুভমান সমীহ করছেন বিপক্ষকে। মানছেন কিউয়ি গাঁট উতরোতে সেরাটা দিতে হবে। ভারতে কিউয়ি অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েলের রেকর্ড প্রশংসনীয়। গত ওডিআই সফরে হায়দরাবাদে ১৪০ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সঙ্গে ফিঙ্গার স্পিনারের দায়িত্ব—ব্রেসওয়েলের অলরাউন্ড শো আটকাতে গম্ভীরের পরিকল্পনা কতটা প্রস্তুত, চোখ থাকবে।

টপ ফাইভে রোহিত, শুভমান, বিরাটের সঙ্গে শ্রেয়স, লোকেশ রাহুল। মাঝে দুই অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা। তৃতীয় স্পিনার কুলদীপ যাদব। পেস ব্রিগেডে সেখানে হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, সিরাজ। মহম্মদ সামির ডাক না পাওয়া নিয়ে জলঘোলা হয়েছে। হর্ষিতরা ব্যর্থ হলে বিতর্কের আগুনে ঘি পড়বে।

হর্ষিত-অর্শদীপদের সেক্ষেত্রে সামলাতে হবে ডেভন কনওয়ে, নিক কেলি, উইল ইয়ং, ড্যারিল মিচেলদের চ্যালেঞ্জ। গ্লেন ফিলিপস, ব্রেসওয়েলদের অলরাউন্ড ক্ষমতাও ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে সক্ষম। তবে অতীত বলছে ঘরের মাঠে কিউয়িদের কাছে কখনও ভারত ওডিআই সিরিজ হারেনি। গর্বের যে নজির শুভমানরা বজায় রাখতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

প্রথম ওডিআই আজ

সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : ভদোদরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

বিরাটের হয়ে গিলের ‘তোপ’ মঞ্জরেকারকে

ভদোদরা, ১০ জানুয়ারি : বিশ্বকাপের বছর। তাও আবার ঘরের মাঠে।

শেষমুহূর্তে বিশ্বকাপের ‘টিকিট’ মিস করার আক্ষেপ তাই একটু বেশিই। তবে হতাশা ভুলে শুভমান গিলের চোখ আপাতত ওডিআই সিরিজে। রবিবার প্রথমবার ওডিআই অধিনায়ক হিসেবে দেশের মাটিতে টস করতে নামবেন।

খুশিটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চান আগামীকাল শুরু নিউজিল্যান্ড সিরিজে। ভদোদরায় প্রথম ম্যাচের আগের দিন সেই আবেগ ধরা পড়ল শুভমানের কথায়। সাংবাদিক সম্মেলনে বলেও দিলেন, মাঠে নামার জন্য ছটফট করছেন।

ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে সিনিয়ার দুই সতীর্থ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার পাশে দাঁড়ালেন। সঞ্জয় মঞ্জরেকারকেও একহাত নিলেন, বিরাটকে সহজ ফর্ম্যাট বেছে নেওয়া নিয়ে কটাক্ষ প্রসঙ্গে। সবমিলিয়ে সিরিজ শুরুর আগে শুভমান বুঝিয়ে দিলেন, তিনি বিন্দাস মেজাজে রয়েছেন। যে কোনও বাউন্সারকে গ্যালারিতে পাঠাতে প্রস্তুত।

‘কোনও ফরম্যাট সহজ নয়’

বিশ্বকাপ-আক্ষেপ

ভাগ্যে যা আছে সেটাই ঘটবে। কেউ তা বদলাতে পারবে না। দলে থাকব এবং দলকে জেতানোর চেষ্টা করব, খেলোয়াড় হিসেবে এই আশা থাকে সবসময়। তবে নির্বাচকদের সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি। টি২০ বিশ্বকাপের জন্য দলকে আগাম শুভেচ্ছা।

দেশের মাটিতে প্রথম

অধিনায়ক হিসেবে ভারতে আমার প্রথম ওডিআই সিরিজ। নতুন যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে মুখিয়ে আছি। দলের প্রত্যেকেই ভালো ছন্দে রয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্যের মধ্যে ছিল। কিউয়িদের বিরুদ্ধে কাল মাঠে নামার জন্য উত্তেজিত আমি।

নিউজিল্যান্ড সিরিজ

প্রতিটি সিরিজই গুরুত্বপূর্ণ। আর ওদের বিরুদ্ধে খেলা উপভোগ করি। শেষবার যখন ওদের বিরুদ্ধে আমরা খেলেছিলাম, সেবার আমার ওডিআই অভিষেক ঘটেছিল। মুহূর্তগুলি আমার কাছে চিরকালীন স্মৃতি। নিউজিল্যান্ড যথেষ্ট শক্তিশালী দল। পরিস্থিতি, পরিবেশ খতিয়ে দেখে সেরা টিম বেছে নিতে হবে।

রোকোর অধিনায়ক

ওরা দলে থাকলে চাপ নয়, আমার সুবিধাই হয়। কাজ সহজ হয়ে যায়। রোহিতভাই একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার। কোহলিভাই ক্রিকেট দুনিয়ার অন্যতম সেরা ব্যাটার। দুইজনেরই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার প্রচুর। কঠিন পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসে দুইজনে পরামর্শ দেয়। একজন অধিনায়কের কাছে যা মূল্যবান।

টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি

গত দুই টেস্ট সিরিজের আগে খুব বেশি সময় পাইনি। মেরেকেটে দিন চারেক। সাদা বলের সিরিজের পরপরই টেস্ট খেলতে হয়েছে। তার ওপর এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া। ফলে পিচ, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পর্যাপ্ত সময় মেলেনি। সাফল্যের পথে যা অন্তরায় ছিল। টেস্ট সিরিজের আগে অন্তত দিন দশেক দরকার বিশ্রাম ও প্রস্তুতি নিতে।

> ওরা দলে থাকলে চাপ নয়, আমার সুবিধাই হয়। কাজ সহজ হয়ে যায়। রোহিতভাই একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার। কোহলিভাই ক্রিকেট দুনিয়ার অন্যতম সেরা ব্যাটার। দুইজনেরই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার প্রচুর। কঠিন পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসে দুইজনে পরামর্শ দেয়। একজন অধিনায়কের কাছে যা মূল্যবান।
>
> -শুভমান গিল

ব্যাটিং অনুশীলনে চলেছেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক শুভমান গিল।

কালকের পিচ ও টস

রাতের দিকে শিশির পড়বে। ফলে পরে বোলিং সমস্যা হবে। তাছাড়া পিচের চরিত্রও বুঝে নেওয়াও দরকার। ফলে টসে জিতলে রানতাড়া করব। তবে সেটাও চাপের। মূল কথা সেরা দল নিয়ে নামব এবং লক্ষ্য থাকবে নিজেদের সেরা খেলাটা তুলে ধরা।

মঞ্জরেকারকে তোপ

ভারতীয় ক্রিকেট দল ২০১১-র পর ওডিআই বিশ্বকাপ জেতেনি। সহজ হলে প্রতি দুই বিশ্বকাপ আসরের মধ্যে একটাতে আমরা জিততাম। সহজে বলে দেওয়া যায়, কিন্তু কোনও ফরম্যাটই সহজ নয়। সাফল্য পেতে সেরাটা দিতে হবে। বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট জিততে লক্ষ্যে স্থির থাকার পাশাপাশি একাগ্রতাও জরুরি।

জেমিসনের সঙ্গে ভারত-বধে অস্ত্র ক্লার্ক

ভদোদরা, ১০ জানুয়ারি : এক বনাম দুইয়ের টক্কর।

ওডিআইয়ে সেরা দুই দলের যে দ্বৈরথের আগে নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েলের চোখ অবশ্য বিশ্বকাপে! সামনেই টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে চলতি সফর ভারতের পরিবেশ, পিচ, পরিস্থিতি সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার দারুণ সুযোগ করে দিচ্ছে।

ভারতের বিরুদ্ধে সাফল্য বিশ্বযুদ্ধে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। ব্ল্যাক ক্যাপসদের টার্গেট ঠিক সেটাই। রবিবার ভদোদরায় ওডিআই সিরিজ শুরুর আগে এদিন ভারত-বধের ব্লু প্রিন্ট তৈরি, আত্মবিশ্বাসী গলায় জানিয়েও দিলেন ব্রেসওয়েল। তুরুপের তাস করছেন অভিজ্ঞ কাইল জেমিসনের সঙ্গে আনকোরা ক্রিস্টিয়ান ক্লার্কের পেস জুটিকে।

কিউয়ি অধিনায়ক বলেছেন, ‘জেমিসন যথেষ্ট অভিজ্ঞ। দীর্ঘদিন খেলছে। বোলিং ব্রিগেডে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি ওর ওপর অনেকটা নির্ভর করি। অত্যন্ত স্কিলফুল বোলার। এখনও প্রথম একাদশ ঠিক করিনি। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত, আগামীকাল অভিষেক ঘটছে ক্রিস্টিয়ান ক্লার্কের। ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল। তাকিয়ে আছি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ও কী করে।’

ব্যাটিং বিভাগ তুলনায় শক্তিশালী এবং অভিজ্ঞ। ভারতকে কড়া পরীক্ষায় ফেলতে হলে দলগত ব্যাটিং প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ, মানছেন ব্রেসওয়েল। বলেছেন, ‘আমাদের ব্যাটিং যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং শক্তিশালী। সাফল্যের ক্ষেত্রে ব্যাটিং নিশ্চিতভাবে আস্থার জায়গা। বিশ্বকাপের আগে ভারতে খেলাও দারুণ সুযোগ। তবে চোখ আপাতত ওডিআই টক্করেই। দলের সবাই মুখিয়ে রয়েছে ভালো কিছু করার জন্য।’

বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে চোখ

ভারতীয় বংশোদ্ভূত সতীর্থ লেগস্পিনার অশোক আদিত্যকে নিয়ে উচ্চাশা পোষণ করলেন। ব্রেসওয়েলের মন্তব্য, ‘ও বেশ লম্বা। বলের গতিও ভালো। হাতে ভালো স্পিন রয়েছে। চলতি সিরিজে ওর পারফরমেন্সের দিকে চোখ রাখব। নেটে দারুণ বল করছে। আদিত্যের ওপর আমার পুরো ভরসা রয়েছে।’

> জেমিসন যথেষ্ট অভিজ্ঞ। দীর্ঘদিন খেলছে। বোলিং ব্রিগেডে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি ওর ওপর অনেকটা নির্ভর করি। অত্যন্ত স্কিলফুল বোলার।
>
> -মাইকেল ব্রেসওয়েল

দলের সাফল্যের সঙ্গে ভারতে মাঠভর্তি দর্শকের সামনে খেলাও উপভোগ করতে চান। ব্রেসওয়েলের মতে, নিউজিল্যান্ডের থেকে ভারতের ক্রিকেটীয় কন্ডিশন সম্পূর্ণ আলাদা। মাঠে ৪০-৫০ দর্শক। পুরোদস্তুর উৎসবের মেজাজ। সবমিলিয়ে একেবারে আলাদা। প্রথমবার যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁদের জন্য অন্যরকম অভিজ্ঞতা হবে, বিশ্বাস অধিনায়কের।

অভিজ্ঞতার নিরিখে ডেভন কনওয়ে নিশ্চিতভাবে এক্স ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারেন। ব্রেসওয়েলও বলে দিলেন, ‘আইপিএল হোক বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ভারতে অনেক ম্যাচ খেলেছে ডেভন। এখানকার পরিবেশ, পিচ সম্পর্কে ও ভালোমতো ওয়াকিবহাল। গ্লেন ফিলিপসও। ওদের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে দলের জন্য সম্পদ।’

প্রস্তুতিতে ফুরফুরে মেজাজে নিউজিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপস (উপরে)। দলকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন কাইল জেমিসন। ভদোদরায় শনিবার।

গুজরাটের কাছে হার ইউপি-র

নভি মুম্বই, ১০ জানুয়ারি : শনিবার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে হাই স্কোরিং ম্যাচে জয় পেল গুজরাট জায়েন্টস। তারা ১০ রানে হারিয়ে দেয় ইউপি ওয়ারিয়র্সকে।

এদিন টসে জিতে ইউপি ওয়ারিয়র্স ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে গুজরাট ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৭ রান করে। দলের ক্যাপ্টেন অ্যাশলে গার্ডনার সর্বোচ্চ ৬৫ রান করেন। এছাড়া অনুষ্কা শর্মা ৪৪ ও ওপেনার সোফি ডিভাইন ৩৮ রান করেন। শেষদিকে জর্জিয়া ওয়েরহ্যাম (২৭) ও ভারতী ফুলমালির (১৪) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভর করে ২০০ রানের গণ্ডি পার করে গুজরাট।

জবাবে শুরুতেই কিরণ নাভগিরের (১) উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ইউপি। প্রাথমিক ধাক্কা সামাল দেন অধিনায়ক মেগ ল্যানিং ও ফোয়েবে লিচফিল্ড। ল্যানিং ৩০ রানে আউট হন। লিচফিল্ড ৪০ বলে ৭৮ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। পরেরদিকে আশা সোভানা (অপরাজিত ২৭) ও উইকেটরক্ষক শ্বেতা শেরাওয়াত (২৫) ছাড়া কেউ সেভাবে রান পাননি। ব্যাট হাতে ব্যর্থ হার্লিন দেওল (১)। শেষপর্যন্ত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৭ রানে আটকে যায় ইউপির ইনিংস। গুজরাটের পক্ষে রেণুকা সিং ঠাকুর, গার্ডনার ও ওয়েরহ্যাম ২টি করে উইকেট নেন।

তিনিও অনুষ্কা শর্মা। গুজরাট জায়েন্টসের হয়ে শনিবার করলেন ৪৪ রান।

মালয়েশিয়া ওপেনে সিন্ধুর বিদায়

কুয়ালা লামপুর, ১০ জানুয়ারি : মালয়েশিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ। আশা জাগিয়েও হতাশ করলেন পিভি সিন্ধু। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর কোনও সুপার ১০০০ টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছে খেতাব জয়ের আশা জাগিয়েছিলেন। কিন্তু পদক ছোঁয়ার আগেই থামতে হল সিন্ধুকে। শেষ চারের লড়াইয়ে চিনের ওয়াং বি ইয়ের কাছে ১৬-২১, ১৫-২১ পয়েন্টে হেরে গেলেন ভারতের তারকা শাটলার।

শুরুটা খারাপ করেননি। প্রথম গেমে এক সময় ৯-৭ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন সিন্ধু। সেই জায়গা থেকে ১০-১০ করেন ওয়াং। এরপর ১৯-১৬ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর টানা ২ পয়েন্ট জিতে প্রথম গেম দখল করেন তিনি। দ্বিতীয় গেমেও সমানতালে লড়লেন সিন্ধু। তবে পেরে উঠলেন না। ৫২ মিনিট লড়াইয়ে শেষমেষ পরাস্ত হন হায়দরাবাদি শাটলার।

জাতীয় বক্সিংয়ে অব্যবস্থা

খোলা আকাশের নীচে খেলোয়াড়রা

নয়ডা, ১০ জানুয়ারি : জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে চূড়ান্ত অব্যবস্থার শিকার ক্রীড়াবিদরা।

প্রতিযোগিতার আসর বসেছে গ্রেটার নয়ডার গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। গত কয়েকদিনের নিরিখে রাতে সেখানকার গড় তাপমাত্রা ৬-৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেই পরিবেশে শুক্রবার রাতে বেশ কয়েক ঘণ্টা খোলা আকাশের নীচে কাটাতে হয় খেলোয়াড়, কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের। সূত্রের খবর ফাইনালের আগের রাতে হোটেলের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয় তাদের। ছিল তেলেঙ্গানা, কেরল, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, গোয়া, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং ছত্তিশগড় দল। স্বাভাবিকভাবেই এমন অব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ ক্রীড়াবিদরা।

এই ঘটনায় কেবল একটি বিবৃতি দিয়ে দায় সেরে ফেলেছে জাতীয় বক্সিং সংস্থা। যেখানে বলা হয়েছে, ‘সমস্যার কথা জানার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও নিকটস্থ জায়গায় খেলোয়াড়, কোচদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া।’ সংস্থার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা বলেছেন, ‘প্রথমে প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি। সেই মতো সব ব্যবস্থা করা ছিল। পরে সূচি বদল হয়। তার জেরেই এই বিপত্তি।’

ফুটবল ফেডারেশনের চিঠি ক্লাবগুলিকে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর সামনে রাজি হয়ে গেলেও এখনও অন্তত ৬টি ক্লাব পুরোপুরি নিশ্চয়তা দেয়নি খেলার ব্যাপারে। ক্রমাগত টালবাহানার ফলে গত ৬ জানুয়ারির সভার পর সেভাবে লিগ আয়োজনের কাজ এগোয়নি। তাই এদিন সব ক্লাবকে সোমবার দুপুর ১২টার মধ্যে তাদের হোম ম্যাচের শহর ও স্টেডিয়ামের নাম জানানোর নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠাল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হওয়ার কথা জানান ক্রীড়ামন্ত্রী স্বয়ং। গত ৬ জানুয়ারির সেই সভায় স্বশরীরে বা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন সব ক্লাবের প্রতিনিধিরা। সেই সময় শুধুমাত্র ওড়িশা এফসি, চেন্নাইয়ান এফসি ও এফসি গোয়া ছাড়া বাকিরা সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দেয় খেলার জন্য। রাতের দিকে মৌখিক সম্মতি চলে আসে ওড়িশা ছাড়া বাকি দুই ক্লাবেরও। কিন্তু পরবর্তীতে বেঁকে বসতে শুরু করেছে অন্তত ৬টা ক্লাব। তারা আবার নতুন করে পার্টিসিপেশন ফি, অবনমন ও স্টেডিয়ামের ভাড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিল। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, দিল্লি এফসি, জামশেদপুর এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, পাঞ্জাব এফসি ও ইন্টার কাশী খেলবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। এখন বেঙ্গালুরু এফসি, এফসি গোয়া, চেন্নাইয়ান এফসি, মুম্বই সিটি এফসি, ওড়িশা এফসি ও কেরালা ব্লাস্টার্স এখনও পরিষ্কার করে কিছুই জানায়নি। যদিও বেশকিছু ক্লাবসূত্রে খবর, তারা আপাতত বাজেট করতে ব্যস্ত। ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তির টাকা কমানোর বিষয়েও কথাবার্তা চালাতে শুরু হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তাদের নেওয়া এই ধীরে চলো নীতি সমস্যায় ফেলছে লিগ আয়োজক হিসাবে এআইএফএফ-কে। ফলে এবার পালটা চাপ দেওয়ার পদ্ধতি বেছে নিল ফেডারেশনও। আগেই ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে সম্মতি আদায় করা হয়েছিল। এবার চিঠি দিয়ে পরিষ্কার জানানো হল, কোন মাঠে এবং কোথায় খেলতে চায় সংশ্লিষ্ট ক্লাব, সেটা তারা জানাক। আর সোমবার দুপুর বারোটার মধ্যেই তাদের জানাতে হবে। এরপর আর সময় দিতে রাজি নয় ফেডারেশন।

কালকের মধ্যে জানাতে বলা হল হোম ম্যাচের ভেনু

ওড়িশা এর আগে শুক্রবার বিকেল পাঁচটা সময়সীমা দেওয়ার পর ফের সোমবার পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করে। ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে এই সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, ‘আমরা চেষ্টা করছি ক্লাবগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করতে। ওরা যা চাইছে সবটাই করার চেষ্টা করব। সময় চেয়ে নিচ্ছে, সেটাও দেব।’ তবে তিনি এই কথা বললেও জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের পর আর সময় বাড়াতে রাজি নয় এআইএফএফ।

কারণ হিসাবে চিঠিতে পরিষ্কার লেখা হয়েছে ক্লাবগুলি তাদের হোম ম্যাচ কোন শহর ও মাঠ থেকে খেলবে তা জানার পরই এআইএফএফ বিপণন সঙ্গী, সম্প্রচারকারীর সঙ্গে কথা বলতে পারবে। আর একইসঙ্গে এএফসি-র কাছে স্লট চাইবে। যা খবর তাতে সম্প্রচারকারী হিসাবে ইতিমধ্যেই প্রসার ভারতী কিছু মাঠ রেইকি করতে শুরু করেছে। বাকি ছয় ক্লাবেরটা জানা গেলেই হয়ত সম্প্রচারকারী হিসাবে দূরদর্শনের নাম ঘোষণা করা হবে।

ক্রিকেটারদের সম্মান প্রাপ্য : শান্ত

তামিম-ইস্যুতে তোপ টেস্ট অধিনায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১০ জানুয়ারি : তামিম ইকবাল বিতর্কে ক্ষোভে ফুঁসছে বাংলাদেশ ক্রিকেটমহল। দেশের প্রাক্তন অধিনায়ককে 'ভারতের এজেন্ট' বলা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের বর্তমান টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। তোপ দেগেছেন তামিমকে ভারতের দালাল বলা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

পূর্বসূরি তামিম ইকবালের হয়ে ব্যাট ধরলেন শান্ত।

ক্ষুব্ধ শান্ত বলেছেন, 'তামিম ইকবাল প্রাক্তন অধিনায়ক। দেশের অন্যতম সফল ক্রিকেটার। আমরা যাঁকে দেখে বড় হয়েছি। তাঁর সম্পর্কে এহেন মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। যা কোনওভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমরা সম্মান আশা করি। বাংলাদেশ ক্রিকেটের অভিভাবকদের মুখে থেকে এমন মন্তব্য মেনে নেওয়া কঠিন।'

টি২০ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে চাপানউতোর ক্রিকেটারদের মানসিকভাবে চাপে ফেলছে বলেও মনে করেন শান্ত। বলেছেন, 'বিশ্বকাপের আগে এই ধরনের পরিস্থিতি প্রভাব ফেলে। বাইরে থেকে যদিও ক্রিকেটাররা সবকিছু ঠিকঠাক আছে বলে দেখানোর চেষ্টা করছে। প্রতিটি বিশ্বকাপের আগে কিছু না কিছু ঘটে থাকে। আমি নিজেও তিনটি বিশ্বকাপ খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা বলছি। পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমরা বোঝাতে চাই, এই সব কিছুর প্রভাব পড়ে না। বাস্তব ছবিটা কিন্তু আলাদা।'

বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়কের কথায়, ক্রিকেটাররা সবসময় সমস্ত চাপ, সমস্যা উপেক্ষা করে নিজেদের সেরাটা দিতে মরিয়া থাকেন। কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতি ভালো খেলার অন্তরায় হয়। দ্রুত জট ছাড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে বল ঠেললেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) দিকেই। নাজমুলের দাবি, কীভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে জানা নেই। তবে আশাবাদী, সবকিছু উপেক্ষা করে যেখানেই খেলার সুযোগ মিলুক, বিশ্বকাপে দল সেরাটাই দেবে।

মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাতিলের পর থেকে যুদ্ধংদেহি মেজাজে বিসিবি। বিশ্বকাপে ভারতে না খেলার হুংকার দিয়ে আইসিসি-কে চিঠি লিখেছে। আইসিসি সেই দাবি খারিজ করার পর একই অনুরোধে দ্বিতীয়বার চিঠি লিখেছে। সূত্রের খবর, জয় শা রবিবার আইসিসি-র আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনায় বসবেন জট ছাড়াতে।

দুইটি রাস্তা খোলা আছে। হুংকার ছেড়ে বাংলাদেশের ভারতে খেলা। দুই, বাংলাদেশের দাবি মেনে তাদের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরিত করা। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপের উদ্বোধন। এত অল্প সময়ে বাংলাদেশের চারটি ম্যাচ সরানো সহজ হবে না। গত কয়েকদিনে যা মাথায় রেখে বিসিবি-র ওপর ভারতে খেলার জন্য পালটা চাপ দিচ্ছে আইসিসি। চিঠি চালাচালি, চাপ-পালটা চাপ। যদিও উত্তর এখনও অজানা।

সুনীল গাভাসকারের দেওয়া উপহার নিয়ে জেমিমা রডরিগজ।

জেমিমার সঙ্গে 'ইয়ে দোস্তি' সানির

নভি মুম্বই, ১০ জানুয়ারি : সুনীল গাভাসকার কথা দিয়েছিলেন মহিলা দল বিশ্বকাপ জিতলে জেমিমা রডরিগজের সঙ্গে গান গাইবেন। কথা রেখে 'শোলে' সিনেমায় কিশোর কুমার ও মান্না দে-র গাওয়া 'ইয়ে দোস্তি' গাইলেন দুইজনে। সঙ্গে জেমিমাকে উপহার দিলেন ব্যাটের আকারের কাস্টমাইজড গিটার। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় দেখা যায়, এক গাল হাসি নিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন সানি। ভারতীয় মহিলা দলের মিডল অর্ডার ব্যাটারের হাতে উপহার তুলে দিয়ে মজা করে সানির ঘোষণা, 'আজ আমি ওপেনার নই।' পালটা রসিকতা করে জেমিমা জানতে চান, 'এটা দিয়ে কি ব্যাট করা যাবে?' গাভাসকারের উত্তর ছিল, 'দুটোই করা যাবে।' এরপর শুরু হয় তাঁদের যুগলবন্দি। যা নিয়ে জেমিমা লিখেছেন, 'যে মিউজিক কোল্যাবের অপেক্ষায় ছিলাম তা পূর্ণ হয়েছে। সানি স্যর কথা রেখেছেন।'

কোচ জেলেজনির সঙ্গে বিচ্ছেদ নীরজের

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : মাত্র এক বছরেই শেষ পথচলা।

দেশের তারকা অ্যাথলিট নীরজ চোপড়ার কোচ হিসেবে দেখা যাবে না জান জেলেজনিকে। শনিবার দুইজনেই এক বিবৃতি দিয়ে পারস্পরিক বিচ্ছেদের কথা জানিয়েছেন। অলিম্পিকে তিনবারের সোনাজয়ী ও তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কিংবদন্তি জেলেজনি গত এক বছর ধরে নীরজের কোচের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর প্রশিক্ষণে ২০২৫ সালে দোহা ডায়মন্ড লিগে প্রথমবার ভারতীয় তারকা ৯০ মিটারের গণ্ডি স্পর্শ করেন। তবে জেলেজনির প্রশিক্ষণে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন নীরজ।

এক বছরের মধ্যেই পথ চলা শেষ হয়ে গেল নীরজ চোপড়া ও জান জেলেজনির।

বিদায় বার্তায় নিজের সদ্য প্রাক্তন ছাত্রকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন জেলেজনি। বলেছেন, 'নীরজের মতো ক্রীড়াবিদের সঙ্গে কাজ করতে পারাটা ভাগ্যের বিষয়। ওকে প্রথমবার ৯০ মিটারের গণ্ডি পার করতে সাহায্য করেছিলাম। আগামীদিনে নীরজ আরও সাফল্য পাবে।'

পালটা নীরজ বলেছেন, 'জেলেজনির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি। আমার টেকনিকেও অনেক উন্নতি হয়েছে। সারা জীবন যাঁকে আদর্শ হিসেবে মেনেছি, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াটা ভাগ্যের বিষয়। জেলেজনি শুধু সর্বকালের সেরা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নয়, আমার চোখে দেখা একজন ভালো মানুষ।'

জেলেজনির পরে কোচ হিসেবে কাকে দেখা যাবে, সেই বিষয়ে কিছু জানাননি নীরজ।

হরমন-ব্রান্টের দাপটে উজ্জ্বল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

নভি মুম্বই, ১০ জানুয়ারি : উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে হার দিয়ে শুরুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জয়ে ফিরল গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। শনিবার অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর (৪২ বলে ৭৪) ও নাতালি স্কিভার-ব্রান্টের (৪৬ বলে ৭০) দাপটে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে তারা ৫০ রানে জয় পেয়েছে। এদিন উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হয় দিল্লির জেমিমা রডরিগজের। যদিও ব্যাটিং বা নেতৃত্ব কোনওটাতেই তিনি ছাপ ফেলতে পারেননি। টসে জিতে দিল্লি ব্যাট করতে পাঠায় মুম্বইকে। শুরুতেই ওপেনার অ্যামেলিয়া কেরের (০) উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় মুম্বই। বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি অপর ওপেনার গুনালান কমলিনীও (১৬)। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে মুম্বইকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন হরমনপ্রীত ও ব্রান্ট। দুই ব্যাটারের দাপটে শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৯৫ রান সংগ্রহ করে মুম্বই।

রানতাড়ায় নেমে কখনোই স্বস্তিতে ছিল না দিল্লি। অ্যানেলিয়া (২৪/৩) ও নিকোলা ক্যারির (৩৭/৩) সামনে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে তারা ১৯ ওভারে ১৪৫ রানে অল আউট হয়। একমাত্র লোয়ার মিডল অর্ডারে নামা চিনেইল হেনরি (৩৩ বলে ৫৬) কিছুটা লড়াই করেন।

ডব্লিউপিএলে আজ
দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট জায়েন্টস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে হরমনপ্রীত কাউর।

টানা দুই ম্যাচে জয় সৌরভের প্রিটোরিয়ার

পার্ল, ১০ জানুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ জিতল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। পার্ল রয়্যালসকে ২১ রানে হারিয়ে দিল তারা।

শনিবার শুরুতে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট খুইয়ে ১৩৮ রান তোলে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। সৌরভের দলের হয়ে সেরা ব্যাটিং শেরফান রাদারফোর্ডের। অপরাজিত ৪২ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। এর বাইরে শাই হোপ (২২) ছাড়া কেউই কুড়ি রানের গণ্ডি পার করতে পারেননি। অল্প লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমেও শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় পার্ল রয়্যালস। আসলে নিয়ন্ত্রিত বোলিং ও ধারালো ফিল্ডিংয়ে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রাখে প্রিটোরিয়া। রয়্যালসের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন অধিনায়ক ডেভিড মিলার। এছাড়া রুবিন হারম্যান ৩৫ রান করেন। ২০ ওভারে তাদের ১১৭ রানে বেঁধে রাখে সৌরভের ক্যাপিটালস।

প্রতিযোগিতার শুরুতে পরপর হারে চাপে পড়ে গিয়েছিল প্রিটোরিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি। সেই জায়গা থেকে টানা দ্বিতীয় জয় প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের আত্মবিশ্বাস ফেরাবে।

ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে জয়ে ফিরল নর্থবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : ঘরের মাঠ কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শনিবারই শেষ ম্যাচ ছিল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি-র। টানা তিন ম্যাচ পয়েন্ট নষ্টের পর এদিন তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে এফসি মেদিনীপুরকে। ৫৫ মিনিটে ডেভিড মোংলা একমাত্র গোলটি করেন। ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে নর্থবেঙ্গল। জয়ে ফিরলেও নর্থবেঙ্গলের স্ট্রাইকারদের গোলমুখে ব্যর্থতা এদিনও বজায় ছিল। একই অবস্থা ছিল লিগ টেবিলে পেছন থেকে সেকেন্ড বয় মেদিনীপুরেরও। অবশ্য নর্থবেঙ্গলের গোলরক্ষক শিলিগুড়ির ছেলে রাজা বর্মনকেও কৃতিত্ব দিতে হবে তাদের গোল না করতে পারার জন্য। ম্যাচের সেরা হয়েছেন রাজা।

ব্লিৎজে নিহালের কাছে পরাজয় আনন্দের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : র‍্যাপিড ফরম্যাটে ড্র করেছিলেন। কিন্তু ব্লিৎজ ফরম্যাটে কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দকে হারালেন সদ্য টাটা স্টিল দাবার র‍্যাপিড ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়ন নিহাল সারিন।

শনিবার থেকে টাটা স্টিল দাবার ব্লিৎজ ফরম্যাট শুরু হয়েছে। প্রথমদিনে নিহালের কাছে পরাজিত হন আনন্দ। এছাড়াও অর্জুন এরিগাইসির কাছেও পরাজিত হন তিনি। শেষপর্যন্ত দিনের শেষে ৫ পয়েন্ট নিয়ে বিদিত গুজরাটির সঙ্গে যুগ্মভাবে চতুর্থস্থানে রয়েছেন আনন্দ।

ওয়েসলি সো ৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছেন। অর্জুন ৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ও ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন নিহাল। মহিলাদের বিভাগে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন কারিসা।

টাটা স্টিল দাবায় চাল দিতে মগ্ন অর্জুন এরিগাইসি।

ডিপিএসের ক্রিকেটে সেরা বয়েজ

অতিথি ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল (উপরে)। রানার্স ট্রফির সঙ্গে ডিপিএস শিলিগুড়ির ক্রিকেটাররা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির ২০তম সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল। শনিবার ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে হারিয়েছে ডিপিএস শিলিগুড়িকে। প্রথমে ডিপিএস ২০ ওভারে ১৩৭ রানে অল আউট হয়। কুবের গোয়েল ৪২ ও নিশ্চয় আগরওয়াল ৩১ রান রেখে এসেছে। গৌরব মুন্ডা ১৭, আকাশ তরফদার ২১ ও নরোদেব বর্মন ৩৫ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বয়েজ ১৫.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৮ রান তুলে নেয়। রাঘব দাস অপরাজিত ৩৫ ও তুফান রায় ২৮ রান করেছে। দর্শ আগরওয়াল ৮ ও আশিস প্রসাদ ২৫ রানে পেয়েছে ২ উইকেট। প্রতিযোগিতার সেরা ও সেরা ব্যাটার গৌরব। সেরা বোলার কুবের। ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারম্যান শারদ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মা, ডিপিএস শিলিগুড়ির ভাইস প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ, ডিপিএস শিলিগুড়ির হেডমাস্টার সুকান্ত ঘোষ, অম্লান সরকার, সিনিয়ার মিস্ট্রেস মৌমিতা দেবনাথ প্রধান প্রমুখ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে রাজদীপ সরকার।

জয়ী অগ্রগামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে শনিবার অগ্রগামী সংঘ ৮ উইকেটে জিতেছে জাগরণী সংঘের বিরুদ্ধে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে জাগরণী ২৮.১ ওভারে ৮০ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ২৯ রান আশিক রায়ের। ২.১ ওভারে কোনও রান না দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নেন ম্যাচের সেরা রাজদীপ সরকার। ভালো বোলিং করেন তন্ময় পাল (৪/২) ও উজান চৌধুরীও (১৩/২)। জবাবে অগ্রগামী ১১.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৮২ রান তুলে নেয়। বিজিত বর্মন রেখে এসেছে ৪১ রান। রবিবার খেলবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও সুকান্তনগর সুকান্ত ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

হিরোশির সঙ্গে বিচ্ছেদ সময়ের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : হিরোশি ইবুসুকির সঙ্গে খাতায়-কলমে ইস্টবেঙ্গলের বিচ্ছেদ শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

হামিদ আহদাদকে আগেই ছেঁটে ফেলা হয়েছে। হিরোশিকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোচ অস্কার ব্রুজোঁ তাঁকে আর চাইছেন না। যদিও সরকারিভাবে জাপানি স্ট্রাইকারের সঙ্গে এখনও চুক্তি ছিন্ন করেনি ইস্টবেঙ্গল। সূত্রের খবর, আর্থিক দেনা-পাওনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত সমঝোতায় আসতে পারেনি দুই পক্ষ। সেই কারণেই সময় লাগছে।

জানা গিয়েছে, হিরোশিকে অনুশীলনে আসতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে ম্যানেজমেন্টের তরফে। শুক্রবার মাঠে আসলেও সাইডলাইনেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। শনিবার লাল-হলুদের অনুশীলনে ছুটি ছিল। তবে জাপানি স্ট্রাইকার কলকাতাতেই রয়েছেন। এদিন সন্ধ্যায়ও কয়েকজন সতীর্থর সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন তিনি।

এদিকে, হামিদ ও ইবুসুকির পরিবর্তে আপাতত একজন বিদেশি ফুটবলারকে নিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। চারজন ফুটবলারকে ইতিমধ্যেই বাছাইও করা হয়েছে। এছাড়া ম্যানেজমেন্টের তরফে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, জেসিন টিকেদের আরও বেশি করে খেলানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ব্রুজোঁকে।

প্রস্তুতি ম্যাচে জয় বাংলার : শনিবার প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলা দল ৪-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলকে। বাংলার হয়ে পেনাল্টি থেকে একটি গোল করেন শিলিগুড়ির করণ রাই। এছাড়া বিজয় মুর্মু, নরহরি শ্রেষ্ঠা ও উত্তম হাঁসদা গোল পেয়েছেন। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন দেবজিৎ।

বড় জয় নরেন্দ্রনাথের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার নরেন্দ্রনাথ ক্লাব ২৪২ রানে উড়িয়ে দিয়েছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে নরেন্দ্রনাথ ৩৮ ওভারে ৯ উইকেটে ৩৩০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা শিবা শর্মার অবদান ৮৩ রান। শুভঙ্কর ঘোষ ৫০ ও অজয় সাহানি ৪২ রান করেন। পীযূষ ভগৎ ৬৩ রানে নেন ৪ উইকেট। জবাবে নেতাজি ১৮.৪ ওভারে ৮৮ রানে গুটিয়ে যায়। রবির শিকার ১১ রানে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন শিবাও (১৭/২)। রবিবার তরুণ তীর্থ মুখোমুখি হবে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের।

কোয়ার্টারে পিন্টু-রাকেশ

বাগডোগরা, ১০ জানুয়ারি : আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের দ্বিতীয় বর্ষ অকশন ব্রিজে শনিবার সঞ্জয় দাস-রঞ্জিত দে, সমীর মিত্র-জয়ন্ত দেবনাথ, পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-সৌমেন চক্রবর্তী, সমীর হালদার-রাজেশ মিত্র, চম্পক দাস-তাপস কর, পিন্টু মিত্র-রাকেশ সরিষাল, অমলকৃষ্ণ বসাক-সুবোধ অধিকারী ও বিপ্লব মজুমদার-বিশ্বজিৎ পোদ্দার জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন।

জেলা মহিলা ক্রীড়ায় সুযোগ ১৭ পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক ক্রীড়া ২৭ জানুয়ারি কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার সচিব মিনতি সেন জানিয়েছেন, আগ্রহী স্কুল, ক্লাব, কোচিং ক্যাম্পগুলিকে অগ্রগামী সংঘে ১২ থেকে ১৭ জানুয়ারির মধ্যে নাম লেখাতে হবে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা কালিপদ মন্ডল - কে 09.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 69D 50342 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই জয় আমাকে সর্বোত্তম উপায়ে অভিভূত করেছে। এই জয় আমার জীবনে একটি বড় মোড় এনেছে এবং সামনে যে নতুন সুযোগগুলি এসেছে সেইগুলির জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এই অসাধারণ মুহূর্তটি সম্ভব করে দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।